সমাজ বিজ্ঞান ওয়ার্ক বুক

নবম শ্রেণি

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

নবম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান ওয়ার্ক বুক

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা
সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়,
খোয়াই জেলা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি তৈরি করেছেন

শ্রী চিরঞ্জীব দেব, শিক্ষক

শ্রীমতী অমৃতা ঘোষ, শিক্ষিকা

শ্রী বীরেন্দ্র সরকার, শিক্ষক

শ্রী সবুজ বরণ দাস, শিক্ষক

শ্রী মণিময় মালাকার, শিক্ষক

শ্রী বিপ্লব রায়, শিক্ষক

শ্রী রঘুবেন্দু বর্মণ, শিক্ষক

পরিমার্জনায়

শ্রীমতী ভাস্বতী সেনগুপ্ত দেবনাথ, শিক্ষিকা

শ্রীমতী সায়ন্তিকা সেন, শিক্ষিকা

শ্রীমতী শর্মিলা দেববর্মা, শিক্ষিকা

শ্রীমতী রশ্মীতা দেব, শিক্ষিকা

শ্রীমতী আলোশিখা নাথ, শিক্ষিকা

শ্রী চন্দন দেবনাথ, শিক্ষক

সূচিপত্র

ইতিহাস

বিভাগ-১ ঃ ঘটনাবলি ও প্রক্রিয়াসমূহ

অধ্যায় - ১ ঃ ফরাসি বিপ্লব ০৭

অধ্যায় - ২ ঃ ইউরোপে সমাজবাদ এবং রুশ বিপ্লব ১৩

অধ্যায় - ৩ ঃ নাৎসিবাদ এবং হিটলারের উত্থান ১৮

বিভাগ - ২ ঃ জীবিকা, অর্থনীতি ও সমাজ

অধ্যায় - ৪ ঃ অরণ্য সমাজ এবং ঔপনিবেশিক শাসন ২৪

অধ্যায় - ৫ ঃ আধুনিক পৃথিবীর পশুপালকরা ২৯

অধ্যায় - ৬ ঃ কৃষিজীবি ও কৃষক ৩২

বিভাগ - ৩ ঃ প্রাত্যহিক জীবন, সংস্কৃতি এবং রাজনীতি

অধ্যায় - ৭ ঃ খেলাধুলার ইতিহাস ঃ ক্রিকেটের গল্প ৩৫

অধ্যায় - ৮ ঃ পোশাক পরিচ্ছদ ঃ একটি সামাজিক ইতিহাস ৩৮

অধ্যায় - ৯ ঃ ত্রিপুরার ইতিহাস ৪১

ভূগোল

অধ্যায় - ১ ঃ ভারত-আয়তন ও অবস্থা ৪৫

সূচিপত্র

অধ্যায় - ২ ঃ ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ	৪৯
অধ্যায় - ৩ ঃ জলনিকাশী ব্যবস্থা (নদনদী)	৫৪
অধ্যায় - ৪ ঃ জলবায়ু	৫৬
অধ্যায় - ৫ ঃ স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বণ্যপ্রাণী	৬১
অধ্যায় - ৬ ঃ জনসংখ্যা	৬৩
অধ্যায় - ৭ ঃ পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা	৬৭
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	
অধ্যায় - ১ ঃ গণতন্ত্র কী? গণতন্ত্র কেন?	৭১
অধ্যায় - ২ ঃ সাংবিধানিক কাঠামো	৭৫
অধ্যায় - ৩ ঃ নির্বাচনি রাজনীতি	৭৯
অধ্যায় - ৪ ঃ প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ	৮৩
অধ্যায় - ৫ ঃ গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ	৮৭
অর্থনীতি	
অধ্যায় - ১ ঃ পালমপুর গ্রামের গল্প	৯১
অধ্যায় - ২ ঃ সম্পদ হিসাবে মানুষ	৯৫
অধ্যায় - ৩ ঃ দারিদ্র একটি সমস্যা	১০০
অধ্যায় - ৪ ঃ খাদ্য নিরাপত্তা	১০৫

ফরাসি বিপ্লব

বিষয় সংক্ষেপ ঃ-

এই অধ্যায়ে আমরা ১৭৮৯ খ্রিঃ ফরাসি বিপ্লব যা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে পরিবর্তনকামী বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করব। এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা ঃ-

ঐ সময়ে ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দশ লুই, পঞ্চদশ লুই, এবং ষোড়শ লুই এরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক। ষোড়শ লুই এর ব্যয়বহুল যুদ্ধনীতি, বিলাসিতা, অমিতব্যয়িতা, ভ্রান্তনীতি, রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে।

ফ্রান্সের পার্লামেন্ট ঃ- এই সময়ে পার্লামেন্ট প্রতিনিধি সভা দুর্নীতি গ্রস্থ হয়ে পড়েছিল।

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে সমাজ ঃ- এই সময়ে ফরাসি সমাজ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, যথা যাজক, অভিজাত, ও তৃতীয় শ্রেণি। প্রথম দুই শ্রেণি তথা যাজক ও অভিজাতরা সুবিধাভোগী। আর তৃতীয় শ্রেণির লোকেরা অধিকারহীন শ্রেণি। তারাই এই বিপ্লবের চালিকা শক্তি।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকের অবদান ঃ- স্বৈরাচারী শাসকের সমালোচনা করতেন ফরাসি দার্শনিকগণ। ফরাসি দার্শনিকদের মধ্যে রুশো, মন্তেস্কু উল্লেখযোগ্য।

জিরোন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দলের মধ্যে গোলমাল ঃ- ফ্রান্সে এস্টেট জেনারেল এর সভা বন্ধ ছিল ১৬১৪ থেকে ১৭৮৮ খ্রিঃ পর্যন্ত। ১৭৮৯ খ্রিঃ ৫ মে অধিবেশন বসে। অধিবেশন শুরু হলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জিরোন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দলের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়।

বাস্তিল দুর্গের পতন ঃ- ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুলাই উত্তেজিত জনতা (৮০০০) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতীক বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটায়।

সংবিধান সভা ঃ- টেনিস কোর্টের শপথ অনুসারে ১৭৯১ খ্রিঃ সংবিধান সভা ফ্রান্সের জন্য সংবিধান রচনা করে।

নাগরিকের অধিকার ঃ- ফরাসি সংবিধান সভা নাগরিকের অধিকার ঘোষণা প্রকাশ করে। এই ঘোষণা মানবজাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

সামন্ত প্রথার অবসান ঃ- ১৭৮৯ খ্রিঃ আগষ্ট মাসে ফ্রান্সের সর্বত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সংবিধান সভা সামন্ত প্রথার অবলুপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফরাসি সংবিধান জাতীয় সভার সিদ্ধান্তকে আইনত স্বীকৃত দেয়।

ক। সঠিক উত্তরটি বাছাই করে খাতায় লেখো ঃ- **মান - ১**

১) ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল -

(ক) ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ই জুলাই (খ) ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ই জুলাই

(গ) ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ই জুন (ঘ) ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ই জুন।

উঃ- ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ই জুলাই।

২) বাস্তিল দুর্গের কত জন বন্দি ছিলেন?

(ক) সাত জন (খ) সতের জন (গ) সাতশত জন (ঘ) সাত হাজার।

উঃ- সাত জন।

৩) বাস্তিল দুর্গ ছিল —

(ক) প্রজাহিতৈষী রাজাদের প্রতীক (খ) স্বৈরাচারী শাসকের প্রতীক

(গ) গণতন্ত্রের প্রতীক (ঘ) সমাজতন্ত্রের প্রতীক।

উঃ- স্বৈরাচারী শাসকের প্রতীক।

৪) ষোড়শ লুই রাজা ছিলেন —

(ক) মৌর্য বংশের (খ) চন্দ্র বংশের (গ) বুঁরবো বংশের (ঘ) সেন বংশের।

উঃ- বুঁরবো বংশের রাজা ছিলেন।

নিজে করো ঃ-

৫) অষ্টাদশ শতাব্দিতে ফরাসি সমাজ বিভক্ত ছিল -

(ক) দুইটি শ্রেণিতে (খ) তিনটি শ্রেণি(গ) চারটি শ্রেণি (ঘ) পাঁচটি শ্রেণিতে।

৬) 'Two Treaties of Government' বইটির লেখক কে?

(ক) রুশো (খ) মন্তেস্কু (গ) ভলতেয়ার (ঘ) জন লক।

৭) 'The Spirit of the Laws' গ্রন্থের লেখক —

(ক) মন্তেস্কু (খ) রুশো (গ) জন লক (ঘ) ভলতেয়ার।

৮) ফ্রান্সে ধর্মকরকে বলা হত —

(ক) করভি (খ) টাইথ (গ) গ্যাবেলা (ঘ) টেইলি।

৯) ফ্রান্সের ভূমিকরকে বলা হত —

(ক) টাইথ (খ) টেইলি (গ) ভিংটিয়েম (ঘ) দেসিম।

১০) ফ্রান্সের প্রচলিত লবন করের নাম ছিল -

(ক) করভি (খ) গ্যাবেলা (গ) টাইথ (ঘ) ক্যাপিটেশন।

১১) ফরাসি জনগণের শতকরা কৃষক ছিলেন -

(ক) ৬০% (খ) ৭০% (গ) ৮০% (ঘ) ৯০%।

১২) বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করা হয় —

(ক) ১৭৮৯ সালের ১০ জুলাই (খ) ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই

(গ) ১৭৮০ সালের ১৪ জুলাই (ঘ) ১৭৮০ সালের ১০ জুলাই।

১৩) ফ্রান্সে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার অবলুপ্তি হয়-

(ক) ১৭৮৯ সালের ৪ঠা জুলাই (খ) ১৭৮৮ সালের ৪ঠা আগষ্ট

(খ) ১৭৮৯ সালের ৪ঠা আগষ্ট (ঘ) ১৭৯০ সালের ৪ঠা জুলাই।

খ। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ১**

১) টাইথ (Tithe) কি?

উঃ- গীর্জাকে দেওয়া কৃষকদের এক ধরনের ধর্মকর।

২) টেইলি (Taille) কি?

উঃ- রাষ্ট্রের ধার্য করা প্রত্যক্ষ কর।

৩) লিভ্র কী?

উঃ- ফ্রান্সের মুদ্রার একক / নাম। ১৭৯৪ খ্রিঃ এই মুদ্রা অবলুপ্ত হয়।

৪) ক্লার্জি (Clergy) বলতে কাদের বোঝানো হত?

উঃ- ফ্রান্সের চার্চে বা গির্জার ক্রিয়াকাণ্ডে যুক্ত মানুষ।

৫) ফ্রান্সের নাগরিকদের কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হত ও কী কী?

উঃ- তিনটি শ্রেণিতে যথা - প্রথমশ্রেণি - যাজক, দ্বিতীয় শ্রেণি - অভিজাত, তৃতীয় শ্রেণি - বড় ব্যবসায়ী, বণিক, কর্মচারী, উকিল, কৃষক, শিল্পী ভূমিহীন শ্রমিক, দাস।

৬) ষোড়শ লুই কখন সিংহাসনে বসেন?

উঃ- ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে।

৭) ক্রুদ্ধ জনগণ বাস্তিল দুর্গে কেন প্রবেশ করেছিল?

উঃ- অস্ত্রের গোপন ভান্ডার উদ্ধারের আশায় ক্রুদ্ধ জনগণ শহরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাস্তিল দুর্গে প্রবেশ করেছিল।

৮) বাস্তিল দুর্গ কিসের প্রতীক বলে মনে করা হত?

উঃ- বাস্তিল দুর্গকে স্বৈরাচারী রাজার প্রতীক বলে মনে করা হত।

৯) ফ্রান্সের পূবর্তন নির্বাচন ব্যবস্থা কেমন ছিল?

উঃ- পূর্বের নির্বাচন পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল।

১০) নির্বাচনের বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণির মতামত কি ছিল?

উঃ- তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকরা প্রত্যেক সদস্যদের একটি করে ভোট দেওয়ার দাবি জানায়।

১১) "The Social Contract" গ্রন্থটি কে রচনা করেন?

১২) ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সমাজে কৃষকদের প্রদেয় লবন করকে কি বলা হত?

১৩) "The Spirit of Laws" গ্রন্থটি কে রচনা করেছিলেন?

১৪) "আমিই রাষ্ট্র"— এ কথা কে বলতেন?

১৫) ফ্রান্সের ভূমি করকে কি বলা হত?

১৬) তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধিরা কি দাবি করেছিল?

১৭) 'টেনিস কোর্টের শপথ' এ নেতৃত্ব কে দেন?

১৮) নেপোলিয়ন কখন ফ্রান্সের সম্রাট হন?

১৯) ম্যারাট কে ছিলেন?

২০) ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের নেতা কে ছিলেন?

২১) ফ্রান্সে বাস্তিল দুর্গের পতনের ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা কার ছিল?

২২) ষোড়শ লুই তাঁর মন্ত্রী নেকরকে কবে পদচ্যুত করেন?

২৩) ফ্রান্সে সামন্ত প্রথার বিলোপ কবে হয়েছিল?

২৪) ফ্রান্সে নতুন সংবিধান কখন গৃহীত হয়?

২৫) ফ্রান্সে প্রচলিত কাগজের নোটের নাম কী ছিল?

২৬) 'গিলোটিন' নামক যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন কে?

২৭) 'বিপ্লব' কথার অর্থ কী?

২৮) 'লেতর দ্য ক্যাশে' কী?

গ। সংক্ষেপে উত্তর দাও প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১) ফ্রান্সে তৃতীয় শ্রেণির জনগণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

উঃ- ফ্রান্সের সমাজ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির। এই তৃতীয় শ্রেণি মধ্যে ছিল বড় ব্যবসায়ী বনিক শ্রেণি , আদালতের কর্মচারী, উকিল, কৃষক, শিল্পী, ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন শ্রমিক, দাস প্রমুখ। প্রথম দুই শ্রেণির কোনো রকম কর প্রদান করতে হতো না। তারা সকল সুযোগ ভোগ করত। বঞ্চিত হত তৃতীয় শ্রেণি লোকেরা। যাজকরা কৃষকদের থেকেও কর আদায় করতে পারত। কৃষকরা ভূস্বামীদের বাড়িতে এবং জমিতে বেগার শ্রম দিতে বাধ্য থাকত। সৈন্যবাহিনীতে রাস্তা বানানোর কাজে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত। শুধু তাই না, চার্চ ও কৃষকদের থেকে টাইথ কর আদায় করত কৃষিজাত পণ্যের একদশমাংশ। উপরন্তু তৃতীয় শ্রেণির জনগণ সরকারকে কর প্রদান করত। লবন কর ও তামাক করও প্রদান করত।

২) ফ্রান্সের সংবিধান সভা জনগণের কী কী অধিকার ঘোষণা করে?

উঃ- ফ্রান্সের সংবিধান সভা 'ব্যক্তি এবং নাগরিকের অধিকার পত্র'এর ঘোষণা দিয়ে সূচনা করে। অধিকারগুলো হল ব্যক্তিজীবনের অধিকার, বাকস্বাধীনতার অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার। আইনের চোখে সবার সামন অধিকারকে স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠাপিত করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মসূত্রে এই অধিকারগুলো ভোগ করতে পারবে। কোনো রকম ভাবেই এই অধিকার ক্ষুন্ন করা যাবে না। রাষ্ট্রের কর্তব্য ছিল প্রত্যেক নাগরিকের অধিকারগুলো সুরক্ষিত রাখা।

নিজে করো ঃ-

৩) ষোড়শ লুই কিভাবে ফরাসী বিপ্লবের জন্য দায়ী ছিলেন?

৪) যাজক এবং অভিজাত সম্প্রদায় কী ধরনের বিশেষাধিকার ভোগ করত?

৫) 'সন্ত্রাসের রাজত্বকাল' সম্পর্কে তুমি যা জানো লেখো?

৬) নেপোলিয়নের উত্থান সংক্ষেপে আলোচনা করো?

৭) টেনিস কোর্টের শপথ ঘটনাটি কী?

৮) এস্টেট জেনারেল সম্পর্কে যা জান লেখো?

৯) ফ্রান্সে সাঁকুলোৎ বলতে কী বোঝ?

১০) ফরাসি বিপ্লবে মন্তেস্কুর অবদান কী ছিল?

১১) ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকার মহিলাদের কী কী বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছিল?

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ **মান — ৫**

১) নতুন ফরাসি সংবিধানের কার্যাবলি লেখো।

উঃ- ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধান সভা দু-বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন সংবিধান রচনা করে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর সংবিধান গৃহীত হয়।

সংবিধানের কার্যাবলী ঃ- ফ্রান্সের রাজার মর্যাদা ও ক্ষমতা হ্রাস করে সংবিধান আইন সভার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে।

ক) সম্পত্তির ভিত্তিতে ফরাসি নাগরিকের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দু-ভাগে ভাগ করা হয়।

খ) বিকেন্দ্রীভূত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র ফ্রান্সকে ৮৩টি প্রদেশ বা ডিপার্টমেন্টে ভাগ করে নতুন সংবিধান।

গ) রাজার দৈব অধিকার বাতিল করে তাকে 'ফরাসি জাতির রাজা' হিসেবে ঘোষণা করে।

অর্থনৈতিক সংস্কার ঃ- দেশের তীব্র অর্থসংকট দূর করার জন্য ঃ—

ক) সব ধরনের পরোক্ষ কর তুলে দেওয়া হয়।

খ) চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

গ) শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।

ঘ) 'অ্যাসাইনেট' নামে কাগজের নোট চালু করা হয়।

বিচার বিভাগের সংস্কার ঃ-

ক) সামন্ত প্রভুদের বিচারালয়গুলো তুলে দেওয়া হয়।

খ) বিনা বিচারে কাউকে বন্দি করা নিষিদ্ধ হয়।

গ) নির্বাচনের দ্বারা বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

চার্চের সংস্কার ঃ-

ক) সংবিধান সভায় চার্চের সংস্কার করে একে নতুন ধাঁচে গঠন করা হয়।

খ) সিভিল কনস্টিটিউশন অব দ্য ক্লার্জি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গ) চার্চকে সরকারি দপ্তরে পরিণত করা হয়।

ঘ) যাজকদের বেতন ভোগী কর্মচারীতে পরিণত করা হয়।

ঙ) চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় প্রভৃতি।

নিজে করো ঃ-

২) ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা আলোচনা করো।

৩) ফরাসি বিপ্লবের মূল কারণগুলো কী ছিল?

৪) গিলোটিন কী? এটি কে আবিস্কার করেন? কখন এবং কেন তা ব্যবহৃত হয়?

৫) বাস্তিল দুর্গের পতন কিভাবে ফরাসি বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়?

৬) ঊনবিংশ শতকের বিশ্বে ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা করো?

৭) ত্রিমুখী ক্রীতদাস বাণিজ্য বলতে কী বোঝ? ফরাসি উপনিবেশগুলোতে তা কীভাবে বন্ধ হয়?

৮) কোন্ পরিস্থিতিতে রাজা ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেল আহ্বান করেছিলেন, তা বর্ণনা করো?

ইউরোপের সমাজবাদ এবং রুশ বিপ্লব

বিষয় সংক্ষেপ :

ফ্রান্সের ফরাসি বিপ্লবের পর ১৯১৭ খ্রিঃ রুশ বিপ্লব ছিল এক যুগান্তকারী বিপ্লব, যা শুধু রাশিয়ায় নয়, সমগ্র ইউরোপের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা ১৯০৫ এর আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। তাছাড়া রুশ বিপ্লবের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করব। আমরা জানার চেষ্টা করব, রুশ বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ, যেমন - অর্থনৈতিক কারণ, সামাজিক কারণ, রাজনৈতিক কারণ।

আরও জানার চেষ্টা করব, সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। বলশেভিক বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা। লেনিন তাঁর নতুন অর্থনীতি তথা New Economic Policy প্রয়োগ করেন রাশিয়ার অর্থনৈতিক পূনর্গঠনের জন্য।

সর্বশেষে ১৯১৭ খ্রিঃ রুশ বিপ্লবের প্রভাব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

ক। সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ- **মান — ১**

১) রুশ বিপ্লব হয়েছিল —

ক) ১৯০৫ খ্রিঃ খ) ১৯১২ খ্রিঃ গ) ১৯১৭ খ্রিঃ ঘ) ১৯১৪ খ্রিঃ

উত্তর ঃ- গ) ১৯১৭ খ্রিঃ

২) দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন —

ক) বুরবোঁ বংশের খ) জার বংশের

গ) মাণিক্য বংশের ঘ) মোঘল বংশের

উত্তর ঃ- খ) জার বংশের।

৩) ‘এপ্রিল থিসিস’ এর প্রবক্তা ছিলেন —

ক) স্টালিন খ) কার্ল মার্কস গ) কেরেনেস্কি ঘ) লেনিন

উত্তর ঃ- ঘ) লেনিন।

৪) কামিন্টার্ন গঠিত হয়েছিল —

ক) ১৯১৯ খ্রিঃ খ) ১৯১৭ খ্রিঃ গ) ১৯২০ খ্রিঃ ঘ) ১৯১৪ খ্রিঃ

উত্তর ঃ- ক) ১৯১৯ খ্রিঃ

নিজে করো ঃ-

৫) রাশিয়ায় ১৯০৫ খ্রিঃ সংগঠিত বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন —

ক) লেনিন খ) কার্ল মার্কস গ) ফাদার গ্যাপন ঘ) রবার্ট ওয়েন

৬) ডুমা ছিল —

ক) রাশিয়ার সংসদ খ) রাজনৈতিক দল গ) সমবায় সমিতি ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

৭) সেন্ট পিটার্সবার্গের নতুন নাম হয়েছিল —

ক) মস্কো খ) পেট্রোগ্রাড গ) প্যারিস ঘ) জেলেনোগ্রাড

৮) অক্টোবর বিপ্লবের সময় রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন —

ক) কেরেনেস্কি খ) লেনিন গ) স্টালিন ঘ) উপরের কেউ নয়।

৯) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল —

ক) ১৯১৪ খ্রিঃ খ) ১৯১৫ খ্রিঃ গ) ১৯১৭ খ্রিঃ ঘ) ১৯১৮ খ্রিঃ।

১০) বলশেভিক দলের নেতা ছিলেন —

ক) কেরেনেস্কি খ) জার নিকোলাস গ) লেনিন ঘ) রবার্ট ওয়েন।

১১) বলশেভিক দ্বারা গঠিত বিশেষ গুপ্ত পুলিশের নাম —

ক) ডুমা খ) চেকা গ) সোভিয়েত ঘ) অরোরা।

খ। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ **মান — ১**

১) অষ্টাদশ শতকে রাশিয়ার গ্রামীণ সংগঠন এর নাম কী?

উঃ- মির।

২) বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোনটি?

উঃ- রাশিয়া।

৩) প্রথম আলেকজান্ডার কোন্ দেশের সম্রাট ছিলেন?

উঃ- রাশিয়ার।

৪) বলশেভিকাদের নেতা কে ছিলেন?

উঃ- লেনিন।

৫) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্ভাবক কে ছিলেন?

উঃ- কার্ল মার্কস।

৬) 'বিপ্লব' কথাটির অর্থ কী?

উঃ- আমূল পরিবর্তন।

৭) রাশিয়ায় **সংখ্যাগরিষ্ঠরা কী নামে পরিচিত ছিল ?**

উঃ- বলশেভিক নামে।

৮) রোমানভ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

উঃ- মিখাইল রোমানভ।

৯) রুশ শব্দ 'নারোদ' কথার অর্থ কী?

উঃ- প্রজাসাধারণ।

নিজে করো ঃ-

১০) জারের শীতকালীন প্রাসাদ কোথায় ছিল ?

১১) রাশিয়ার ইতিহাস 'রক্তাক্ত রবিবার' এর ঘটনাটি কবে ঘটে ?

১২) ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের সময় রাশিয়ার সম্রাট কে ছিলেন ?

১৩) নভেম্বর বিপ্লবের নায়ক কে ছিলেন?

১৪) রোমানভ বংশের রাজারা কী উপাধি গ্রহণ করতেন?

১৫) বিপ্লবের জনক কাকে বলা হয় ?

১৬) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কখন গঠিত হয়?

১৭) ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রবাদের জনক কাকে বলা হয়?

১৮) 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' কে রচনা করেন ?

১৯) 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' কবে রচনা করা হয় ?

২০) প্রাভদা নামক পত্রিকাটি কে প্রকাশ করেন?

২১) 'নিউ ইকোনমিক পলিসি' কে ঘোষণা করেন?

২২) 'এপ্রিল থিসিস' এর প্রবক্তা কে ছিলেন ?

২৩) কে 'দাস ক্যাপিটাল' রচনা করেন ?

২৪) রাশিয়ার মুদ্রার নাম কী ?

২৫) 'চেকা' কাদের বলা হত ?

২৬) রাশিয়ায় সংখ্যালঘিষ্টরা কী নামে পরিচিত ছিল ?

২৭) ট্রটস্কি কে ছিলেন ?

২৮) নিহিলিস্ট কাদের বলা হত ?

২৯) অক্টোবর ইস্তাহার কী ?

৩০) জেন্টি কাদের বলা হয় ?

গ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ-

মান — ৩

১) কার্ল মার্কস কে ছিলেন? তাঁর পরিচয় দাও।

উঃ- কার্ল মার্কস ছিলেন আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক। মার্কস মনে করতেন ইতিহাসের কোনো ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে কার্যকারণ যোগ আছে। মার্কস সমাজতন্ত্রবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজতন্ত্রবাদকে বাস্তবভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কসীয় মতবাদের পাঁচটি প্রধান দিক হল -

(ক) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (খ) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (গ) মুনাফা তত্ত্ব

(ঘ) বিপ্লব তত্ত্ব (ঙ) বিশ্ব বিপ্লব।

২) রক্তাক্ত রবিবার-এর ঘটনাটি কী?

উঃ- ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারী রবিবার রক্তাক্ত রবিবার এর ঘটনাটি ঘটে। সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রায় ৬ হাজার শ্রমিক ফাদার গ্যাপন-এর নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ মিছিলে শামিল হয়। জারের পুলিশ বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে শান্তিপূর্ণ মিছিলে শ্রমিকদের ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। ফলে একহাজার শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। এই হত্যাকান্ডের ঘটনাটি রক্তাক্ত রবিবার নামে পরিচিত।

নিজে করো ঃ-

৩) উদারপন্থী, সংস্কারপন্থী এবং রক্ষণশীল শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো?

৪) ১৯০৫ খ্রিঃ বিপ্লবের প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করো?

৫) ডুমা কী? তা কত দূর সফল হয়েছিল?

৬) রবার্ট ওয়েন ও লুই ব্ল্যাংক এর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করো?

৭) রাশিয়ার অর্থনীতির উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব কী?

৮) রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ কেন হয়েছিল?

৯) লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস' বলতে কী বোঝ?

১০) ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কে ছিলেন? ওনার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো?

১১) লেনিনকে কেন নির্বাসিত করা হয়েছিল?

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ-

মান — ৫

১) লেনিনের নতুন অর্থনৈতিক নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।

উঃ- লেনিন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে 'নিউ ইকোনমিক পলিসি' বা 'নতুন অর্থনৈতিক নীতি' গ্রহণ করেন।এর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, সেগুলো হল -

কৃষিক্ষেত্রে ঃ-

ক) সরকার কৃষকদের কাছ থেকে শস্য আদায় করার পরিবর্তে কর ধার্য করে।

খ) জমিতে কৃষকের মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত হয়।

গ) আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং কৃষিকে কেন্দ্র করে সমবায় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

ঘ) ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে কৃষি ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে এবং কৃষিতে প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটে।

শিল্পক্ষেত্র ঃ-

ক) যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২০ জনের কম শ্রমিক কাজ করত, সেগুলো মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়।

খ) বিদেশী মূলধনিদের পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের অধিকার দেওয়া হয়।

গ) শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের জন্য কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঃ-

ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যক্তিগত মূলধন ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যের পথ খোলা রেখে কালো বাজারি বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পথ খুলে রাখা হয়।

খ) সরকারি বিপনন কেন্দ্র বা ক্রেতাদের নানা সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে।

গ) দেশের যে কোনো স্থানে ব্যাংক নির্মাণ, বাণিজ্যিক আদান প্রদান, বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ বা শিল্প গঠনে সরকার আপত্তি করবে না, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

নিজে করো ঃ-

২) রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় লেনিনের পাঁচটি উদ্যোগ লেখো।

৩) রুশ বিপ্লব (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে)-এর পূর্বে রাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার বিবরণ দাও।

৪) রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যের কারণ কী ছিল?

৫) স্টালিনের যৌথীকরণ কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করো?

৬) কোন্ ঘটনাবলি ১৯১৭ খ্রিঃ রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের মূলে ছিল?

৭) বিশ্বব্যাপী রুশ বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা করো?

৮) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার অবস্থা বর্ণনা করো?

মানচিত্র চিহ্নিতকরণ **মান - ১**

ঙ। পৃথিবীর মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলো নির্দেশ করো ঃ

ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্ত কেন্দ্রীয় শক্তির দেশগুলো -

(১) জার্মানি, (২) অস্ট্রিয়া, (৩) তুর্কী।

খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্ত মিত্রশক্তিসমূহ -

(১) ইংল্যান্ড, (২) ফ্রান্স, (৩) রাশিয়া, (৪) আমেরিকা।

নাৎসিবাদ এবং হিটলারের উত্থান

রাশিয়ার রুশ বিপ্লব (১৯১৭) এর প্রভাব সর্বত্রই ছাড়িয়ে পড়েছিল ঠিক। এর প্রভাবেই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের শেষে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি জার্মানির জাতীয়তাবাদে আঘাত আনে এবং ফলে জার্মানিতে ভাইমার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা জানব ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং তার পতন সম্পর্কে। আরো জানব ভার্সাই চুক্তি এবং জার্মানির পরিস্থিতি তথা অর্থনৈতিক মন্দা ও ১৯৩০-৩২ সালে জার্মানির নির্বাচন এবং এনাবলিং অ্যাক্ট ও বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয়ে জার্মানির গণতন্ত্রের বিপর্যয় সম্পর্কে।

নাৎসি দল গঠন এই দলের কার্যপরিধি তথা সমগ্র জার্মানিতে নাৎসিকরণ এবং হিটলারের উত্থান, চরম পর্যায়ে ত্রাস, সমগ্র বিশ্বে হিটলার নীতি ইত্যাদি এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

ক। সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ- **মান — ১**

১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল —

ক) ১৯১৪ খ্রিঃ খ) ১৯১৫ খ্রিঃ গ) ১৯১৬ খ্রিঃ ঘ) ১৯১৮ খ্রিঃ।

উত্তর ঃ- ক) ১৯১৪ খ্রিঃ।

২) জার্মান প্রতিনিধি সভার নিম্নকক্ষের নাম —

ক) রাইখস্ট্যাড খ) রাইখস্ট্যাগ গ) লোকসভা ঘ) কোনটিই নয়।

উত্তর ঃ- খ) রাইখস্ট্যাগ

৩) ভাইমার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় —

ক) ১৯১৮ খ্রিঃ খ) ১৯২০ খ্রিঃ গ) ১৯২৪ খ্রিঃ ঘ) ১৯৩৩ খ্রিঃ

উত্তর ঃ- ক) ১৯১৮ খ্রিঃ

৪) জার্মান প্রতিনিধি সভায় কক্ষ ছিল —

ক) একটি খ) দুইটি গ) তিনটি ঘ) চারটি।

৫) নাৎসি দলের প্রচারকার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল —

ক) হিটলারকে খ) গোয়েবলস্‌কে গ) উইলসনকে ঘ) কিয়েলকে।

উত্তর ঃ- খ) গোয়েবলস্‌কে।

নিজে করো ঃ-

৬) ভার্সাই সন্ধি দ্বারা উন্মুক্ত বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয় —

ক) ডানজিগ বন্দরকে খ) কিয়েল বন্দরকে গ) রটারডাম বন্দরকে ঘ) হামবুর্গ বন্দরকে।

৭) ভাইমার প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে উত্থান ঘটেছিল—

ক) নর্দার্ন লিগের খ) স্পার্টাসিস্ট লিগের গ) মুসলিম লিগের ঘ) কোনটিই নয়।

৮) "এক জাতি একরাষ্ট্র" নীতির প্রবক্তা ছিলেন —

ক) হিটলার খ) উড্রো উইলসন গ) মুসোলিনি ঘ) দ্বিতীয় নিকোলাস।

৯) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছিল —

ক) ১৯২৯ খ্রিঃ খ) ১৯১৯ খ্রিঃ গ) ১৯৩৩ খ্রিঃ ঘ) ১৯৩৯ খ্রিঃ।

১০) ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানির সৈন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় —

ক) এক লক্ষ খ) দুই লক্ষ গ) তিন লক্ষ ঘ) চার লক্ষ।

১১) সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইলহেম সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যান—

ক) জার্মানীতে খ) রাশিয়ার গ) হল্যান্ডে ঘ) ইংল্যান্ডে।

১২) হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমন করেছিল —

ক) ১৯৩৯ খ্রিঃ খ) ১৯৪০ খ্রিঃ গ) ১৯৪১ খ্রিঃ ঘ) ১৯৪২ খ্রিঃ

১৩) বিবর্তনবাদের জনক হলেন —

ক) ল্যামার্ক খ) ডারউইন গ) মেন্ডেল ঘ) উপরের কেউ নয়।

খ। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ১**

১) 'জবরদস্তিমূলক চুক্তি' (Dictated Peace) বলা হয় কোন চুক্তিকে?

উঃ- ভার্সাই চুক্তিকে।

২) ভার্সাই চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?

উঃ- ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে।

৩) চৌদ্দোদফা চুক্তির প্রবক্তা কে ছিলেন ?

উঃ- উড্রো উইলসন।

৪) হিটলারের উত্থানকে 'বাজনা বাদক থেকে একনায়কতন্ত্রে' উত্তরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন কোন্ ঐতিহাসিক?

উঃ- এ. জে. রাইডার।

৫) কে ইটালিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

উঃ- মুসোলিনি।

৬) কখন জার্মানিতে ভাইমার সংবিধান রচিত হয়?

উঃ- ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে।

৭) কাকে 'বিশ্বের ত্রাস' বলা হয়?

উঃ- হিটলারকে।

৮) কখন 'মেইন ক্যাম্প' প্রকাশিত হয়?

উঃ- ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে।

৯) নাতসি পতাকায় কোন্ দুটি রঙ ছিল?

উঃ- লাল-সাদা।

১০) কখন ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে?

উঃ- ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে।

নিজে করো ঃ-

১১) ভার্সাই সন্ধির দলিলে কয়টি অধ্যায় ছিল?

১২) হেরেনভক তত্ত্বের উদ্ভাবক কে ছিলেন?

১৩) কখন জার্মানিতে হিটলার সর্বময় ক্ষমতা লাভ করেন?

১৪) কবে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে?

১৫) ভাইমার সংবিধান কাকে বলে?

১৬) 'SD' কী?

১৭) জার্মানিতে কবে গণতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটে?

১৮) 'নাতসি জাতীয় সংগীত' কী ছিল?

১৯) 'SS' বলতে কী বোঝায়?

২০) হিটলার কবে জার্মান ওয়ার্কাস পার্টিতে যোগদান করেন?

২১) 'কডিলো' কাকে বলা হত?

২২) কাকে ফুয়েরার বলা হত? এর অর্থ কী?

২৩) নাতসি দলের মূললক্ষ্য কী ছিল?

২৪) হিটলার কবে, কোথায় জন্ম গ্রহন করেন?

২৫) জার্মানি কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে?

২৬) 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' কী?

২৭) মেইন ক্যাম্ফ কী?

২৮) ভার্সাই চুক্তিকে কেন "জবরদস্তিমূলক চুক্তি" বলা হয়?

২৯) 'স্পার্টাকাস' কাদের বলা হয়?

গ। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ- **মান — ৩**

১) ভার্সাই চুক্তির রাজনৈতিক শর্তাবলি কী ছিল?

উঃ- ভার্সাই চুক্তির রাজনৈতিক শর্তাবলি ছিল -

ক) জার্মানির আলসেস ও লোরেন অঞ্চল ফ্রান্সকে ছেড়ে দিতে হবে।

খ) বেলজিয়ামকে ইউক্রেন, মালমেডি ও মনসেরেট দিতে হবে।

গ) পূর্ব সীমান্তের পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়ার একাংশ পোল্যান্ড পাবে।

ঘ) মেমেল পাবে লিথুয়ানিয়া এবং ডেনমার্ক পাবে স্লেজউইগ বন্দর।

ঙ) চিনে জার্মান অধিকৃত অঞ্চলসমূহ জাপান পাবে।

২) জার্মানিতে সাম্যবাদীদের নেতৃত্বে সংগঠিত ধর্মঘটগুলোতে কী কী দাবি উত্থান করা হয়েছিল?

উঃ- জার্মানিতে বলশেভিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ 'স্পার্টাকাস' বা সাম্যবাদীরা 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের' কথা ঘোষণা করে জার্মানির সর্বত্র সোভিয়েত গঠন করে। বার্লিন ও ইপেন শহরে তারা ধর্মঘট শুরু করে। তাদের দাবি ছিল ঃ-

ক) রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়া।

খ) নারীদের ভোটাধিকারসহ আরও বেশ কয়েকটি দাবিও সরকারের কাছে রাখা হয়।

গ) শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্যারিস শান্তি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার অধিকার।

ঘ) ভার্সাই সন্ধির শর্তানুসারে ক্ষতি পূরণ না দিয়ে মিত্রপক্ষের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন।

৩) তোষণ নীতি কাকে বলে?

উঃ- ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলো একের পর এক নাকচ করে দিয়ে হিটলার যখন সমর সজ্জা শুরু করেন, তখন জাতি সংঘের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে এই সংকট সমাধানের চেষ্টা হয়, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। সেই সময় ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন দ্বিতীয় বিকল্পপথ হিসেবে হিটলারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার চেষ্টা করেন। চেম্বারলেনের এই নীতি পরবর্তীকালে ইংরেজিতে Appeasement ও বাংলায় তোষণ নীতি বলে সমালোচিত হয়েছে।

নিজে করোঃ-

১) নাৎসিবাদ বলতে কী বোঝ?

২) ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতনের দুটি কারণ লেখো।

৩) ভাইমার প্রজাতন্ত্রের সমস্যাগুলো কী ছিল?

৪) ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি এবং অর্থনৈতিক মন্দা কীভাবে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন ঘনিয়ে তোলে?

৫) নাৎসিবাদের প্রতি সাধারণ জনগণের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

৬) হিটলার কীভাবে জার্মানির পুনঃনির্মাণ করেছিলেন?

৭) জার্মানির সামরিকায়নে হিটলারের পদক্ষেপগুলো কী ছিল?

৮) জার্মানির সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের কারণগুলো আলোচনা করো?

৯) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলো লেখো?

১০) জার্মানিতে নাৎসি শাসনের প্রভাব আলোচনা করো?

১১) ১৯২৯ খ্রিঃ আমেরিকায় অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণগুলো লেখো?

১২) হিটলারের বিদেশনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো?

১৩) ভার্সাই চুক্তির অর্থনৈতিক শর্তাবলি কীভাবে জার্মানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল?

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ৫**

১) হিটলারের 'নাৎসিকরণ' নীতি কীভাবে জার্মানিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল?

উঃ- নাৎসি সংগঠন মজবুত করার পর সরকার গঠন করেই হিটলার নাৎসিকরণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি জার্মানিতে গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ক) জার্মানির সমস্ত সরকারি কর্মচারী ও নাৎসি দলের সদস্যদের আনুগত্যের শপথ নিতে বলা হয়।

খ) জার্মানির প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্ত শাসন বলবৎ করা হয়।

গ) ইহুদিদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়।

ঘ) সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।

ঙ) ইহুদিদের সঙ্গে জার্মানদের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়।

চ) জার্মান জনমানসে নাৎসিদের প্রচারকার্য চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়, দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক গোয়েবলসকে।

ছ) নাৎসিদল ও জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও পাঠ্যপুস্তকগুলোকে নাৎসি মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়।

নিজে কর :-

২) ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতনের কারণগুলো কী ছিল?

৩) হিটলার কে ছিলেন? তিনি কীভাবে জার্মানির ক্ষমতা দখল করেছিলেন?

৪) ভার্সাই সন্ধি কীভাবে জার্মানিতে নাৎসিবাদ উত্থানে সাহায্য করেছিল?

৫) হিটলার কীভাবে জার্মানিতে গণতন্ত্র ধ্বংস করেছিল?

৬) নাৎসি জার্মানিতে নারীদের অবস্থা বর্ণনা করো?

৭) নাৎসি বিদ্যালয়গুলোতে কী ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল?

৮) ইউরোপীয় সমাজে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব বর্ণনা করো?

৯) কখন এবং কীভাবে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেন?

১০) ইহুদিদের ঘৃণা করার জন্য নাৎসি বিজ্ঞাপন কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল?

ঙ। পৃথিবীর মানচিত্রে চিহ্নিত করো ঃ-

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রধান দেশসমূহ ঃ-

১) অক্ষশক্তি — জার্মানী, ইতালী, জাপান

২) মিত্র শক্তি — যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

৩) নাৎসি জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলসমূহ — অস্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, লিথুয়ানিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম।

অরণ্য সমাজ এবং ঔপনিবেশিক শাসন

আমরা যদি আমাদের চারপাশে ভালভাবে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা খুব সহজেই চিহ্নিত করতে পারবো যে কাগজ, ডেস্ক, টেবিল, দরজা, জানালা, খাবারের মশলা, আটা, মধু, কফি, চা, রাবার ইত্যাদি সবই আমরা অরণ্য তথা বন বা উদ্ভিদ থেকে পাচ্ছি। আমাদের চাহিদার একটি খুব বড় অংশ এই অরণ্য সমাজ দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ভেষজ ঔষধ, ফল, ফুল প্রদান ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে অরণ্য সমাজ সুস্থ থাকলে। আমাজন অরণ্যে এবং ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অরণ্যে প্রায় ৫০০ প্রজাতির গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, এত উপকারী অরণ্য সমাজ আজ ক্রমাগত নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টা শিল্পায়নের যুগে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ বর্গ কিমি অরণ্যভূমি কৃষিকাজ, পশুচারণা এবং জ্বালানী কাঠের জন্য বিনাশ করা হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা বনভূমি ধ্বংসের কারণ, অরণ্য আইন, এবং বনকে কেন্দ্র করে যে সকল বিদ্রোহ হয়েছিল যেমন - সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ, আল্লুরি বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করার চেষ্টা করব।

ক। সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ- **মান — ১**

১) অরণ্য বিনাশ বলতে বোঝায় —

ক) বৃক্ষরোপণ করা খ) শস্য চাষ করা গ) অরণ্যের অদর্শন ঘ) অরণ্যের নিঃশেষকরণ।

উত্তর ঃ- গ) অরণ্যের নিঃশেষকরণ।

২) ঔপনিবেশিকদের কাছে টেকশই কাঠের প্রয়োজন ছিল —

ক) রাজকীয় নৌবাহিনীর জাহাজ তৈরির জন্য। খ) সেতু নির্মাণের জন্য

গ) আসবাবপত্রের জন্য ঘ) সুন্দর বাড়ি নির্মাণের জন্য।

৩) প্রতি মাইল রেলপথ-এর জন্য কয়টি স্লিপার প্রয়োজন ছিল —

ক) ১৬০০ - ২২০০ স্লিপার খ) ১৩৬০ - ১৫০০ স্লিপার

গ) ১৭৬০ - ২০০০ স্লিপার ঘ) ১৫০০ - ২১০০ স্লিপার।

উত্তর ঃ- গ) ১৭৬০ - ২০০০ স্লিপার।

৪) ১৮৭৮ খ্রিঃ অরণ্য আইন অনুসারে নিম্নলিখিত কোন্‌টি উত্তম অরণ্য —

ক) সংরক্ষিত অরণ্য খ) গ্রামীণ অরণ্য গ) দেশীয় অরণ্য ঘ) সুরক্ষিত অরণ্য।

উত্তর ঃ- ক) সংরক্ষিত অরণ্য।

৫) ইম্পিরিয়াল ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল —

ক) মৌসোরীতে খ) সিমলাতে গ) দেরাদুনে ঘ) দিল্লিতে।

উত্তর ঃ গ) দেরাদুনে।

নিজে করো ঃ-

৬) শ্রীলঙ্কায় জুম চাষের স্থানীয় নাম —

ক) মিলপা খ) লাডাং গ) কুমরি ঘ) ছেনা

৭) নিম্নলিখিতদের মধ্যে কে অন্ধ্রপ্রদেশে অরণ্যবাসীদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

ক) বিরসা মুণ্ডা খ) সিধু গ) কানু ঘ) আল্লুরি সীতারাম রাজু।

৮) বিরসা মুণ্ডা অধিবাসী ছিলেন —

ক) অন্ধ্রপ্রদেশের খ) মহারাষ্ট্রের গ) বিহারের ঘ) ছোটনাগপুরের।

৯) নিম্নলিখিতদের মধ্যে কে বাস্তারের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন —

ক) রাজু খ) গুণ্ডা ধুর গ) সিধু ঘ) কানু।

১০) এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে মানুষেরা যে কর দিত তা হল —

ক) পশুচারণ কর খ) ভাড়া গ) দেবসারি ঘ) মন্ত।

১১) 'ব্ল্যাডংডিনস্টেন' প্রথা জাভাতে চালু করেছিল —

ক) ইংরেজ খ) ওলন্দাজ গ) জাপানিজ ঘ) ফরাসী।

১২) ভারতের প্রথম ইন্সপেক্টর জেনারেল অব ফরেস্ট ছিলেন —

ক) ব্র্যান্ডিস খ) জন ওসন গ) ডালহৌসী ঘ) উপরের কেউ নন।

১৩) জাভার দক্ষ কাঠুরিয়া ছিল —

ক) গণ্ড সম্প্রদায় খ) কলঙ্গা সম্প্রদায় গ) ধুরওয়া সম্প্রদায় ঘ) হলবা সম্প্রদায়।

১৪) জাভায় রান্তুরলাটাঙ নামক গ্রামে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন —

ক) সীতারাম রাজু খ) গুণ্ডা ধুর গ) সুরোন্টিকো সামিন ঘ) সিধু।

খ। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ১**

১) ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় অরণ্যকে কয় ভাগ করা হয়েছিল?

উঃ- তিন ভাগে।

২) 'ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট' কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উঃ- ব্র্যান্ডিস।

৩) 'ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে' কি শেখানো হত?

উঃ- অরণ্য সৃজন।

৪) 'পোডু' কী?

উঃ- এক প্রকার চাষ।

৫) ১৯৪৬ খ্রিঃ কত কিমি রেললাইন তৈরি হয়েছিল?

উঃ- ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার কিমি।

৬) আগে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলভূমি কী দ্বারা আবৃত ছিল?

উঃ- অরণ্যে।

৭) সাঁওতালরা কোথায় বাস করত?

উঃ- রাজমহল পার্বত্য অঞ্চলে।

৮) কে নিজেকে 'ধরতি বাবা' বলে ঘোষণা করেছিলেন?

উঃ- বীরসা মুণ্ডা।

৯) সাঁওতাল বিদ্রোহ কবে হয়েছিল?

উঃ- ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন।

১০) সাঁওতাল বিদ্রোহের পর কী গঠিত হয়?

উঃ- সাঁওতাল পরগনা।

নিজে করো ঃ-

১১) সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন?

১২) মুন্ডা বিদ্রোহ কখন হয়েছিল?

১৩) কে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করেছিলেন?

১৪) মুন্ডাদের দেবতার নাম কী ছিল?

১৫) মুন্ডা বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র কোথায় ছিল?

১৬) মুণ্ডা বিদ্রোহের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

১৭) ভারতে প্রথম অরণ্য আইন কবে প্রবর্তিত হয়?

১৮) 'ছোটোনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন' - কবে পাশ হয়?

১৯) আল্লুরি বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র কোথায় ছিল?

২০) বাস্তার অঞ্চল কোথায় অবস্থিত?

২১) ভারতে রেললাইন পাতা হয় কখন?

২২) ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় কোথায়?

২৩) আল্লুরি বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন?

২৪) 'দিকু' কাদের বলা হত?

২৫) 'দামিন-ই-কোহ' বলতে কী বোঝায়?

২৬) 'সায়েন্টিফিক ফরেস্ট্রি' বলতে কী বোঝ?

২৭) 'দগ্ধ পৃথিবী' নীতি কী?

২৮) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কখন শুরু হয়েছিল?

২৯) সুরোন্টিকো সামিন কে ছিলেন?

৩০) জাভার মাতারাম রাজত্ব কখন বিভক্ত হয়ে যায়?

৩১) কখন, কার নেতৃত্বে বাস্তার রাজ্যে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল?

গ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ১**

১) ভারতীয় অরণ্য আইনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

উঃ- ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে অরণ্য আইন চালু করা হয়। ১৮৭৮ এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে দু-বার আইনের সংশোধন এবং সংযোজন করা হয়। এই আইন অনুসারে -

ক) ভারতীয় অরণ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় -

(অ) সংরক্ষিত অরণ্য (আ) নিরাপদ অরণ্য (ই) গ্রামীণ অরণ্য।

খ) প্রাকৃতিক অরণ্যের পরিবর্তে পরিকল্পনা মাফিক কৃত্রিম অরণ্যের সৃষ্টি করা হয়।

গ) সরকারি অধিকারিকদের নিয়মিত অরণ্য পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ) বিভিন্ন প্রজাতির গাছের এলাকা নির্ধারণ করে তার কার্যকরী পরিকল্পনা করা হয়।

ঙ) গাছ কাটা, অরণ্য সম্পদ সংগ্রহ, পশুশিকার প্রভৃতি আদিবাসীদের পক্ষে নিষিদ্ধ করা হয়।

নিজে করো :-

২) কৃষিকাজ বৃদ্ধির ফলে কীভাবে বনভূমি ধ্বংস হয়েছিল?

৩) রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে অরণ্য ধ্বংসের সম্পর্ক কী ছিল?

৪) অরণ্য মানুষের জীবনে কী উপকার করে?

৫) অরণ্য আইনের গুরুত্ব কী ছিল?

৬) চা-কষি বাগিচা কীভাবে অরণ্য ধ্বংস করে?

৭) বিশ্বযুদ্ধসমূহ দ্বারা কীভাবে অরণ্য ধ্বংস হয়েছিল?

৮) সুরোন্টিকো সামিন সম্পর্কে টীকা লেখো?

৯) বাস্তারের জনগণ কেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল?

১০) 'সায়েন্টিফিক ফরেস্ট্রি'-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো?

১১) ওলন্দাজরা জাভায় যে অরণ্য আইন লাগু করেছিল, তার বিধানসমূহ আলোচনা করো?

১২) কলঙ্গা কারা? তারা কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

১৩) কীভাবে অরণ্য আইন শিকারী জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে?

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ-

১) বাস্তার এবং জাভার অরণ্যে ঔপনিবেশিক পরিচালন ব্যবস্থার কী কী সাদৃশ্য ছিল?

উত্তর ঃ- বাস্তারের অরণ্যে বৃটিশ এবং জাভার অরণ্যে ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসন হলেও পরিচালন ব্যবস্থায় কিছু সাদৃশ্য নিম্নরূপ ঃ-

ক) উভয় ক্ষেত্রেই অরণ্য রাষ্ট্রের মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

খ) তারা গ্রামবাসীদের জুমচাষে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে।

গ) উভয়েই অরণ্য আইন লাগু করে গ্রামবাসীদের অরণ্যে প্রবেশ এবং গোচরণে সীমাবদ্ধতা লাগু করে।

ঘ) উভয়েরই ছিল শোষকের চরিত্র। তারা স্থানীয় অধিবাসীদের পরম্পরাগত কাজ থেকে বিরত করে এবং ওদেরকে নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করে। অরণ্য আইন অমান্যকারীদের অপমান, জরিমানা ও শাস্তি প্রদান করা হত।

ঙ) তারা অরণ্য আইন লাগু করে, অরণ্য ধ্বংস করে নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। জাহাজ এবং রেলপথ নির্মাণের জন্য নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস করে।

চ) পরিচালকের এই বর্বরতা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে নিরাশার সঞ্চার করে এবং উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়।

নিজে করো ঃ-

২) দিয়েত্রিক ব্রান্ডিস কে ছিলেন? ভারতে অরণ্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নতিতে তাঁর অবদান আলোচনা করো?

৩) কিভাবে অরণ্য আইন গ্রামবাসীদের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল — তা বর্ণনা করো?

৪) ইন্দোনেশিয়ার সামিনদের বিদ্রোহের বর্ণনা দাও?

৫) ঔপনিবেশিক শাসক দ্বারা কৃষিক্ষেত্র বিস্তারের পাঁচটি কারণ উল্লেখ করো?

৬) কীভাবে বাস্তার বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল এবং অর্থের জোগান পেয়েছিল?

৭) কীভাবে বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতি ভারতে অরণ্য বিনাশ ত্বরান্বিত করেছিল?

৮) কীভাবে বাস্তার বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল? এই বিদ্রোহের গুরুত্ব কি ছিল?

৯) জুম চাষ কি? কেন ইউরোপীয়রা জুম চাষকে ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করেছিল?

আধুনিক পৃথিবীর পশুপালকরা

বিষয় সংক্ষেপ

আলোচ্য অধ্যায়ে যাযাবর মেষ পালকদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যাযাবররা এক স্থানে বসবাস না করে জীবিকা নির্বাহের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘোরাফেরা করত। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আমরা মেষপালকদের দেখতে পাই।

এই অধ্যায় থেকে তোমরা জানতে পারবে মেষপালকরা কীভাবে ভারত ও আফ্রিকার সমাজে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। উপনিবেশিকতাবাদ কীভাবে মেষপালকদের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল এবং তারা কীভাবে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার চাপ মোকাবেলা করেছিল।

ক) সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ- মান - ১

১) রাইফা সম্প্রদায় বসবাস করে -

(ক) গুজরাটে (খ) মহারাষ্ট্রে (গ) রাজস্থানে (ঘ) সিকিমে।

উঃ- রাইকা সম্প্রদায় বসবাস করে রাজস্থানে।

২) সে সমস্ত ফসল শরৎকালে তোলা হয়, তাদের বলে -

(ক) খারিফ শস্য (খ) রবি শস্য (গ) আমন (ঘ) বাসমতি।

উঃ- যে সমস্ত ফসল শরৎকালে তোলা হয় তাদের বলে খারিফ শস্য।

৩) পৃথিবীর অর্ধেক পশুপালক বসবাস করে -

(ক) ভারতে (খ) আমেরিকায় (গ) অস্ট্রেলিয়ার (ঘ) আফ্রিকায়।

উঃ- পৃথিবীর অর্ধেক পশুপালক বসবাস করে আফ্রিকায়।

নিজে করো ঃ-

৪) জম্মু ও কাশ্মীরের যাযাবর মেষপালকরা ছিল —

ক) ভোটিয়া খ) গুজ্জার বাকারবাল গ) শেরপা ঘ) গাড্ডি

৫) ভবর হল —

ক) ঘন অরণ্য খ) অর্ধ-শুষ্ক অঞ্চল গ) শুষ্ক অরণ্য অঞ্চল ঘ) বৃহৎ তৃণভূমি।

৬) ধাঙ্গার মেষপালক সম্প্রদায় ছিল —

ক) জম্মু ও কাশ্মীরের খ) গারোয়াল জেলার গ) উত্তরপ্রদেশ ঘ) মহারাষ্ট্র।

৭) কোন্ আইনের দ্বারা মেষপালক গোষ্ঠীকে ক্রিমিনাল ট্রাইবস্ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় —

ক) রাওলাট আইন খ) ট্রাইবস্ অ্যাক্ট গ) ক্রিমিনাল ট্রাইবস্ অ্যাক্ট ঘ) অরণ্য আইন ১৮৮৫

৮) ক্রিমিনাল ট্রাইবস্ অ্যাক্ট পাশ হয় —

ক) ১৮৭১ খ্রিঃ খ) ১৭৮১ খ্রিঃ গ) ১৮১৭ খ্রিঃ ঘ) ১৭৮৭ খ্রিঃ।

৯) মাসাই সম্প্রদায় বসবাস করত —

ক) পশ্চিম আফ্রিকায় খ) উত্তর আফ্রিকায় গ) দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘ) পূর্ব আফ্রিকায়।

খ। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ১**

১) বুগিয়াল কী?

উঃ- বুগিয়াল হল পাহাড়ের ঢালে ১২০০ ফুট বা আরও উচ্চতায় অবস্থিত প্রাকৃতিক চারণভূমি।

২) বাকারওয়ালস গোষ্ঠীর লোকেরা ভারতের কোন্ রাজ্যে বসবাস করে?

উঃ- বাকারবাল গোষ্ঠীর লোকেরা জম্মু ও কাশ্মীরে বসবাস করে।

৩) হিমাচলপ্রদেশের একটি যাযাবর গোষ্ঠীর নাম লেখো?

উঃ- হিমাচলপ্রদেশের একটি যাযাবর গোষ্ঠী হল গাড্ডী শেফার্ড।

৪) মাড়া কী?

উঃ- ফসল কাটার পর তার যে মূল মাটিতে প্রোথিত থাকে।

৫) ধান্ডি কী?

উঃ- মারু এবং রাইকাস উটপালকদের উপনিবেশকে বলা হত ধান্ডি।

৬) পশুপালকরা সাধারণত কোন্ জায়গায় বসবাস করতে পছন্দ করত?

উঃ- পশুপালকরা সাধারণত অরণ্যের প্রান্তদেশে বসবাস করতে পছন্দ করত।

৭) ভারতীয় কৃষির 'রাজকীয় কমিটির রিপোর্ট' কত সালে পেশ করা হয়?

উঃ- 'রাজকীয় কমিটির রিপোর্ট' ১৯২৮ সালে পেশ করা হয়।

৮) বানজারা কাদের বলা হয়?

উঃ- উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে পশুচারণ কর বলবৎ করা হয়।

নিজে করো ঃ-

৯) কত সালে ভারতে ক্রিমিনাল ট্রাইবস্ অ্যাক্ট পাশ করা হয়?

১০) মাসাই মেষপালকরা প্রধানত কোথায় বসবাস করত?

১১) ঔপনিবেশিকরা মেষপালকদের উপর কোন্ কর আরোপ করে?

১২) 'মাসাই' শব্দের অর্থ কী?

১৩) মোনপা মেষপালকদের বাসস্থান কোথায়?

১৪) গোল্লা এবং কুরবা মেষপালকরা ভারতে কোন্ অঞ্চলে বসবাস করত?

১৫) বেদুইন কারা?

গ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ৩**

১) অরণ্য আইনের দ্বারা পশুপালকদের জীবনধারায় কী ধরনের বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল?

উঃ- বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের গতিবিধি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারের সন্দেহ ছিল। তাই এই আইন প্রণয়ন করে উপজাতি, বণিক, শিল্পী ও মেষপালকদের উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। যেমন -

ক) উপজাতিদের কার্যকলাপের উপর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়।

খ) অরণ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। আইন অমান্য করলে জরিমানা করা হত।

গ) পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ রাখার ব্যবস্থা হয়।

ঘ) সরকারী অনুমতি ছাড়া তাদের নিজ এলাকা থেকে অন্যত্র যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

নিজে করো :-

২) 'বানজারাদের জীবিকা' সম্পর্কে টিকা লেখো।

৩) 'ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস অ্যাক্ট' আইনটির প্রয়োগে উপজাতি সম্প্রদায়ের উপর কী প্রভাব পড়েছিল?

৪) আফ্রিকার পশুপালকদের জীবিকা সম্পর্কে কী জানো?

৫) গুজ্জার ও গাড্ডি সম্প্রদায়ের মধ্যে কী কী সাদৃশ্য দেখা যায়?

৬) খরা বা অনাবৃষ্টি কীভাবে আফ্রিকার পশুপালকদের জীবনযাত্রাকে ব্যহত করত?

৭) আফ্রিকার চারণভূমি কী কী কারণে নষ্ট হয়েছিল?

৮) যাযাবর উপজাতিরা কেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাচল করে?

৯) ঔপনিবেশিক সরকার কেন অকর্ষিত জমি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেছিল?

১০) ঔপনিবেশিক শাসকেরা কেন চারণভূমিকে কর্ষনযোগ্য ভূমিতে পরিণত করতে চেয়েছিল?

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ৫**

১) রাইকা কারা? রাইফাদের জীবনধারা কেমন ছিল?

২) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের অরণ্য আইন পশুপালকদের কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৩) আফ্রিকার পশুপালকদের উপর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব কী ছিল?

৪) ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় পশুপালকদের জীবনযাত্রায় কী প্রভাব ফেলেছিল?

৫) মাসাই সম্প্রদায় কেন পশুচারণ ভূমি হারিয়েছিল, তার কারণ দর্শাও ও ব্যাখ্যা করো?

৬) যাযাবর উপজাতিদের একটানা চলাচলের ফলে পরিবেশের কী সুবিধা হয়?

৭) মাসাই সম্প্রদায়ের উপর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব আলোচনা করো?

৮) ব্রিটিশ আধিকারিকরা কেন যাযাবরদের উপর সন্দিহান ছিল, তার পাঁচটি কারণ লেখো?

কৃষিজীবি ও কৃষক

বিষয়সংক্ষেপ ঃ- এই অধ্যায়ের মূখ্য বিষয় হল কৃষিজীবি ও কৃষকদের অবস্থা। এখানে ইংল্যান্ডের কুটিরবাসী, আমেরিকার গমচাষি এবং বাংলার আফিম চাষিদের সম্পর্কে তোমরা জানবে। আধুনিক কৃষির উদ্ভব এবং পুঁজিবাদি বিশ্ব বাজার গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলোকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল সেই বিষয়গুলো অনুধাবন করবে। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসের মধ্যে তুলনা করে ঐতিহাসিক পার্থক্যগুলো তোমরা নির্ণয় করতে পারবে।

ক। সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ- **মান - ১**

১) ইংল্যান্ডে প্রথম জমি ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা হয় -

(ক) পঞ্চদশ শতকে, (খ) ষোড়শ শতকে, (গ) সপ্তদশ শতকে, (ঘ) অষ্টাদশ শতকে।

উঃ- ইংল্যান্ডে প্রথম জমি ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা হয় ষোড়শ শতকে।

২) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হন -

(ক) থমাস ব্রুক, (খ) থমাস কেলভিন, (গ) থমাস জেফারসন, (ঘ) থমাস কেটিন।

উত্তর ঃ- গ) থমাস জেফারসন।

নিজে করো ঃ-

৩) পৃথিবীর যে দেশকে 'রুটির ঝুড়ি' বলা হত -

(ক) ইংল্যান্ডকে, (খ) হল্যান্ডকে, (গ) পোল্যান্ডকে, (ঘ) আমেরিকাকে।

৪) শস্য কাটার যন্ত্র আবিস্কার করেন -

(ক) সাইরাস বাহুতুলে, (খ) সাইরাস ম্যাককরমিক (গ) এম ম্যাকডিড, (ঘ) এস ম্যাকাব্ধি।

৫) অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা চিন থেকে ক্রয় করত -

(ক) তুলা, (খ) ধান, (গ) গম, (ঘ) রেশম ও চা।

৬) চিনে প্রথম আফিমের যুদ্ধ সংঘটিত হয় -

(ক) ১৭৩৯-১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৭৪০-১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে,

(গ) ১৮৩৯-১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৮৪০-১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে।

৭) শস্য মাড়াই যন্ত্র সর্বপ্রথম ব্যবহার করে -

(ক) ইংল্যান্ডের চাষিরা, (খ) ফ্রান্সের চাষিরা,

(গ) ইতালির চাষিরা, (ঘ) জার্মানীর চাষিরা।

৮) ষোড়শ শতকে চিনে আফিমের প্রবর্তন করেছিল -

(ক) ফরাসিরা, (খ) ইংরেজরা, (গ) পোর্তুগিজরা, (ঘ) ওলন্দাজরা।

খ। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ১**

১) 'ব্ল্যাক ব্লিজার্ড' নামে তুষার ঝড় কবে শুরু হয়?

উঃ- 'ব্ল্যাক ব্লিজার্ড' নামে তুষার ঝড় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়।

২) ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে কোন্ যুদ্ধের পর ধীরে ধীরে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ- ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ধীরে ধীরে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩) কোন্ সন্ধির দ্বারা প্রথম আফিমের যুদ্ধের অবসান হয়?

উঃ- নানকিং সন্ধির দ্বারা প্রথম আফিমের যুদ্ধের অবসান হয়।

নিজে করো ঃ-

৪) ১৮৩৯-৪২ খ্রিস্টাব্দে আফিম যুদ্ধে কে পরাজিত হয়?

৫) চীনে কারা প্রথম আফিমের প্রবর্তন করেছিল?

৬) কোন্ দেশে প্রথম চা আবিষ্কার হয়?

৭) প্রথম আফিমের যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?

৮) দ্বিতীয় আফিমের যুদ্ধ কবে হয়?

৯) কোন্ সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় আফিমের যুদ্ধের অবসান ঘটে?

১০) আমেরিকায় কবে শস্য কাটার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়?

১১) 'বেশী করে গম চাষ করো, গমই যুদ্ধকে জয় করবে" - উক্তিটি কার?

১২) ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কোথায় সুইং দাঙ্গা হয়েছিল?

১৩) "গ্রোথ অব কমার্শিয়াল অ্যাগ্রিকালচার ইন বেঙ্গল" গ্রন্থটি কার রচিত?

১৪) ক্যাপ্টেন সুইং কে ছিলেন?

১৫) ইংরেজ বণিকরা কবে চিনে প্রবেশ করে?

গ। সংক্ষেপে উত্তর দাও। (৬০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো) **মান - ৩**

১) কে আমেরিকায় শস্য কাটার যন্ত্র আবিষ্কার করেন? এই আবিষ্কারের ফল কী হয়েছিল?

উঃ- সাইরাস ম্যাককরমিক আমেরিকায় শস্যকাটার যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

এই আবিষ্কারের ফলে চাষিরা যন্ত্রটি ব্যবহার করে সহজেই জমিকে চাষ উপযোগী করে তোলে। বিশেষ করে জমির মাটি গুঁড়িয়ে ফেলা ও আগাছা পরিষ্কারের জন্য যন্ত্রটি খুবই উপযোগী।

এছাড়া যন্ত্রটি ব্যবহার করে চাষিদের যেমন খরচ কমে যায়, তেমনি সময়ও বাঁচে। একদিনে ১৬ জন মানুষ কাস্তে দিয়ে যে ফসল কাটত, সেই কাজ একই সময়ে একটি মাত্র শস্যকাটা যন্ত্র দ্বারা সম্ভব হত।

নিজে করো :-

২) প্রথম আফিমের যুদ্ধের কারণ কী ছিল সংক্ষেপে লেখো।

৩) নানকিং সন্ধির শর্তগুলো কী ছিল?

৪) কবে, কেন দ্বিতীয় আফিমের যুদ্ধ শুরু হয়?

৫) শস্য কাটা যন্ত্র দ্বারা আমেরিকার গরিব চাষি ও শ্রমিকদের কীভাবে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল?

৬) তিয়েনসিনের সন্ধির শর্তগুলো কী ছিল?

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ৫**

১) শস্য কাটার যন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করো।

২) সুইং বিপ্লব বলতে কী বোঝ? এই বিপ্লবের ফল কী হয়েছিল?

৩) আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ইংল্যান্ডের জনজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৪) জমি ঘেরাও আন্দোলনের ফলাফল আলোচনা করো।

৫) কেন গরীবরা ইংল্যান্ডে মাড়াই কলের বিরোধিতা করেছিল?

৬) ভারতীয় চাষিরা কেন আফিম চাষে অনীহা প্রকাশ করে?

৭) কীভাবে আমেরিকা পৃথিবীর রুটির ঝুড়িতে পরিণত হয়?

৮) ইংল্যান্ডে আবদ্ধকরণ প্রথা চালু হবার কারণগুলো সম্পর্কে আলোচনা করো?

খেলাধুলার ইতিহাস ঃ ক্রিকেটের গল্প

বিষয়সংক্ষেপ ঃ- এই অধ্যায়টি হল খেলাধুলার ইতিহাস। ইংল্যান্ডে প্রথম ক্রিকেটের জন্ম হয় এবং ধীরে ধীরে খেলাটি পৃথিবীর মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। প্রথমে বল ও কাঠি দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন খেলা হত। নানারকম নিয়মে বিভিন্ন খেলা থেকে ৪০০ বছর আগে ক্রিকেটের জন্ম হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামঝি পর্যন্ত ব্যাট ছিল অনেকটা হকি স্টিকের মত। তখন হাত নীচে রেখে মাটিতে গড়িয়ে বল করা হত।

গ্রামীণ ক্রিকেটের এইরূপটিই বিকশিত হয়ে আধুনিককালে বড়ো বড়ো স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছে। খেলাধুলা আধুনিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খেলাধুলার মাধ্যমে আমরা বিনোদন করি। পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করি, সুস্থ সবল থাকি এবং আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকাশ করি। এছাড়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়। একদিকে খেলাধুলা মানুষকে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় যেমন অনুপ্রাণিত করে, তেমনি অন্যদিকে মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলে।

ক। সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ- **মান - ১**

১) বিশ্বের প্রথম ক্রিকেট ক্লাব তৈরি হয়েছিল -

(ক) হ্যাম্বলডনে, (খ) মেলবোর্ন, (গ) লর্ডসে, (ঘ) ইডেনে।

উঃ- বিশ্বের প্রথম ক্রিকেট ক্লাব তৈরি হয়েছিল হ্যাম্বলডনে।

নিজে করো ঃ-

২) ভারতে প্রথম ক্রিকেট খেলার উৎপত্তি হয়েছিল -

(ক) কলকাতায়, (খ) মাদ্রাজে, (গ) দিল্লিতে, (ঘ) বোম্বাইতে।

৩) দ্য ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় -

(ক) ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে।

৪) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল গঠিত হয় -

(ক) ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে।

৫) আই সি সি-র সদর দপ্তর বর্তমানে অবস্থিত -

(ক) লন্ডনে, (খ) দুবাই শহরে, (গ) বোম্বাই শহরে, (ঘ) দিল্লিতে।

৬) ভারতে হকি খেলা চালু করে -

(ক) ইংরেজরা, (খ) ফরাসীরা, (গ) পোর্তুগীজরা, (ঘ) ওলন্দাজরা।

৭) ক্রিকেট খেলায় নিরপেক্ষতার প্রতীক হলেন -

(ক) কোচ, (খ) বোলার, (গ) আম্পায়ার, (ঘ) উইকেট রক্ষক।

৮) ওরিয়েন্টাল ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় -

(ক) ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে।

৯) ক্রিকেটের নীতি নির্ধারণকারী সংস্থার নাম হল -

(ক) এম সি সি, (খ) আই সি সি, (গ) বি সি সি আই, (ঘ) আই এফ এ।

খ। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ১**

১) কোথায় প্রথম ক্রিকেট খেলার জন্ম হয়?

উঃ- ইংল্যান্ডে প্রথম ক্রিকেট খেলার জন্ম হয়।

২) মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

উঃ- মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৩) ভারতীয়রা কাদের কাছ থেকে ক্রিকেট খেলা শিখেছিল?

উঃ- ভারতীয়রা ইংরেজদের কাছ থেকে ক্রিকেট খেলা শিখেছিল।

৪) ভারতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ক্রিকেট ক্লাবটির নাম কী?

৫) মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

৬) কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম লেগ বিফোর বিধি প্রকাশিত হয়?

৭) পলওয়ঙ্কর বালু কে ছিলেন?

৮) কত খ্রিস্টাব্দে ভারত প্রথম ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ খেলে?

৯) ভারতের প্রথম টেষ্ট ম্যাচের অধিনায়ক কে ছিলেন?

১০) প্রথম আন্তর্জাতিক টেষ্ট ক্রিকেট কবে শুরু হয়?

১১) আই সি সি-র প্রথম নাম কী ছিল?

১২ আই সি সি-র বর্তমান নাম কী?

১৩) প্রথম আন্তর্জাতিক একদিবসীয় ক্রিকেট ম্যাচ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

১৪) কত খ্রিস্টাব্দে ভারতের হকি দল প্রথম অলিম্পিকে অংশ নেয়?

গ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ৩**

১) আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের অবদান কী ছিল?

উঃ- ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে MCC গঠিত হয়েছিল এই ক্লাব ক্রিকেটের নিয়ম নীতির ক্ষেত্রে কিছু সংশোধনী প্রকাশ করে। সেই পরিবর্তিত নিয়মগুলো হল - (ক) ব্যাট হবে চার ইঞ্চি চওড়া ও সোজা। (খ) বোলাররা হাত ঘুরিয়ে বল করবে। (গ) বোলারের বল ব্যাটসম্যানের আগে বা সামনে পর্যন্ত একবারের বেশি মাটি স্পর্শ করতে পারবে

না।

এই নতুন নিয়মে বোলাররা বলের গতি বাড়ানো, কমানো ও চাতুরী দেখাতে সক্ষম হল, তাই ব্যাটস্‌ম্যানদের আগের তুলনায় অনেক বেশি সতর্কতার সঙ্গে খেলতে হত। বিশ্ব ক্রিকেটে MCC-ই প্রথম ক্রিকেট খেলার বিধিবদ্ধ আইন চালু করেছিল।

নিজে করো :-

২) খেলাধুলার গুরুত্ব কী?

৩) ভদ্রলোক ও পেশাদার ক্রিকেটারদের মধ্যে পার্থক্য কী ছিল?

৪) আই সি সি-র কার্যাবলি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

৫) পারসি ক্রিকেট দলের প্রথম ইংল্যান্ড সফরের গুরুত্ব কী?

৬) ভারতের জাতীয়তাবোধের বিকাশে পারসি ক্রিকেটারদের ভূমিকা কী?

৭) দক্ষিণ আফ্রিকাকে কেন টেষ্ট ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করা হয়?

৮) টেস্ট ক্রিকেট অন্যান্য খেলার থেকে ভিন্ন কেন?

৯) ওয়েষ্ট ইন্ডিজ ও ভারতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা লাভের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো?

১০) মহাত্মা গান্ধি পঞ্চভূজ বা পাঁচ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের নিন্দা করতেন কেন?

১১) একদিবসীয় ক্রিকেট জনপ্রিয় কেন?

১২) আই সি সি-র সদর দপ্তরকে কেন লন্ডন থেকে দুবাইয়ে স্থানান্তরিত করা হয়?

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ৫**

নিজে করো ঃ-

১) ক্রিকেটকে ভদ্রলোকের খেলা বলা হয় কেন?

২) ওয়েস্ট ইন্ডিজে কীভাবে ক্রিকেট খেলার প্রসার ঘটে?

৩) ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পারসি ক্রিকেট কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৪) ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির বিকাশ ক্রিকেট খেলার উপকরণের মধ্যে কী কী পরিবর্তন এনেছে?

৫) আইসিসি-র নাম ইম্পেরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স থেকে বদলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স করা হয়েছিল কেন - কারণ দর্শাও?

৬) টেলিভিশন প্রযুক্তির বিকাশ আধুনিক ক্রিকেটের বিকাশকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৭) ক্যারি প্যাকার কে ছিলেন? তিনি কীভাবে ক্রিকেটের প্রকৃতি পরিবর্তন করেছিলেন?

পোশাক পরিচ্ছদ ঃ একটি সামাজিক ইতিহাস

বিষয় সংক্ষেপ ঃ- মানুষের পোষাক পরিচ্ছদের একটি ইতিহাস আছে। সকল সম্প্রদায়, সামাজিক শ্রেণি ও গোষ্ঠীর নারী, পুরুষ এবং শিশুদের ভিন্ন ভিন্ন পোষাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মাবলি মানা হয়। এই নিয়ম মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করে। পোষাকের দ্বারা মানুষের সৌন্দর্য, নম্রতা ও উগ্রতা প্রকাশিত হয় এবং লজ্জা নিবারণ হয়। সময় পরিবর্তন ও সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পোষাকেরও একটি নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের দ্বারা আধুনিক বিশ্বের উত্থান নির্ণয় করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ঔপনিবেশ স্থাপন করার ফলে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার ঘটে ফলে যে শিল্প সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে মানুষ পোষাক সম্পর্কে তাদের চিন্তা ধারার পরিবর্তন করতে শুরু করেছিল।

ক। সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ- মান - ১

১) ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হয় -

(ক) ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে।

উঃ- ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হয় ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে।

নিজে করো ঃ-

২) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন -

(ক) লর্ড কার্জন (খ) লর্ড বেন্টিক (গ) লর্ড ডালহৌসী (ঘ) লর্ড কর্ণওয়ালিস।

৩) ফ্রান্সে হাঁটু অবধি ট্রাউজার পরিধান করত -

(ক) শ্রমিকরা (খ) অভিজাতরা (গ) বুর্জোয়ারা (ঘ) সাঁকুলোৎরা।

৪) প্রথম মহিলা গণিতজ্ঞ ছিলেন -

(ক) মেরি ডেইসি (খ) মেরি সোফিয়া (গ) মেরি অ্যামেলিয়া (ঘ) মেরি সামারঙিলে।

৫) বিশ্বের প্রথম মহিলা পোশাক সংস্কারক ছিলেন -

(ক) এশিয়ান (খ) আফ্রিকান (গ) আমেরিকান (ঘ) ইউরোপিয়ান।

৬) ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হয় -

(ক) শিল্প বিপ্লবের আগে (খ) শিল্প বিপ্লবের সময় (গ) শিল্প বিপ্লবের পর (ঘ) রুশ বিপ্লবের সময়।

৭) টুপি পরার প্রথা ভারতে প্রচলন করে -

(ক) সুলতানরা (খ) মোগলরা (গ) ইউরোপীয় বণিকরা (ঘ) ভারতীয় বিপ্লবীরা।

৮) লন্ডনে থাকাকালীন গান্ধিজি পরিধান করতেন -

(ক) কোট প্যান্ট, (খ) লুঙ্গি ও কুর্তা, (গ) ধুতি, (ঘ) ধুতি ও ফতুয়া।

খ। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- মান — ১

১) কত খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে 'Rational Dress Society' প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ- ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে 'Rational Dress Society' প্রতিষ্ঠিত হয়।

২) দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উঃ- দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়।

নিজে করো ঃ-

৩) প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কাকে 'ভারতের অর্ধনগ্ন ফকির' বলে বিদ্রুপ করেছিলেন?

৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?

৫) কখন থেকে গান্ধিজি ছোটো ধূতি পরা শুরু করেন?

৬) ১৯ বছর বয়সে গান্ধিজি কেন লন্ডনে গিয়েছিলেন?

৭) গান্ধিজি কবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন?

৮) সাঁকুলোৎরা কী ধরনের পোষাক পরিধান করত?

৯) ইংল্যান্ডে পোষাক সংস্কারের প্রক্রিয়া কখন শুরু হয়?

১০) কোন্ দেশের মহিলারা লম্বা ঘাঘরা পরিধান করত?

১১) কে ভারতে চরকা চালিয়ে খাদি বস্ত্রের প্রচলন করেন?

গ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- মান — ৩

১) ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবের পূর্বে ফরাসীদের পোষাক পরিচ্ছদ কিরূপ ছিল?

উঃ- ফ্রান্সে বিপ্লবের পূর্বে ফরাসীদের মধ্যে যারা উচ্চশ্রেণির মানুষ, বিশেষ করে অভিজাতরা নামিদামি ও জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক ব্যবহার করত। সেই তালিকায় ছিল পশম, সিল্ক, ভেলভেট ও জরির তৈরি বিভিন্ন ধরনের পোষাক। অভিজাতরা হাঁটু অবধি ব্রিচেস পরত।

অন্যদিকে ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণির সাধারণ মানুষ 'ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আইন' অনুসারে অতি সাধারণ ধরনের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করতে অভ্যস্ত ছিল। সাঁকুলোৎরা ব্রিচেস হীন পাজামা পরত। পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফ্রান্সে উচ্চশ্রেণি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বৈষম্য গড়ে উঠেছিল।

নিজে করো ঃ-

২) ইংল্যান্ডে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আইনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

৩) ভিক্টোরিয়ান যুগে ইংল্যান্ডে মহিলাদের পোষাক পরিচ্ছেদ কেমন ছিল?

৪) শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদের সম্পর্ক কী ছিল?

৫) ভারতীয়দের পোষাক পরিচ্ছদের উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব কী ছিল?

৬) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাংলায় বস্ত্রশিল্পের কী উন্নতি হয়েছিল?

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- মান — ৫

১) ফ্রান্সের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আইনগুলো কী কী ছিল?

২) ভারতীয় ও ইউরোপীয় পোষাক পরিধান রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৩) পোষাক পরিচ্ছেদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতে জাতিগত বৈষম্য কী ছিল?

৪) গান্ধিজির পোষাক পরিচ্ছদের মধ্য দিয়ে কী কী দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়?

৫) ভারতীয়দের পোষাকের উপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব কী ছিল?

৬) ঊনবিংশ শতাব্দীতে পোশাক কারুকার্যের নকশা এবং উপদানসমূহ পরিবর্তনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো?

৭) গান্ধিজি কেন খাদির মধ্যে জাতীয় পোশাকের স্বপ্ন দেখতে কিছু ভারতীয়দের কাছে আবেদন করেছিলেন?

ত্রিপুরার ইতিহাস

বিষয় সংক্ষেপ ঃ- ত্রিপুরা হল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য। এই রাজ্যের মোট আয়তন হল ১০,৪৯১.৬৯ বর্গ কিমি। এই রাজ্যের তিনদিকে বাংলাদেশ এবং একদিকে রয়েছে আসাম ও মিজোরাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা ত্রিপুরা হল দেশ বিদেশের মানুষের কাছে একটি স্বর্গরাজ্য।

প্রথমদিকে ত্রিপুরার ইতিহাস লোকগাথা, কিংবদন্তী, পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'রাজমালাই' হল ত্রিপুরার একমাত্র ঐতিহাসিক উপাদান। অনেকের মতে ত্রিপুরার পৌরাণিক রাজা ত্রিপুরের নামানুসারেই এই রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুরা। আবার অনেকে মনে করেন ত্রিপুরার মহারাজা ছিলেন ত্রিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত। এই ত্রিপুরী শব্দটি থেকেই 'ত্রিপুরা' শব্দটি এসেছে।

ক। সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ- **মান - ১**

১) ত্রিপুরায় প্রথম মাণিক্য উপধি গ্রহণ করেন -

(ক) কৃষ্ণমাণিক্য (খ) রত্নমাণিক্য (গ) ধন্যমাণিক্য (ঘ) বীরেন্দ্র কিশোর।

উঃ- ত্রিপুরায় প্রথম মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন রত্নমাণিক্য।

২) মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন -

(ক) ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে।

উঃ- মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে।

নিজে করো ঃ-

৩) উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির নির্মাণ করেন -

(ক) ধন্যমাণিক্য (খ) কৃষ্ণমাণিক্য (গ) রত্নমাণিক্য (ঘ) গোবিন্দ মাণিক্য।

৪) 'রাজর্ষি' উপন্যাসটি রচনা করেন -

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র (খ) নজরুল (গ) শরৎচন্দ্র (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫) ত্রিপুরা রাজ্যে চা শিল্পের প্রবর্তন করেন -

(ক) কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য (খ) গোবিন্দ মাণিক্য

(গ) বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য (ঘ) বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য।

৬) ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় -

(ক) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে।

৭) ত্রিপুরার শেষ মহারাজা ছিলেন -

(ক) বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য (খ) রাধা কিশোর মাণিক্য

(গ) বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য (ঘ) ধন্য মাণিক্য।

৮) ত্রিপুরার ভারত ভূক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন -

(ক) কিরীট বিক্রম (খ) বীর বিক্রম (গ) রাধা কিশোর (ঘ) কাঞ্চনপ্রভা দেবী।

খ। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- মান — ১

১) ত্রিপুরার একমাত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থটির নাম কী?

উঃ- ত্রিপুরার একমাত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থটির নাম রাজমালা।

২) ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম মুদ্রার প্রচলন করেন?

উঃ- ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে রত্নমাণিক্য সর্বপ্রথম মুদ্রার প্রচলন করেন।

নিজে করো ঃ-

৩) ত্রিপুরার মোট আয়তন কত?

৪) ত্রিপুরার রাজাদের প্রথম উপাধি কী ছিল?

৫) 'মুকুট' নাটকটি কে রচনা করেন?

৬) ত্রিপুরার রাজাদের ভ্রাতৃবিরোধের কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন নাটকটি রচনা করেন?

৭) কল্যান মাণিক্যের মৃত্যুর পর কে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন?

৮) কার রাজত্বকালে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর থেকে পুরাতন আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়?

৯) ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কে নির্বাচিত হন?

১০) কার রাজত্বকালে ত্রিপুরায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়?

১১) বর্তমান আগরতলায় কে রাজধানী স্থানান্তর করেন?

১২) কার রাজত্বকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম আগরতলায় আসেন?

১৩) ত্রিপুরার প্রথম চিফ কমিশনার কে ছিলেন?

১৪) কত খ্রিস্টাব্দে রাজা উদয় মাণিক্য সিংহাসনে বসেন?

১৫) কত খ্রিস্টাব্দে রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন?

১৬) 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থটি কে রচনা করেন?

১৭) ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে কে প্রথম মহারাজা উপাধি গ্রহণ করেন?

১৮) কত খ্রিস্টাব্দে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য সিংহাসনে বসেন?

১৯) কত খ্রিস্টাব্দে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের মৃত্যু হয়?

২০) কবে ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন?

২১) কত খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে?

২২) ত্রিপুরার প্রথম রাজ্যপাল কে ছিলেন?

২৩) পূর্ণ রাজ্যের পর ত্রিপুরার প্রথম মূখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

গ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান — ৩**

১) 'ত্রিপুরা' শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপে লেখো।

উঃ- ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'রাজমালা' থেকে জানা যায় যে, মহাভারতের যুগে রাজা ত্রিপুরের নাম অনুসারেই ত্রিপুরা রাজ্যের নামকরণ হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে, এই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'ত্রিপুরা সুন্দরী'-র নামানুসারেই রাজ্যের নাম হয় 'ত্রিপুরা'। আবার অনেকে মনে করেন ত্রিপুরার অধিবাসী ভাষা 'ককবরক'-এর দুটি শব্দ 'তুই' ও 'প্রা' যুক্ত হয়ে এই ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। অপর একটি মতে, ত্রিপুরার মহারাজ ছিলেন 'ত্রিপুরী' সম্প্রদায়ভুক্ত। এই 'ত্রিপুরী' শব্দটি থেকেই ত্রিপুরা শব্দটির উৎপত্তি হয়।

নিজে করো ঃ-

২) টিকা লেখো - 'বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য'।

৩) ত্রিপুরা রাজ্যে মহারাজ ধন্য মাণিক্যের কৃতিত্ব কী ছিল?

৪) মহারাজ কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যের অবদান কী ছিল?

৫) মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো।

৬) মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে কেন ত্রিপুরার আধুনিক যুগের প্রবর্তক বলা হয়?

নমুনা প্রশ্ন
নবম শ্রেণি
বিষয় ঃ সমাজ বিজ্ঞান (ইতিহাস)
নম্বর ঃ ২০

বিভাগ - ক প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

সঠিক উত্তরটি বাছাই করে লেখো ঃ- ১×২=২

১) 'ফ্যুয়েরার' ছিলেন -

(ক) মুসোলিনি (খ) হিটলার (গ) হিন্ডেনবার্গ (ঘ) লেনিন।

২) আই সি সি-র সদর দপ্তর বর্তমানে অবস্থিত -

(ক) লন্ডনে (খ) দিল্লিতে (গ) দুবাই শহরে (ঘ) বোম্বাই শহরে।

একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ- ১×৪=৪

৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

৪) ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কোথায় 'সুইং দাঙ্গা' সংঘটিত হয়?

৫) কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ শুরু হয়?

৬) প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কাকে 'ভারতের অর্ধনগ্ন ফকির' বলে বিদ্রুপ করেছিলেন?

বিভাগ - খ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (৬০ শব্দের মধ্যে)

৭) রেলপথ সম্প্রসারণের ফলে ভারতে অরণ্যের উপর কী প্রভাব পড়েছিল? ৩×২=৬

অথবা

রাইকা কারা? রাইকাদের জীবনধারা কেমন ছিল?

৮) সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো - 'মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য'

বিভাগ - গ রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (১২০ শব্দের মধ্যে)

৯) ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বকাল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো। ৫×১=৫

অথবা

রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে কেন 'মুক্তিদাতা জার' বলা হয়?

বিভাগ - ঘ মানচিত্র চিহ্নিতকরণ

১০) পৃথিবীর মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলো নির্দেশ করো। ১×৩=৩

ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্ত অক্ষশক্তির একটি দেশ।

খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্ত মিত্রশক্তির একটি দেশ।

গ) জার্মানির রাজধানী।

অধ্যায় - ১

ভারত - আয়তন ও অবস্থান

আমরা যা জেনেছি ঃ

ভারতবর্ষ ৩.২৮ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট। এই বিশাল দেশটি (যা পৃথিবীর মোট আয়তনের ২.৪ শতাংশ) উত্তর গোলার্ধে ৮°৪´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৩৭°৬´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৮°৭´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯৭°২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ২৩°৩০´ উত্তর কর্কটক্রান্তি রেখাটি ভারতকে প্রায় সমান দুটি ভাগে ভাগ করেছে। ভারতের পশ্চিমদিকে আরবসাগর, পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণদিকে রয়েছে ভারত মহাসাগর। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আরবসাগরে অবস্থিত লাক্ষাদ্বীপের ৭৫১৬.৬ কিলোমিটার উপকূলভাগসহ ভারতের মোট উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য ১৫,২০০ কিলোমিটার। ভারতের মূল ভূখন্ডটিতে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগত দিক থেকে পার্থক্য যথাক্রমে ৩০°। ৮২°৩০´ পূর্ব দ্রাঘিমারেখাটি ভারতের প্রমাণ দ্রাঘিমারেখা যার উপর ভিত্তি করে সমগ্রদেশের প্রমাণ সময় নির্ধারণ করা হয়। এই রেখাটি উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের উপর দিয়ে গেছে। অক্ষরেখাগুলোর বিস্তৃতির উপর দিনরাত্রির দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে যা দেশের দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে পশ্চিম এশিয়া , এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে এবং পূর্ব উপকূল থেকে দক্ষিণ পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। ভারত মহাসাগর সন্নিহিত দেশগুলোর মধ্যে ভারতের মতো দীর্ঘ উপকূল ভাগ অন্য কোনো দেশের নেই বলেই এই মহাসাগরটির নাম ভারত মহাসাগর রাখা হয়েছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান, উত্তরদিকে চিন, নেপাল ও ভুটান এবং পূর্বদিকে বাংলাদেশ ও মায়ানমার। তাছাড়া দক্ষিণ দিকে রয়েছে দুটি প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ। পক্‌প্রণালী ও মান্নার উপসাগর শ্রীলঙ্কাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

ক। সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ-

১) জনসংখ্যা অনুসারে ভারতের স্থান -

(ক) প্রথম, (খ) দ্বিতীয়, (গ) তৃতীয়, (ঘ) চতুর্থ।

উঃ- দ্বিতীয়।

২) আকার অনুসারে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের স্থান -

(ক) চতুর্থ, (খ) পঞ্চম, (গ) ষষ্ঠ, (ঘ) সপ্তম।

উঃ- সপ্তম।

৩) ভারতের নবীনতম রাজ্যটি হল -

(ক) তেলেঙ্গানা, (খ) ঝাড়খন্ড, (গ) উত্তরাখন্ড, (ঘ) ছত্তিশগড়।

৪) বর্তমানে ভারতের অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা -

(ক) ২৮, (খ) ২৬, (গ) ৩০, (ঘ) ২৯।

৫) মান্নার উপসাগর কোন্ দুটি দেশের মাঝখানে অবস্থিত -

(ক) ভারত ও শ্রীলঙ্কা, (খ) ভারত ও মালদ্বীপ, (গ) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (ঘ) কোনোটিই নয়।

৬) ভারতের মোট আয়তন -

(ক) ৩২.৮৮ লক্ষ বর্গ কিমি, (খ) ৩৩.৮৮ লক্ষ বর্গ কিমি,

(গ) ৩৪.৮৮ লক্ষ বর্গ কিমি, (ঘ) ৩৫.৮৮ লক্ষ বর্গ কিমি।

৭) ভারতের উত্তর দিকের প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি হল -

(ক) ভুটান, (খ) বাংলাদেশ, (গ) মায়ানমার, (ঘ) শ্রীলঙ্কা।

৮) ভারতের ঠিক মাঝ বরাবর কোন অক্ষরেখা বিস্তৃত -

(ক) নিরক্ষরেখা, (খ) কর্কটক্রান্তি রেখা, (গ) মকরক্রান্তি রেখা, (ঘ) মূলমধ্যরেখা।

৯) ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কোন প্রতিবেশী দেশ অবস্থিত?

(ক) ভূটান, (খ) চিন, (গ) মায়ানমার, (ঘ) পাকিস্তান।

১০) ভারতের কোন্ দিকে ভারত মহাসাগর অবস্থিত?

(ক) দক্ষিণ, (খ) পশ্চিম, (গ) পূর্ব, (ঘ) দক্ষিণ-পশ্চিম।

১১) ভারতের কোন্ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে স্থলসীমান্ত নেই?

(ক) ভূটান, (খ) নেপাল, (গ) মায়ানমার, (ঘ) শ্রীলঙ্কা।

১২) ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যের ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা প্রসারিত হয়নি?

(ক) রাজস্থান, (খ) ত্রিপুরা, (গ) ওড়িশা, (ঘ) ঝাড়খন্ড।

১৩) ভারতের প্রমাণ সময় ধরা হয় -

(ক) এলাহাবাদের সময়কে, (খ) হায়দ্রাবাদের সময়কে,

(গ) দিল্লির সময়কে, (ঘ) কানপুরের সময়কে।

১৪) ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম -

(ক) পাকিস্তান, (খ) নেপাল, (গ) শ্রীলঙ্কা, (ঘ) মালদ্বীপ।

১৫) ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাঝে অবস্থিত -

(ক) মালাক্কা প্রণালী, (খ) পকপ্রণালী, (গ) ডুরন্ড লাইন, (ঘ) লাইন অব কন্ট্রোল।

১৬) ভারতের মূল ভূ খন্ডের দক্ষিণতম স্থল বিন্দুটি হল -

(ক) ইন্দিরা কল, (খ) ইন্দিরা পয়েন্ট, (গ) কিবিতু, (ঘ) কন্যাকুমারী।

১৭) ভারতের পশ্চিমদিকের সর্বশেষ দ্রাঘিমা হল -

(ক) ৬৮°৪৭´ পূর্ব, (খ) ৬৮°৭´ পূর্ব, (গ) ৬৪°৭´ পূর্ব, (ঘ) ৬৮°৩৭´ পূর্ব।

১৮) ভারতের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য (দ্বীপপুঞ্জসহ) প্রায় -

(ক) ৭৪০০ কিমি, (খ) ৭৫১৭ কিমি, (গ) ৭৫৯০ কিমি, (ঘ) ১৫২০০ কিমি।

১৯) ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিমে দিনরাত্রির দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধির জন্য কোন্ প্রভাবটি দায়ী -

(ক) দ্রাঘিমাগত বিস্তৃতি, (খ) অক্ষাংশগত বিস্তৃতি,

(গ) কর্কটক্রান্তিরেখার অবস্থান, (ঘ) এগুলোর কোনোটিই নয়।

২০) বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা -

(ক) ৬টি, (খ) ৭টি, (গ) ৫টি, (ঘ) ৯টি।

২১) ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী অঞ্চল কয়টি?

(ক) ২টি, (খ) ৩টি, (গ) ১টি, (ঘ) ৫টি।

২২) ভারতের দক্ষিণ পূর্বদিকে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জের নাম -

(ক) মালদ্বীপ (খ) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (গ) লাক্ষাদ্বীপ (ঘ) শ্রীলঙ্কা

২৩) ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হল -

(ক) শ্রীলঙ্কা (খ) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (গ) মালদ্বীপ (ঘ) লাক্ষাদ্বীপ

২৪) কোন্ মহাসাগরের কেন্দ্রভাগে ভারত অবস্থিত?

(ক) প্রশান্ত মহাসাগর (খ) ভারত মহাসাগর (গ) আটলান্টিক মহাসাগর (ঘ) লোহিত সাগর

২৫) ভারতের সর্বোত্তরের অক্ষাংশগত মান (ডিগ্রিতে) -

(ক) ২৩°৩০´ উত্তর (খ) ৮°৪´ উত্তর (গ) ৩৭°৬´ উত্তর (ঘ) ৩৫°৭´ উত্তর

২৬) কোন্ অক্ষরেখাটি ভারতকে প্রায় সমান দুটিভাগে ভাগ করেছে -

(ক) কর্কটক্রান্তিরেখা (খ) নিরক্ষরেখা (গ) দ্রাঘিমারেখা (ঘ) কোনোটিই নয়।

২৭) 'ইন্দিরা পয়েন্ট' কত সালে সমুদ্রের তলায় চলে যায়?

(ক) ২০০৭ সালে (খ) ২০০৫ সালে (গ) ২০০৪ সালে (ঘ) ২০০৬ সালে।

২৮) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলীর রাজধানী হল -

(ক) সিলভাসা, (খ) কাভারাত্তি, (গ) পোর্টব্লেয়ার, (ঘ) দমন।

২৯) 'ইন্দিরা পয়েন্ট' জলমগ্ন হয় -

(ক) সুনামির কারণে (খ) ভূমিকম্পের ফলে (গ) বন্যার ফলে (ঘ) ঘূর্ণিঝড়ের ফলে

৩০) ত্রিপুরার একটি প্রতিবেশী রাজ্য হল -

(ক) অসম (খ) পশ্চিমবঙ্গ (গ) তামিলনাড়ু (ঘ) কর্ণাটক

৩১) পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অসম, ত্রিপুরা - ভারতের এই রাজ্যগুলোর মধ্যে সাধারণ সীমানা কোন্ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুক্ত?

(ক) নেপাল, (খ) ভূটান, (গ) মায়ানমার, (ঘ) বাংলাদেশ।

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ-

১) ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য কোনটি?

উঃ- ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য হল গোয়া।

২) ভারত কোন্ মহাদেশের অন্তর্গত?

৩) ভারতের কোন্ কোন্ প্রতিবেশী দেশকে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্ভূক্ত ধরা হয় না?

৪) ভারতের গুজরাট থেকে অরুণাচলপ্রদেশের মধ্যে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য কত?

৫) কত সালে সুয়েজখাল নির্মিত হয়?

৬) সুয়েজখাল নির্মাণের ফলে ভারতের সাথে কোন্ মহাদেশের দূরত্ব কমেছে?

৭) ভারতের পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃতি কত?

৮) ভারতের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃতির দৈর্ঘ্য কত?

৯) সুয়েজখাল নির্মাণের ফলে ভারতের সাথে ইউরোপের দূরত্ব কত কিমি কমেছে?

১০) ভারতের প্রথম দ্রাঘিমা কোন্ রাজ্যের উপর দিয়ে গেছে?

১১) আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপের মোট উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য কত?

১২) কর্কটক্রান্তিরেখার মান কত?

১৩) পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় কত শতাংশ জুড়ে ভারত রয়েছে?

১৪) ভারত কোন্ গোলার্ধে অবস্থিত?

১৫) ভারতের মোট আয়তন কত?

১৬) ভারতের অক্ষাংশগত বিস্তার লেখো।

১৭) ভারতের দ্রাঘিমাগত বিস্তার লেখো।

১৮) ভারতের প্রমাণ দ্রাঘিমা কোন্টি?

১৯) ভারতের পূর্বদিকের প্রতিবেশী দেশ দুটির নাম লেখো?

২০) ভারতের দক্ষিণ দিকে কোন্ কোন্ প্রতিবেশী দেশ অবস্থিত?

২১) ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাঝে মান্নার উপসাগরের সংকীর্ণ প্রণালীটির নাম কী?

২২) ভারতের নিকটবর্তী প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্র কোনটি?

২৩) ভারতের পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরে কোন্ দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত?

২৪) আরবসাগরের কোন্ দ্বীপপুঞ্জ ভারতের অন্তর্গত?

অধ্যায় ঃ ২

ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ এবং এর ভূমিরূপ ও বৈচিত্র্যময় যেমন কোথাও পাহাড় পর্বত, কোথাও মালভূমি, কোথাও সমভূমি, মরুভূমি দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি। আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের শিলা থেকেই মাটি সৃষ্টি হয়, তাই স্থানভেদে মাটির রঙের পরিবর্তন হয়। শিলা গঠনের তারতম্যের উপর এই পরিবর্তন নির্ভরশীল। ভূ-তাত্ত্বিক গঠন ছাড়াও আবহবিকার, ক্ষয়ীভবন এবং অবক্ষেপণের ফলে নতুন ও পরিবর্তিত ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়েছে। ভূবিদরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপ ও তার গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল "পাত সংস্থান তত্ত্ব" এই তত্ত্ব অনুসারে ভূ-ত্বক সাতটি প্রধান পাত এবং কিছু অ-প্রধান পাতের সমন্বয়ে গঠিত। পাত বা প্লেটগুলো চলমান। পাতগুলো দুইভাগে বিভক্ত- মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয়। সাতটি প্রধান পাত হল - (১) প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত, (২) ইউরোপীয় পাত, (৩) উত্তর আমেরিকা পাত, (৪) দক্ষিণ আমেরিকা পাত, (৫) অস্ট্রেলিয়া পাত, (৬) আফ্রিকা পাত, (৭) অ্যান্টার্কটিকা পাত। ভূ বিজ্ঞানীরা এই পাতগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) অভিসারী পাত সীমান্ত, (খ) প্রতিসারী পাতসীমান্ত, (গ) নিরপেক্ষ পাত সীমান্ত। পাতসমূহের পরিচলন প্রবাহের ফলে ভাসমান পাতগুলো খন্ডিত হয়। এর ফলে ইন্দো-অস্ট্রেলীয় পাতটি গন্ডোয়ানাল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তর দিকে সরে গেছে। উত্তরমূখী গমনের ফলে বৃহত্তর ইউরোপীয় পাতের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উভয় পাতের মধ্যবর্তী পাললিক শিলাস্তরে ভাঁজ পড়ে মহীখাত অংশে পুঞ্জীভূত হয়ে পর্বতের সৃষ্টি হয়। যেমন - পূর্বের টেথিস সাগর পরিবর্তিত হয়ে পশ্চিম এশিয়ার পর্বতশ্রেণি ও হিমালয় পর্বতে পরিণত হয়েছে। ভূ-প্রাকৃতিক গঠন অনুসারে ভারতকে নিম্নলিখিত ৬টি প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। (১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (২) উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি অঞ্চল, (৩) উপদ্বীপীয় মালভূমি ও উচ্চভূমি, (৪) ভারতের মরু অঞ্চল, (৫) উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল, ৬) দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি। হিমালয় হল উত্তর পার্বত্য অঞ্চলের প্রধান পর্বতমালা। উচ্চতার ভিত্তিতে হিমালয়কে সমান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) হিমাদ্রি হিমালয়, (২) হিমাচল বা অবহিমালয়, (৩) শিবালিক। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে হিমালয়কে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) পশ্চিম হিমালয়, (২) পূর্ব হিমালয়। উত্তরের বিশাল সমভূমি প্রধানত তিনটি প্রধান নদীবাহিত পলিদ্বারা গঠিত - সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের উপনদীসমূহ। এই সমভূমি উর্বর পলিসমৃদ্ধ এবং এর আয়তন ৭ লক্ষ বর্গ কিমি। উর্বর মাটি পর্যাপ্ত জল ও জীবনধারণের সুযোগ বেশি থাকায় এখানে ঘন জনবসতি দেখা যায়। এই সমভূমিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা - (১) পাঞ্জাব সমভূমি, (২) গাঙ্গেয় সমভূমি, (৩) ব্রহ্মপুত্র সমভূমি। উপদ্বীপীয় মালভূমিটি প্রায় সমতল পৃষ্ঠবিশিষ্ট এবং প্রাচীন আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত। এটি দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। (১) মধ্যভাগের উচ্চভূমি, (২) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। রাজস্থানে আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে ভারতের মরু অঞ্চল থর অবস্থিত, এটি তরঙ্গায়িত, বালুকাময় পাথুরে মাটি এবং বালিয়াড়ি দ্বারা গঠিত। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫০ মিলিমিটারের কম। এখানকার জলবায়ু শুষ্ক , স্বাভাবিক উদ্ভিদ নেই বললেই চলে। বর্ষাকালে একমাত্র জলপ্রবাহ দেখা যায়। লুনি নদী মরু অঞ্চলের একমাত্র নদী। উপদ্বীপীয় মালভূমির পশ্চিম পার্শ্বে আরবসাগর এবং পূর্বপার্শ্বে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন অংশে সংকীর্ণ উপকূলীয় সমভূমি অবস্থিত। ভারতের দুটো দ্বীপ অঞ্চল যথাক্রমে আরব সাগরে অবস্থিত লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ এবং বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জটি প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ। ৩৬টি ছোটো দ্বীপ মিলিত হয়ে এটি গঠিত হয়েছে। ২০৪ টি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান ও ১৯ টি দ্বীপ নিয়ে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জটি গঠিত হয়েছে।

ক। নিম্নলিখিত তথ্যগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ-

১) ভূমিরূপ গঠনকারী প্রধান বৃহৎ পাতের সংখ্যা হল -

(ক) ৫টি, (খ) ৬টি, (গ) ৭টি, (ঘ) ৮টি।

উঃ- ভূমিরূপ গঠনকারী প্রধান বৃহৎ পাতের সংখ্যা হল ৭টি।

২) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হয়েছে -

(ক) পলি দ্বারা, (খ) অগ্ন্যুৎগমজাত পদার্থ দ্বারা, (গ) প্রবাল দ্বারা, (ঘ) কোনোটিই নয়।

উঃ- লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হয়েছে প্রবাল দ্বারা।

৩) পূর্বাচলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল -

(ক) সরামতী, (খ) দাফাবুম, (গ) নকরেক, (ঘ) শিলংপাহাড়।

৪) ছোটোনাগপুর মালভূমির উচ্চতম অংশকে বলা হয় -

(ক) মাল নাদ, (খ) ময়দান, (গ) পাট, (ঘ) ডেকানট্যাপ।

৫) পাতসংস্থান মতবাদ অনুযায়ী পাতগুলো কয়ভাগে বিভক্ত -

(ক) ২ ভাগে, (খ) ৩ ভাগে, (গ) ৪ ভাগে, (ঘ) ৫ ভাগে।

৬) হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে 'দুন' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয় -

(ক) হ্রদ, (খ) শৃঙ্গ, (গ) উপত্যকা, (ঘ) পার্বত্য ঢাল।

৭) হিমাচল হিমালয়ের দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণি হল -

(ক) কাঞ্চনজঙ্ঘা (খ) পিরপাঞ্জাল (গ) কামেট (ঘ) তিব্বত

৮) পৃথিবীর বৃহত্তম বসতিযোগ্য নদীগঠিত দ্বীপ মাজুলি যে নদীর গতিপথে গড়ে উঠেছে -

(ক) গঙ্গা নদী, (খ) ব্রহ্মপুত্র নদ, (গ) মেঘনা নদী, (ঘ) কাবেরী নদী।

৯) ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ -

(ক) K_2, (খ) নাঙ্গাপবর্ত, (গ) মাউন্ট এভারেস্ট, (ঘ) কাঞ্চনজঙ্ঘা।

১০) মিশমি পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল -

(ক) সরামতী, (খ) নকরেক, (গ) দাফাবুম, (ঘ) ধূপগড়।

১১) বানিহাল ও রোটাং গিরিপথ অবস্থিত -

(ক) শিবালিক হিমালয়ে, (খ) হিমাচল হিমালয়ে, (গ) হিমাদ্রি হিমালয়ে, (ঘ) তিব্বত হিমালয়ে।

১২) পশ্চিম হিমালয়ে একটি গিরিপথ হল -

(ক) থলঘাট (খ) জোজিলা (গ) নাথুলা (ঘ) ভোরঘাট

১৩) ছোটোনাগপুর মালভূমির সর্বোচ্চ পাহাড় -

(ক) রাজমহল পাহাড়, (খ) বিহারীনাথ পাহাড়, (গ) পরেশনাথ পাহাড়, (ঘ) অমরকন্টক পাহাড়।

১৪) উপদ্বীপীয় মালভূমির কৃষ্ণ মৃত্তিকাময় অঞ্চল যে নামে পরিচিত -

(ক) ডেকান ট্র্যাপ, (খ) মালনাদ, (গ) তেলেঙ্গানা, (ঘ) ছোটোনাগপুর মালভূমি।

১৫) ভারতের বৃহত্তম লবনাক্ত জলের উপহ্রদটি হল -

(ক) চিল্কা, (খ) সম্বর, (গ) ভীমতাল, (ঘ) উলার।

১৬) বিখ্যাত কুলু উপত্যকা অবস্থিত -

(ক) জম্মু-কাশ্মীরে, (খ) হিমাচল প্রদেশে, (গ) পাঞ্জাবে, (ঘ) উত্তরাখন্ডে।

১৭) পূর্বঘাট পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ হল -

(ক) মহেন্দ্রগিরি (খ) দোদাবেতা (গ) আনাইমুদি (ঘ) কাঞ্চনজঙ্ঘা

১৮) পূর্ব হিমালয়ের একটি গিরিপথ হল -

(ক) জোজিলা, (খ) নাথুলা, (গ) থলঘাট, (ঘ) ভোরঘাট

১৯) ভারতের উপদ্বীপীয় মালভূমি যে প্রাচীন ভূ খন্ডের অংশ -

(ক) প্যানথালাসা, (খ) লরেসিয়া, (গ) গন্ডোয়ানাল্যান্ড, (ঘ) আঙ্গারাল্যান্ড।

২০) উত্তরের বিশাল সমভূমির পশ্চিমাংশ — নামে পরিচিত -

(ক) গঙ্গা সমভূমি (খ) পাঞ্জাব সমভূমি (গ) ব্রহ্মপুত্র সমভূমি (ঘ) ত্রিপুরা সমভূমি

২১) ভারতের মরু অঞ্চলের একমাত্র নদী হল -

(ক) মহানদী (খ) লুনি (গ) কৃষ্ণা (ঘ) গোদাবরী

২২) আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একমাত্র জীবন্ত আগ্নেয়গিরি হল -

(ক) ব্যারেন (খ) স্যাডলপিক (গ) নারকোন্ডাম (ঘ) এগুলোর কোনোটিই নয়

২৩) উত্তরের সমভূমির প্রাচীন পলিকে বলা হয় -

(ক) ভাবর (খ) খাদর (গ) ভাঙ্গার (ঘ) কঙ্কর

২৪) উপদ্বীপিয় মালভূমি কয়টি ভাগে বিভক্ত?

(ক) ৩টি (খ) ৫টি (গ) ২টি (ঘ) ৪টি

২৫) ভারতের মরু অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত কত?

(ক) ১৫০ মিমি (খ) ২০০ মিমি (গ) ৫০০ মিমি (ঘ) ১০০ মিমি

২৬) চিল্কা হ্রদটি কোন্ রাজ্যে অবস্থিত?

(ক) পশ্চিমবঙ্গ (খ) ওড়িশা (গ) গুজরাট (ঘ) কর্ণাটক

২৭) উত্তরের সমভূমির নবীন পলিকে বলা হয় -

(ক) ভারত (খ) খাদর (গ) ভাঙ্গার (ঘ) কাঁকর

২৮) পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট নিম্নলিখিত কোন্ দেশে অবস্থিত -

(ক) ভারত, (খ) নেপাল, (গ) চিন, (ঘ) ভূটান।

২৯) লাক্ষাদ্বীপের রাজধানী হল -

(ক) মিনিকয় (খ) পোর্টব্লেয়ার (গ) কাভারাত্তি (ঘ) আন্দামান

৩০) পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম এবং ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল -

(ক) গডউইন অস্টিন, (খ) মাউন্ট এভারেস্ট, (গ) নীলগিরি, (ঘ) আরাবল্লি।

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ-

১) ভারতের প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বতটির নাম কী?

উঃ- ভারতের প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বতটি হল - রাজস্থানের আরাবল্লি।

২) ভারতের একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরির নাম লেখো।

উঃ- ভারতের সক্রিয় একমাত্র আগ্নেয়গিরি হল - আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ব্যারেন আগ্নেয়গিরি।

৩) পশ্চিম হিমালয়ের দুটি গিরিপথের নাম লেখো।

৪) পশ্চিমঘাট পর্বতের দুটি গিরিপথের নাম লেখো।

৫) পূর্বঘাট পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী?

৬) কয়টি দ্বীপ নিয়ে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ গঠিত?

৭) লাক্ষাদ্বীপের একটি জনমানবহীন দ্বীপপুঞ্জের নাম লেখো?

৮) পশ্চিমঘাট পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি?

৯) দাক্ষিণাত্যের মালভূমির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি?

১০) লাক্ষাদ্বীপের আয়তন কত?

১১) ভাবর বলতে কী বোঝ?

১২) 'ট্র্যাপ' শব্দটির অর্থ কী?

১৩) নীলগিরি পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী?

১৪) একটি প্রবল প্রাচীরের উদাহরণ দাও?

১৫) ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহ কোনটি?

১৬) ছোটোনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের দুটি জলপ্রপাতের নাম লেখো?

১৭) মহানদীর বদ্বীপে অবস্থিত হ্রদটির নাম কী?

১৮) কোন্ গিরিপথ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও নীলগিরি পর্বতকে আলাদা করেছে?

১৯) হিমালয়ের সর্বউত্তরের অংশটির নাম কী?

২০) দুন কী?

২১) বিখ্যাত শৈলশহর উদাগামণ্ডলম এর অপর নাম কী?

গ। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ-

১) উপদ্বীপীয় মালভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও?

উঃ- ভূ-প্রাকৃতিক গঠন অনুসারে ভারতকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগগুলোর মধ্যে একটি হলো উপদ্বীপীয় মালভূমি। এই মালভূমিটি উত্তরে প্রশস্ত এবং দক্ষিণদিকে ক্রমশ সংকীর্ণ উপত্যকা ও পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। এই মালভূমি দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এগুলো হলো - (১) মধ্যভাগের উচ্চভূমি এবং (২) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। মধ্যভাগের উচ্চভূমিটি নর্মদা নদীর উত্তরাংশ থেকে মালব মালভূমি পর্যন্ত এবং উত্তর পশ্চিম দিকে আরাবল্লি পর্বত থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যভাগের উচ্চভূমি পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়েছে, যা ছোটোনাগপুর মালভূমি নামে পরিচিত। নর্মদা নদীর দক্ষিণে ত্রিভুজাকৃতি ভূখণ্ডটি হল দাক্ষিণাত্য মালভূমি যার পশ্চিমদিকে পশ্চিমঘাট এবং পূর্বদিকে পূর্বঘাট পর্বত রয়েছে। উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চলটি সমতল পৃষ্ঠবিশিষ্ট, প্রাচীন আগ্নেয়শিলা ও রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে গন্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙে ও সঞ্চরিত হয়ে প্রাচীন এই ভূখণ্ডটি গঠিত হয়েছে।

২) ভারতের পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি ও পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৩) উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪) ভারতের প্রধান প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগগুলো উল্লেখ করো।

৫) পার্থক্য লেখো ঃ- অভিসারী পাত ও প্রতিসারী পাত।

৬) পার্থক্য লেখো ঃ- ভাঙ্গর এবং খাদর।

৭) পার্থক্য লেখো ঃ- পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও পূর্বঘাট পর্বতমালা।

৮) ভারতের দ্বীপপুঞ্জসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৯) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১০) দাক্ষিণাত্য মালভূমির ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগগুলো সংক্ষেপে লেখো?

১১) ভারতের উপকূলীয় সমভূমির শ্রেণিবিভাগ করো এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১২) পূর্ব হিমালয় এবং পশ্চিম হিমালয়ের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

অধ্যায় ঃ ৩

জলনিকাশী ব্যবস্থা (নদ নদী)

নিকাশি বা জল নির্গমন হল কোনো এলাকার নদ-নদীর প্রবাহ। বিভিন্ন নদী, শাখা নদী ও উপনদীর সাথে মিশে মূল নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে হ্রদ, সাগর বা মহাসাগরে পতিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের যে অঞ্চল দিয়ে কোনো একটি নদীর জল প্রবাহিত হয় তাকে ওই নদীর অববাহিকা বলে। যখন পাহাড় বা উচ্চভূমি দ্বারা দুটো নদী পৃথক হয়ে যায়, এই পাহাড় বা উচ্চভূমিকে জল বিভাজিকা বলে। ভারতের নদনদীগুলো প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। (১) হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদনদীসমূহ, (২) দাক্ষিণাত্য মালভূমি থেকে উৎপন্ন নদনদীসমূহ। হিমালয় থেকে উৎপন্ন দুটি প্রধান নদী হল সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদ যা উত্তরের পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন। কোনো অঞ্চলের ভূমির ঢাল, শিলার গঠন ও জলবায়ুর উপর জল নির্গমন প্রণালী নির্ভর করে। যেমন - বৃক্ষরূপী জল নির্গমন প্রণালী, (২) জাফরিরূপী জল নির্গমন প্রণালী, (৩) আয়তাকার জল নির্গমন প্রণালী, (৪) কেন্দ্রবিমুখ জল নির্গমন প্রণালী প্রভৃতি। দাক্ষিণাত্য মালভূমির বেশিরভাগ নদী পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। তিব্বতের মানস সরোবরের কাছ থেকে সিন্ধু নদের উৎপত্তি। এটি প্রথমে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে লাদাখ জেলার উপর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। সিন্ধুর উপনদী - জাস্কর, নুব্রা, শ্যায়োক, হুনজা, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, ঝিলাম ইত্যাদি। সিন্ধু নদের দৈর্ঘ্য ২৯০০ কিমি। সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি ১৯৬০ অনুযায়ী ভারত এর জলপ্রবাহের মাত্র ২০ ভাগ ব্যবহার করতে পারে যা বিশেষত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানে জলসেচে ব্যবহার করা হয়। গঙ্গানদীর মূল জলধারা ভাগীরথী গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ থেকে শুরু হয়ে অলকানন্দার সঙ্গে মিশে গঙ্গা নামে হরিদ্বারের কাছে সমভূমিতে পতিত হয়েছে। উপনদীগুলো হল যমুনা, ঘর্ঘরা, গন্ডক। গঙ্গানদীর দৈর্ঘ্য ২৫০০ কিমি। উপদ্বীপীয় উচ্চভূমি থেকে আগত প্রধান উপনদীগুলো হল চম্বল, বেতোয়া এবং শোল। গঙ্গার দূষণের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণও জল সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালের জুন মাসে 'নমামি গঙ্গা' প্রকল্পটি চালু করা হয়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলি-দ্বারা গঠিত সুন্দরবন ব দ্বীপ নামটি এসেছে সুন্দরী গাছ থেকে, যেগুলো জলাভূমিতে ভালভাবে জন্মায় ও শ্বাসমূল থাকে। আম্বালা পর্বত হল সিন্ধু ও গঙ্গার জলবিভাজিকা। তিব্বতের মানস সরোবরের পূর্বদিক থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্র নদ অরুণাচলে দিহং নামে পরিচিত। এই নদী দিবাং, লোহিত ও অন্যান্য উপনদীর সাথে মিশে ভারতের আসামে প্রবেশ করেছে। তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের নাম সাংপো। পৃথিবীর বৃহত্তম নদী ব দ্বীপটি ব্রহ্মপুত্র নদেই সৃষ্টি হয়েছে। উপদ্বীপীয় অঞ্চলের প্রধান নদীগুলো হল - মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, প্রভৃতি। মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক পাহাড় থেকে নর্মদা নদীর উৎপত্তি, যার দৈর্ঘ্য ১৩১২ কিলোমিটার। মধ্যপ্রদেশ সরকার নর্মদা নদীর জল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে "নমামি দেবী নর্মদে" প্রকল্পটি গ্রহণ করেন। মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার সাতপুরা পর্বত থেকে তাপ্তী নদী উৎপন্ন হয়েছে। এই নদীর দৈর্ঘ্য ৭৩০ কিমি। পশ্চিমবাহিনী অন্যান্য নদীগুলো হল সবরমতী, মাহি, পেরিয়র, ভারতপৌঝা ইত্যাদি। গোদাবরী পশ্চিমঘাট পর্বতের মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ১৫০০ কিলোমিটার। উপনদীগুলো যথাক্রমে - পূর্ণা, ওয়ার্ধা, প্রাণহিতা, মঞ্জিরা, পেনগঙ্গা ইত্যাদি। গোদাবরীকে দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা বলা হয়। ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে ৮৬০ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মহানদীর উৎপত্তি। উপনদীগুলো যথাক্রমে - শিশুনাথ, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী ইত্যাদি। মহাবালেশ্বরের নিকটবর্তী প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে ১৪০০ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানদী। উপনদী - তুঙ্গভদ্রা, কয়না, ঘাটপ্রভা, কুশী, ভীমা প্রভৃতি। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ব্রহ্মগিরি শিখর থেকে ৭৬০ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কাবেরী নদীর উৎপত্তি। উপনদীগুলো হচ্ছে - অমরাবতী, ভবানী, হেমাবতী, কবিনী প্রভৃতি। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলপ্রপাত কৃষ্ণানদীর শিবসমুদ্রম। এছাড়া পূর্ববাহিনী অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো হল - দামোদর, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, সুবর্ণরেখা ইত্যাদি। বৃহদাকার হ্রদগুলোকে সাগর বলা হয় যেমন - কাস্পিয়ান সাগর, মৃতসাগর, আরল সাগর

ইত্যাদি। ডাল হ্রদ কাশ্মীরে অবস্থিত। উপকূলভাগে সৃষ্ট উপহ্রদ যেমন - চিল্কা, পুলিকট, কোল্লেরু ইত্যাদি। ঋতুকালীন হ্রদ রাজস্থানের সম্বর হ্রদ। এটি একটি লবনাক্ত জলের হ্রদ। ভারতের বৃহত্তম সুপেয় জলের হ্রদ জম্মু ও কাশ্মীরের - উলার হ্রদ, ডালহ্রদ, ভীমতাল, নৈনিতাল, লোকটাক, বরপানি প্রভৃতি। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ দিয়ে জলাধার নির্মাণের ফলে হ্রদের সৃষ্টি হয় যেমন - গুরুগোবিন্দ সাগর (ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প)। জলসেচ, নৌচলাচল, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে নদীর অবদান অপরিসীম। বিভিন্নভাবে নদীর জল দূষিত হচ্ছে যেমন - গৃহস্থালি, কলকারখানা শিল্প ও কৃষিতে নদীর জলের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে নদীর জলের গুণগতমান নষ্ট হচ্ছে। পয়ঃপ্রণালী ও কলকারখানার বর্জ্য দ্বারা নদীগর্ভ ভরাট হচ্ছে এবং নদীর জলনিকাশী ব্যবস্থা ব্যহত হচ্ছে। এই দূষণ রোধ করতে বর্তমানে বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে।

প্রকল্প ঃ- ১

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম হ্রদের তালিকা তৈরি করো এবং মানচিত্রে এই হ্রদসমূহকে চিহ্নিত করো।

প্রকল্প ঃ- ২

উত্তর ভারতের নদী এবং দক্ষিণ ভারতের নদীর একটি তালিকা প্রস্তুত করো এবং ভারতের মানচিত্রে এই নদীসমূহকে চিহ্নিত করো।

প্রকল্প ঃ- ৩

নমামি গঙ্গা প্রকল্পটি সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করো এবং আলোচনা করো।

প্রকল্প ঃ- ৪

তোমাদের এলাকার চারপাশে কী কী নদী রয়েছে? এই নদীগুলো ঐ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতিতে কীভাবে সাহায্য করছে সে সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করো এবং আলোচনা করো।

প্রকল্প ঃ- ৫

তোমাদের চারপাশে বিভিন্ন নদনদীর জল কীভাবে দূষিত হচ্ছে, সে বিষয়ে কিছু তথ্য ও চিত্র সংগ্রহ করো এবং এই দূষণ কীভাবে রোধ করা যায়, তার কিছু উপায় খুঁজে বের করো।

(ক) ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত নদীগুলো চিহ্নিত করো :- গঙ্গা, সতলুজ, দামোদর, কৃষ্ণা, নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী, ব্রহ্মপুত্র।

(খ) ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত হ্রদগুলো চিহ্নিত করো - চিল্কা, সম্বর, উলার, পুলিকট, কোল্লেরু।

অধ্যায় ঃ ৪

জলবায়ু

জলবায়ু বলতে একটি বিশাল অঞ্চলের অনেক বৎসরের অন্তত ৩০ বছরের বেশি আবহাওয়ার গড় অবস্থা ও তারতম্যকে বোঝায়। আবহাওয়া হল কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন উপাদানের গড় অবস্থা। জলবায়ু ও আবহাওয়ার উপাদানগুলো যথাক্রমে - তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতাও অধঃক্ষেপণ। আবহাওয়াগত অবস্থার উপর ভিত্তি করে একটি বছরকে বিভিন্ন ঋতুতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন - শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল ইত্যাদি। ভারতের জলবায়ুকে মৌসুমি জলবায়ু বলা হয়। এশিয়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দেশগুলোতে এই ধরনের জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। অধঃক্ষেপণ হিমালয়ের উপরিভাগে তুষারপাত রূপে দেখা যায় এবং বাকি অংশে তা বৃষ্টিরূপে পরিচিত। স্থানভেদে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত উভয়েরই তারতম্য দেখা যায় যেমন - গ্রীষ্মকালে রাজস্থানের মরুভূমিতে তাপমাত্রা ৫০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত পৌঁছায়, একই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁও এ তাপমাত্রা থাকে ২০° সেন্টিগ্রেড এর কাছাকাছি। মেঘালয়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০০ সেমির বেশি। অপরদিকে পশ্চিম রাজস্থান ও লাদাখে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০ সেমির কম। উপকূল অঞ্চলে তাপমাত্রায় বৈপরীত্য কম দেখা যায়। কোনো স্থানের জলবায়ু যে ছয়টি প্রধান বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলো হল - অক্ষাংশ, ভূমির উচ্চতা, বায়ুর চাপ ও বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, সমুদ্রস্রোত এবং ভূ-প্রকৃতি। ২৭° থেকে ৩০° উত্তর অক্ষাংশে (১২০০০ মিটারের ওপরে) ট্রপোস্ফিয়ারে পশ্চিমাবায়ু সংকীর্ণ বলয়রূপে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় যার গতি পরিবর্তনশীল। গ্রীষ্মকালে ঘন্টায় ১১০ কিলোমিটার, শীতকালে ১৮৪ কিলোমিটার। শীতকালে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয় যা ভারতের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশের আবহাওয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বর্ষাকালেও ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হয়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পূবালী বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ঘূর্ণবাত সংঘটিত হয় ফলে পূর্বাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যা দেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ক্রান্তীয় বলয়ের ২০° উত্তর থেকে ২০° দক্ষিণে সাধারণত মৌসুমি বায়ুর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পেরু উপকূলে প্রবাহিত শীতল স্রোতের পরিবর্তে কখনো কখনো উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয়ে এল নিনো সৃষ্টি হয়। আয়নবায়ুর মতো মৌসুমি বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হয় না। এজন্য মৌসুমি বায়ুকে খেয়ালি বায়ু ও বলা হয়। মৌসুমি বায়ুর স্থায়িত্বকাল জুন মাসের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। মৌসুমি বায়ুর আগমনের সময় হঠাৎ করে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং এই বৃষ্টি কয়েকদিন ব্যাপী স্থায়ী হয়। এই অবস্থা 'মৌসুমি বিস্ফোরণ' নামেও পরিচিত। মৌসুমি বায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঋতু বৈচিত্র্য। উত্তর ভারতে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে শীতের শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। উত্তর ভারতে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী প্রচন্ড শীত অনুভূত হয়। ভারতের দক্ষিণদিক থেকে উত্তরে তাপমাত্রা ক্রমশ: কমতে থাকে। চেন্নাইয়ে যখন তাপমাত্রা ২৪°-২৫° সেন্টিগ্রেড উত্তরের সমভূমিতে তখন তা ১০° থেকে ১৫° সেন্টিগ্রেড। গ্রীষ্মকালের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল 'লু'। উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতে দিনের বেলায় শক্তিশালী, গরম, শুষ্ক ও ধূলিকণাযুক্ত দমকা হাওয়া প্রবাহিত হয়। কখনো কখনো এ বাতাস সন্ধ্যা পর্যন্ত বয়ে চলে। মে মাসে উত্তর ভারতের ধূলিঝড় সাময়িক স্বস্তি প্রদান করে, কারণ হাল্কা বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে তাপমাত্রা হ্রাস করতে সাহায্য করে ফলে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয় এই ধূলিঝড় 'আঁধি' নামে পরিচিত। এই ঋতুতে প্রবল ঝড়ের সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎসহ শিলাবৃষ্টি সংঘটিত হয়। এই ঝড় পশ্চিমবঙ্গে কালবৈশাখী নামে পরিচিত। কেরালা ও কর্ণাটকে গ্রীষ্মকালের শেষ দিকে প্রাক্ মৌসুমি বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টি দ্রুত আম পাকতে সাহায্য করে বলে এই বৃষ্টি আম বৃষ্টি হিসেবেও পরিচিত। পশ্চিম উপকূলের কিছু অংশ এবং উত্তর পূর্ব ভারতে বৎসরে প্রায় ৪০০ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়। অপরদিকে পশ্চিম রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও গুজরাটে বৎসরে ৬০ সেন্টিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হয়। দাক্ষিণাত্য মালভূমির মধ্যভাগ ও পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব ঢালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম থাকে।

১) ভারতের জলবায়ু মুখ্যত -

(ক) নিরক্ষীয় প্রকৃতির, (খ) নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির, (গ) মৌসুমি প্রকৃতির, (ঘ) তুন্দ্রা প্রকৃতির।

উঃ- (গ) মৌসুমি প্রকৃতির।

২) ভারতের প্রধান ঋতু কয়টি?

(ক) ৩ টি, (খ) ৪ টি, (গ) ৫ টি, (ঘ) ৬ টি।

উঃ- (খ) ৪ টি।

৩) কালবৈশাখী সংঘটিত হয় -

(ক) গ্রীষ্মকালে, (খ) বর্ষাকালে, (গ) শরৎকালে, (ঘ) শীতকালে।

৪) পশ্চিমিঝঞ্ঝার আগমন ঘটে -

(ক) গ্রীষ্মকালে, (খ) বর্ষাকালে, (গ) শরৎকালে, (ঘ) শীতকালে।

৫) বছরে দুবার বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় যে উপকূলে -

(ক) উত্তর সরকার, (খ) করমন্ডল, (গ) মালাবার, (ঘ) কোঙ্কন।

৬) ভারতের একটি স্থানীয় বায়ু প্রবাহ -

(ক) মৌসুমি, (খ) আশ্বিনের ঝড়, (গ) কালবৈশাখী, (ঘ) লু।

৭) আম্রবৃষ্টি ভারতের যে অঞ্চলে দেখা যায় -

(ক) উত্তর ভারত, (খ) পূর্ব ভারত, (গ) পশ্চিম ভারত, (ঘ) দক্ষিণ ভারত।

৮) মৌসুমি বিস্ফোরণের ফলে যে ঋতুর সূচনা ঘটে -

(ক) গ্রীষ্মকাল, (খ) বর্ষাকাল, (গ) শরৎকাল, (ঘ) শীতকাল।

৯) ভারতের বৃষ্টিপাতের অধিকাংশই যে প্রকৃতির -

(ক) পরিচলন, (খ) ঘূর্ণবাত, (গ) তুষারপাত, (ঘ) শৈলৎক্ষেপ।

১০) মৌসুমি কথাটির অর্থ -

(ক) বৃষ্টি, (খ) বায়ুপ্রবাহ, (গ) বায়ুর চাপ, (ঘ) ঋতু।

১১) ভারতে নিরক্ষীয় জলবায়ু দেখা যায় -

(ক) হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে, (খ) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে,

(গ) পশ্চিম উপকূলে, (ঘ) মধ্য ভারতে।

১২) কোন্ উপকূলে এল নিনো প্রবাহিত হয়?

(ক) অস্ট্রেলিয়া (খ) ভারত (গ) পেরু (ঘ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

১৩) ভারতের কোন স্থানটিতে শীতকালে তুষারপাত হয় -

(ক) কর্ণাটক মালভূমি, (খ) দন্ডকারণ্য, (গ) মুসৌরি, (ঘ) চেরাপুঞ্জি।

১৪) নিম্নলিখিত কোন শহরটির জলবায়ু চরমভাবাপন্ন?

(ক) পুনে, (খ) চেন্নাই, (গ) মুম্বাই (ঘ) দিল্লি।

১৫) ভারতের একটি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলের উদাহরণ -

(ক) শিলং, (খ) ডুয়ার্স, (গ) ছোটোনাগপুর, (ঘ) থর মরুভূমি।

১৬) দক্ষিণ ভারতের জলবায়ু মূলত -

(ক) অত্যধিক উষ্ণ, (খ) অত্যধিক শীতল, (গ) নাতিশীতোষ্ণ, (ঘ) সমভাবাপন্ন।

১৭) ভারতের মৌসুমি বায়ুর আগমন ঘটে প্রায় -

(ক) মে মাসের শুরুতে (খ) জুলাই মাসের শুরুতে (গ) জুন মাসের শুরুতে (ঘ) আগস্ট মাসের শুরুতে।

১৮) গ্রীষ্মকালে ভারতে যে বায়ু প্রবাহিত হয় -

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু, (খ) উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু,

(গ) উত্তর-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু, (ঘ) প্রত্যয়ন বায়ু।

১৯) শরৎকালে পশ্চিমবঙ্গে যে ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হয় -

(ক) কালবৈশাখী, (খ) আশ্বিনের ঝড়, (গ) অম্রবৃষ্টি, (ঘ) বরদৈছিলা।

২০) পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চিম ঢালে সংঘটিত বৃষ্টিপাতটি হল -

(ক) পরিচলন বৃষ্টিপাত, (খ) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত,

(গ) ঘূর্ণবাত জনিত বৃষ্টিপাত, (ঘ) শিলাবৃষ্টি।

২১) ভারতের একমাত্র উষ্ণ মরুভূমির নাম -

(ক) থর, (খ) লাদাখ, (গ) তেলেঙ্গানা, (ঘ) ছোটনাগপুর।

২২) একটি উষ্ণ বায়ুমন্ডলীয় প্রবাহ -

(ক) এল নিনো, (খ) লা নিনো, (গ) জেট স্ট্রিম, (ঘ) পশ্চিমি ঝঞ্ঝা।

২৩) নরওয়েস্টার বলতে বোঝায় -

(ক) মৌসুমী বায়ু, (খ) কালবৈশাখী, (গ) লু, (ঘ) আঁধি।

২৪) ভারতের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল

(ক) ঋতু পরিবর্তন, (খ) অত্যধিত বৃষ্টিপাত, (গ) অত্যধিক উষ্ণতা, (ঘ) নাতিশীতোষ্ণ।

২৫) সমগ্র ভারত তথা বিশ্বে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় -

(ক) করমন্ডল উপকূলে, (খ) গোয়াতে, (গ) মৌসিনরামে, (ঘ) মালাবার উপকূলে।

২৬) বছরে দুবার বৃষ্টি হয় -

(ক) মৌসিনরামে, (খ) তামিলনাড়ু উপকূলে, (গ) হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে, (ঘ) মালাবার উপকূলে।

২৭) একটি ধূলিঝড় হল -

(ক) লু, (খ) কালবৈশাখী, (গ) আম্রবৃষ্টি, (ঘ) আঁধি।

২৮) একটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের নাম -

(ক) কালবৈশাখী, (খ) আঁধি, (গ) লু, (ঘ) পশ্চিমিঝঞ্ঝা।

খ। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ-

১) ITCZ এর পুরো নাম কী?

উঃ ITCZ -এর পুরো নাম হল Inter Tropical Convergence Zone বা আন্তঃক্রান্তীয় অভিসারী অঞ্চল।

উঃ- কালবৈশাখী ঝড় অসমে বরদৈছিলা নামে পরিচিত।

২) ভারতের কোথায় সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত ঘটে?

উঃ- রাজস্থানের পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তের থর মরুভূমি এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের লাদাখ মালভূমিতে ভারতের সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত ঘটে।

৩) আম্রবৃষ্টির অপর নাম কী?

৪) ভারতে শীতকালে কোন আবহাওয়া সংক্রান্ত গোলযোগের কারণে উষ্ণতা হ্রাস পায়?

৫) ভারতে গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা কত?

৬) ভারতের দুটি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলের উদাহরণ দাও।

৭) ভারতের একটি বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের নাম লেখো।

৮) ভারতে শীতকালে আগত পশ্চিমিঝঞ্ঝার উৎপত্তি অঞ্চল কোন্‌টি?

৯) ভারতে সাধারণত শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না কেন?

১০) জেট বায়ুপ্রবাহ কী?

১১) কোন্ আরবি শব্দ থেকে 'মৌসুমি' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে?

১২) ভারতে কোন্ কোন্ অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত ঘটে?

১৪) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর ২টি শাখার নাম লেখো?

১৫) আম্রবৃষ্টি সংঘটিত হয় এমন একটি রাজ্যের নাম লেখো।

১৬) ENSO এর সম্পূর্ণ নাম কী?

১৭) কোরিওলিস বল কী?

১৮) প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমি বায়ু কী?

১৯) প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমি বায়ু ভারতের কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়?

২০) ভারতের কোন্ কোন্ অংশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সেমির বেশি?

২১) কালবৈশাখী ঝড় কী?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

১) ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব আলোচনা করো?

ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব অপরিসীম। যেমন ঃ- (১) মৌমুসি বায়ুর ব্যাপক প্রভাবের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ঋতুতে বায়ুপ্রবাহ ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে একটি সুন্দর ঋতুপর্যায় দেখা যায়। (২) মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে স্থলভাগ ও জলভাগের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্যের ফলে ভারতের স্থলভাগে নিম্নচাপ এবং তুলনামূলকভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠে উচ্চচাপ অনুভূত হয়। (৩) এর ফলে গ্রীষ্মকালে আন্তঃক্রান্তীয় অভিসারী বলয় স্থান পবিবর্তন করে গাঙ্গেয় সমভূমির উপর অবস্থান করে। (৪) গ্রীষ্মকালে পশ্চিমি জেটপ্রবাহ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের উত্তরে সরে যায়। (৫) গ্রীষ্মকালে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতে দিনেরবেলায় 'লু', আঁধি, শুষ্ক ও ধূলিকণাযুক্ত দমকা হাওয়া প্রবাহিত হয়। (৬) শীতকালে প্রত্যাবর্তনকালে মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় সংগ্রহ করে তামিলনাড়ুর উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। (৭) ভারতে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা এবং অসম বন্টন ও মৌসুমি বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা এবং উৎপাদনের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২) শীতকালে তামিলনাড়ু উপকূলে বৃষ্টিপাত হয় কেন?

৩) মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো?

৪) আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য লেখো?

৫) ভারতের বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো?

৬) ভারতকে কেন মৌসুমি জলবায়ুর দেশ বলা হয়?

৭) করমন্ডল বা তামিলনাড়ু উপকূলে বছরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয় কেন?

৮) ভারতে জলবায়ুর নিয়ন্ত্রকগুলো কী কী?

৯) ভারতের জলবায়ুতে ভূ-প্রকৃতিগত প্রভাব আলোচনা করো?

১০) আর্থ-সামাজিক ঐক্যবন্ধনে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব আলোচনা করো?

অধ্যায় ঃ ৫

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী

পৃথিবীর বারোটি বৃহৎ জৈব বৈচিত্র্যের দেশের মধ্যে ভারত একটি। প্রায় ৪৭,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদের উপস্থিতি পৃথিবীতে ভারতকে দশম এবং এশিয়াতে চতুর্থ স্থান প্রদান করেছে। প্রায় ১৫,০০০ প্রজাতির ফুলগাছ ভারতে রয়েছে যা পৃথিবীর মোট ফুল প্রদানকারী উদ্ভিদের ৬ শতাংশ। ভারতে প্রায় ৯০,০০০ প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলতে সেই উদ্ভিদজগৎকে বোঝায়, যেগুলো মানুষের সাহায্য ও প্রচেষ্টা ছাড়া প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে জন্মায় ও বেড়ে ওঠে এবং সুদীর্ঘকাল মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে। ফ্লোরা বা উদ্ভিদকূল বলতে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের বা বিশেষ সময়কালের উদ্ভিদকে বোঝায়। ফনা বা প্রাণীকূল হল কোনো বিশেষ অঞ্চলের বা বিশেষ সময়কালের প্রাণীকুল। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ এর বৈচিত্র্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল। (১) ভূ-প্রকৃতি, (২) জলবায়ু। (১) ভূ-প্রকৃতি বলতে ভূমিরূপ ও মৃত্তিকাকে বোঝায়। ভূমিরূপের জন্যই স্বাভাবিক উদ্ভিদে বৈচিত্র্য দেখা যায়। স্বাভাবিক উদ্ভিদের জন্ম ও বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মৃত্তিকা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জলবায়ুর দিক দিয়ে উত্তাপ, সূর্যালোক, বৃষ্টিপাতের কারণে স্বাভাবিক উদ্ভিদে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। নির্দিষ্ট উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ বিশাল বাস্তুতন্ত্রকে বায়োম বলে। বায়োম সাধারণত উদ্ভিদকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ভারতে যে সকল স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেখা যায় তাদেরকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য, (খ) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য, (গ) ক্রান্তীয় কাঁটা ও ঝোপজাতীয় অরণ্য, (ঘ) পার্বত্য অরণ্য, (ঙ) উপকূলীয় অরণ্য। ভারতে প্রায় ২০০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে যা পৃথিবীর মোট পাখির ১৩ শতাংশ। ২৫৪৬ প্রজাতির মাছ রয়েছে যা পৃথিবীর মোট সঞ্চয়ের প্রায় ১২ শতাংশ। পৃথিবীর মোট উভচর, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রায় ৫ থেকে ৮ শতাংশ ভারতে রয়েছে। অসম, কর্ণাটক, কেরালার, উষ্ণ আর্দ্র বনভূমিতে হাতি, অসম ও পশ্চিমবঙ্গে জলাভূমিতে এক শিং বিশিষ্ট গন্ডার দেখা যায়। কচ্ছের রণ এর শুষ্ক অঞ্চল এবং থর মরুভূমির বুনো গাধা ও উটের আবাসস্থল। তাছাড়া ভারতীয় বুনোমোষ, নীলগাই, চৌশিঙ্গা, বক্রশিংবিশিষ্ট হরিণ সহ বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ ও অন্যান্য জন্তু ভারতে পাওয়া যায়। গুজরাটের গির অরণ্যের সিংহ, মধ্যপ্রদেশের বনাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে ও হিমালয় অঞ্চলে বাঘ দেখা যায়। লাদাখের উচ্চতম স্থানে চমরিগাই, একটনের মত ওজনবিশিষ্ট লোমশ বুনো বৃষ, তিব্বতীয় কৃষ্ণসার মৃগ, ভারাল, বুনোমেষ এবং কিয়াঙ প্রভৃতি ছাড়াও বুনো ছাগল, ভাল্লুক, তুষারচিতা, বিরল প্রজাতির লাল পান্ডা দেখা যায়। নদী, হ্রদ ও উপকূলীয় অঞ্চলে কচ্ছপ, কুমির ও ঘড়িয়াল দেখা যায়। পাখির মধ্যে ময়ূর, বিভিন্ন রঙিন পাখি, হাঁস, টিয়া, সারস, পায়রা প্রভৃতি প্রজাতির পাখি দেখা যায়। বর্তমানে বন ও বন্যপ্রাণী ধ্বংসের ফলে ১৩০০ প্রজাতির উদ্ভিদ বিলুপ্তির পথে এবং ২০ প্রজাতির উদ্ভিদ ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পরিযায়ী পাখির জন্য বিখ্যাত জলাভূমি কচ্ছের রণ। মরুভূমি ও সমুদ্রের মিলনস্থলে উজ্জ্বল গোলাপি পালকযুক্ত রাজহাঁস এসে মাটিতে বাসা বানিয়ে শিশু শাবককে বড়ো করে। প্রাকৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য সরকার সারা দেশে ১০৩টি জাতীয় উদ্যান, ৫৩৫ টি অভয়ারণ্য এবং জীববিদ্যা সম্বন্ধীয় উদ্যান গড়ে তুলেছে।

প্রকল্প ঃ- (১) তোমার চারপাশের এলাকাতে কিছু ঔষধিগাছ খুঁজে বের করো এবং তাদের গুণাগুণ আলোচনা করো।

প্রকল্প ঃ- (২) বনজ সম্পদ ও বন্যপ্রাণীকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মানুষের কয়েকটি জীবিকা প্রনালী সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রকল্প ঃ- (৩) বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

প্রকল্প ঃ- (৪) বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি সচেতনামূলক অনুচ্ছেদ রচনা করো।

প্রকল্প ঃ- (৫) তোমাদের চারপাশে কী কী কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে তার কিছু তথ্য সংগ্রহ করো ও তার আলোচনা করো।

প্রকল্প ঃ- (৬) জৈব বৈচিত্র্য কেন প্রয়োজন এবং তার সংরক্ষণ করা কেন প্রয়োজন? সে বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করো এবং তার উপস্থাপন করো।

প্রকল্প ঃ- (৭) মানচিত্রটি অধ্যয়ন করে বের করো কেন কিছু রাজ্যে অন্য রাজ্যের তুলনায় স্বাভাবিক উদ্ভিদের ঘনত্ব বেশি?

অধ্যায় - ৬

জনসংখ্যা

কোনো দেশের আর্থসামাজিক উন্নতিতে জনসাধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসাধারণই সম্পদ উৎপাদন করে এবং চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদিত সম্পদ ব্যবহার করে। পরিবেশের সকল উপাদানকে উপলব্ধি করতে হলে জনসংখ্যা, জনসংখ্যার বণ্টন ও বৃদ্ধি এবং বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। জনসংখ্যার তিনটি বিষয় যথা জনসংখ্যার আকৃতি ও বণ্টন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও পরিবর্তন প্রক্রিয়া, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য এবং গুণগতমান বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। ২০১১ সালের মার্চ মাসের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের লোকসংখ্যা ১২১০ মিলিয়ন যাপৃথিবীর ১৭.৫ শতাংশ। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশ - ১৯৯ মিলিয়ন, দেশের মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ। সিকিমের জনসংখ্যা মাত্র ০.৬ মিলিয়ন এবং লাক্ষাদ্বীপে ৬৪৪২৯। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ পাঁচটি রাজ্য - উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে বাস করে। রাজস্থান ভারতের বৃহত্তম রাজ্যে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫.৫ শতাংশ লোক বাস করে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার দ্বারা ওই অঞ্চলের জনঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের জনঘনত্ব ছিল প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৩৮২ জন। বিহারের জনঘনত্ব - ১১০২ জন, অরুণাচলে - ১৭ জন। পার্বত্য, বিক্ষিপ্ত, পাথুরে ভূ-প্রকৃতি হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত, সংকীর্ণ ও অনুর্বর মাটি প্রভৃতি দ্বারা অসম ও উপদ্বীপীয় মালভূমির রাজ্যগুলোর জনঘনত্ব প্রভাবিত হয়। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও উর্বর মাটিযুক্ত বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকার ফলে উত্তরের সমভূমি ও দক্ষিণের কেরালায় জনবসতির ঘনত্ব অধিক থেকে অধিকতর। তিনটি প্রধান কারণ জনসংখ্যার পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে - জন্ম, মৃত্যু এবং পরিব্রাজন। এই ধরনের পরিবর্তন কোনো অঞ্চলে কমপক্ষে দশবছর পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসাধারণের বৃদ্ধিকে বোঝায়। এই ধরনের পরিবর্তনকে দুভাগে বর্ণনা করা যেতে পারে। (১) প্রকৃত জনসংখ্যা নির্ধারণ এবং বার্ষিক পরিবর্তনের হার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার । ভারতে বর্তমানে বার্ষিক বৃদ্ধি হার ১৫.৫ মিলিয়ন। তিনটি প্রধান প্রক্রিয়ার দ্বারা জনসংখ্যা পরিবর্তিত হয়। (ক) জন্মহার, (খ) মৃত্যু হার, (গ) পরিব্রাজন। জন্মহার বলতে বছরে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় কত জন শিশু জন্ম হয় তা বোঝায়। মৃত্যুহার বলতে বছরে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় কতজন মারা গেছে তা বুঝায়। কোনো অঞ্চল থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মানুষের স্থানান্তর গমনকে পরিব্রাজন বলে। পরিব্রাজন দুই প্রকার - অভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক। বয়সভিত্তিক জনবিন্যাস বলতে কোনো দেশের বিভিন্ন বয়সের মানুষের মোট সংখ্যাকে বোঝায়। যেমন - শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক বা পরিণত এবং বয়স্ক লিঙ্গ অনুপাত বলতে প্রতি এক হাজার জন পুরুষে নারী কতজন তার অনুপাতকে বোঝায়। লিঙ্গ অনুপাত যথাক্রমে কেরালা - ১০০০ জন পুরুষে ১০৮৪ জন নারী। পুদুচেরিতে - ১০০০ জন পুরুষে ১০৩৮ জন নারী। জনসংখ্যার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সাক্ষরতা। শিক্ষিত মানুষ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে পারে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে সাক্ষরতার হার ৭৩ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ও নারীর শিক্ষার হার যথাক্রমে ৮০.৯ শতাংশ এবং ৬৪.৬ শতাংশ। পেশাগত তারতম্য অনুসারে জনসংখ্যার বন্টনকে পেশাগত কাঠামো বলে। পেশাকে সাধারণত প্রাথমিক, মাধ্যমিক, পরিসেবামূলক - এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। জনসংখ্যার বিন্যাসে স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, সংক্রামিত রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি বহুবিধ কারণের ফলে জনগণের গড় আয়ুতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। জাতীয় জনসংখ্যা

নীতি ২০০০ এর পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নতি ও কল্যান সাধন করা যায়। এজন্য ভারত সরকার ১৯৫২ সাল থেকে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার যাবতীয় দায়িত্ব স্বেচ্ছাসেবক ভিত্তিতে পিতামাতার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা ২০০০ সালে কার্যকর করা হয়েছে এবং ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষা অবৈতনিক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সদ্যোজাত শিশু মৃত্যুর হার প্রতি ১০০০ এ ৩০ জনের কম আনা, অপরিণত মাতৃজঠরে জন্ম হার কমানো, রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সব টিকা শিশুদের জন্য সার্বজনীন করা, মেয়েদের দেরিতে বিবাহে উৎসাহিত করা এবং পরিবার পরিকল্পনামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি এই পরিকল্পনার অন্তর্গত।

ক। সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ-

১) ভারতে সর্বাপেক্ষা কম জনসংখ্যা দেখা যায়

(ক) সিকিমে, (খ) অরুণাচল প্রদেশে, (গ) গোয়ায়, (ঘ) ত্রিপুরায়।

উঃ- সিকিমে।

২) ভারতে সর্বনিম্ন জনঘনত্ব দেখা যায় -

(ক) সিকিমে, (খ) অরুণাচল প্রদেশে, (গ) গোয়ায়, (ঘ) ত্রিপুরায়।

উঃ- অরুণাচল প্রদেশে।

৩) ভারতের সর্বাপেক্ষা জনবহুল রাজ্য -

(ক) মহারাষ্ট্র, (খ) পশ্চিমবঙ্গ, (গ) উত্তরপ্রদেশ, (ঘ) বিহার।

৪) ভারতের সর্বাধিক জনঘনত্বযুক্ত রাজ্য -

(ক) মহারাষ্ট্র, (খ) পশ্চিমবঙ্গ, (গ) উত্তরপ্রদেশ, (ঘ) বিহার।

৫) ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা -

(ক) ১০২.৫ কোটি, (খ) ১১১.২ কোটি, (গ) ১১৭.০৫ কোটি, (ঘ) ১২১.০২ কোটি।

৬) ভারতের সর্বাপেক্ষা জনবহুল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল -

(ক) দিল্লি, (খ) চন্ডীগড়, (গ) দমন ও দিউ, (ঘ) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ।

৭) ভারতের সর্বাপেক্ষা জনঘনত্বযুক্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল -

(ক) চন্ডীগড়, (খ) লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ, (গ) দিল্লি, (ঘ) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

৮) ভারতের সর্বনিম্ন জনসংখ্যা বিশিষ্ট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল -

(ক) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, (খ) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (গ) চন্ডীগড়, (ঘ) দমন ও দিউ।

৯) ভারতের সর্বনিম্ন জনঘনত্বযুক্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল -

(ক) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, (খ) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (গ) চন্ডীগড়, (ঘ) দমন ও দিউ।

১০) ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, ভারতের জনঘনত্ব হল -

(ক) ৩২৪ জন/ বর্গ কিমি, (খ) ৩৫২ জন/বর্গকিমি,

(গ) ৩৮২ জন/বর্গকিমি, (ঘ) ৩৯২ জন/বর্গকিমি।

১১) ভারতের কোন রাজ্যে নারী পুরুষ অনুপাত সর্বাপেক্ষা বেশি?

(ক) কেরালা, (খ) হরিয়ানা, (গ) মহারাষ্ট্র, (ঘ) ত্রিপুরা।

১২) ভারতের নারী-পুরুষ অনুপাত হল -

(ক) ১০০০ : ৯৩৩, (খ) ১০০০ : ৯৪০, (গ) ১০০০ : ৯৬০, (ঘ) ১০০০ : ৯৯০।

১৩) ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যা প্রায় -

(ক) ৬২%, (খ) ৬৫%, (গ) ৬৮%, (ঘ) ৭১%।

১৪) ভারতের সর্বনিম্ন সাক্ষরতাযুক্ত রাজ্য -

(ক) রাজস্থান, (খ) বিহার, (গ) উত্তরপ্রদেশ, (ঘ) ঝাড়খন্ড।

১৫) ভারতের সর্বাধিক সাক্ষরতার হার দেখা যায় কোন্ রাজ্যে?

(ক) কেরালায়, (খ) হরিয়ানায়, (গ) দিল্লিতে, (ঘ) মিজোরামে।

১৬) ভারতে কত বছর অন্তর জনগণনা করা হয়?

(ক) ১০ বছর, (খ) ১২ বছর, (গ) ১৫ বছর, (ঘ) ২০ বছর।

১৭) বর্তমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারতের জনবহুল শহর -

(ক) কলকাতা, (খ) দিল্লি, (গ) মুম্বাই, (ঘ) চেন্নাই।

১৮) ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ -

(ক) জন্মহার বৃদ্ধি, (খ) মৃত্যুহার হ্রাস, (গ) উদবাস্তু আগমন, (ঘ) কোনোটিই নয়।

১৯) নির্ভরশীল জনসংখ্যা বলতে বোঝায় -

(ক) ০-১৫ বছর বয়সি জনসংখ্যা, (খ) ৫৯ বছর বা তার বেশি বয়স্ক জনসংখ্যা,

(গ) উপরোক্ত উভয় জনসংখ্যা, (ঘ) উপরোক্ত কোনোটিই নয়।

২০) কোনো স্থান থেকে অন্যত্র বাস করার জন্য স্থান পরিবর্তনকে বলা হয় -

(ক) পরিব্রাজন, (খ) জন্মহার, (গ) মৃত্যুহার, (ঘ) কোনোটিই নয়।

২১) ভারতে ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের সংখ্যা -

(ক) ৩৫টি, (খ) ৪০টি, (গ) ৫৩টি, (ঘ) ৬৫টি।

খ। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর ঃ-

১) ভারতে সর্বশেষ জনগণনা কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উঃ- ভারতে ২০১১ সালে সর্বশেষ জনগণনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২) মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারতের স্থান পৃথিবীতে কত?

উঃ- মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

৩) ভারতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী?

৪) আদমশুমারি বলতে কী বোঝায়?

৫) ২০১১ সালের জনঘনত্ব অনুসারে ভারতের দ্বিতীয় জনঘনত্ব যুক্ত রাজ্য কোনটি?

৬) ভারতের পরবর্তী জনগণনা কোন্ সালে অনুষ্ঠিত হবে?

৭) জনঘনত্ব বলতে কী বোঝায়?

৮) পরিব্রাজন বলতে কী বোঝ?

৯) জন্মহার কাকে বলে?

১০) মৃত্যুহার কাকে বলে?

১১) স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বলতে কী বোঝ?

১২) ভারতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি কবে গৃহীত হয়?

১৩) স্বাধীন ভারতে প্রথম জনগণনা কবে অনুষ্ঠিত হয়?

১৪) স্বেচ্ছা পরিব্রাজন কী?

১৫) বাধ্যতামূলক পরিব্রাজন কী?

১৬) কর্মক্ষম জনসংখ্যা বলতে কী বোঝ?

১৭) ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে শিক্ষার হার কত?

অধ্যায় ঃ ৭

পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা

১০,৪৯১ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা। উত্তর-দক্ষিণে এর বিস্তৃতি ১৮৪ কিমি এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১১৩ কিমি। ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুসারে ত্রিপুরার রাজা ত্রিপুরের নামে এ রাজ্যের নামাকরণ হয়েছে। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ট থেকে ১২৮০ মিটার। এই রাজ্যটি ২২°৫৬´ উত্তর অক্ষংশ থেকে ২৪°৩২´ উত্তর অক্ষংশ এবং ৯১°১০´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯২°২১´ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ রাজ্যের উপর দিয়ে ২৩°৩০´ উ: কর্কটক্রান্তি রেখাটি অতিক্রান্ত হয়েছে। ত্রিপুরার উত্তর-দক্ষিণ ও পশ্চিমে রয়েছে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ(সীমারেখা ৮৩৯ কিমি) পূর্বদিকে রয়েছে অসমের কাছাড় এবং মিজোরাম (সীমারেখা যথাক্রমে ৫৩ কিমি এবং ১০৯ কিমি)। ত্রিপুরাকে তিনটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। (ক) পাহাড়ি অঞ্চল- ত্রিপুরায় প্রধান পাঁচটি পাহাড় শ্রেণি রয়েছে, তাই ত্রিপুরাকে পঞ্চ পাহাড়ের দেশ বলা হয়।পাহাড় শ্রেণিগুলো যথাক্রমে বড়মুড়া-দেবতামুড়া-আঠারোমুড়া-লংতড়াই- শাখানটাং ও জম্পুই পাহাড়। দীর্ঘতম পাহাড় শ্রেণিটি হল আঠারোমুড়া (১০৬ কিমি) এবং উচ্চতম পাহাড় শ্রেণি হল জম্পুই পাহাড় শ্রেণি। ত্রিপুরার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল বেতলিং শিব, যার উচ্চতা ৯৩৯ মিটার। (খ) তরঙ্গায়িত উচ্চভূমি ও তৎসংলগ্ন সংকীর্ণ উপত্যকা:- ত্রিপুরার পশ্চিম এবং দক্ষিণের অধিকাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। তরঙ্গায়িত উচ্চভূমিগুলোর উপরিভাগ মালভূমির ন্যায় সমতল ও ঢালু হয়ে সংলগ্ন সংকীর্ণ উপত্যকার সঙ্গে মিশেছে। ত্রিপুরাতে সমতল পৃষ্ঠযুক্ত এই উচ্চভূমিকে বলে টিলা এবং দুটি টিলার মাঝখানে সংকীর্ণ উপত্যকাবিশিষ্ট ভূমিরূপকে বলে লুঙ্গা।(গ) পলিগঠিত সমভুমি অঞ্চল :- ত্রিপুরার উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।পাহাড়ি উপত্যকাগুলোকে যেখানে নদী অববাহিকা গড়ে উঠেছে, সেখানে মৃদু ঢালযুক্ত পলিগঠিত সমভূমি গড়ে উঠেছে। গোমতী, হাওড়া, খোয়াই, ফেনি, প্রভৃতি নদীর প্রশস্ত প্লাবনভূমিতে যে সমভূমি গড়ে উঠেছে সেখানে নিবিড় কৃষিকার্য হয়ে থাকে। ত্রিপুরার উত্তরবাহিনী নদীগুলো হল- মনু নদী, লঙ্গাই নদী, জুরি নদী, ধলাই নদী খোয়াই নদী,মুহুরী নদী ও দেও নদী। পশ্চিমবাহিনী নদীগুলো হল- গোমতী নদী, হাওড়া নদী, ফেনি নদী প্রভৃতি। এ রাজ্যের জলবায়ু দুটি ঋতুকালীন বায়ুপ্রবাহ যথা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এবং উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত। এখানকার জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী প্রকৃতির। গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা- ২৪° - ৩৬° সেন্টিগ্রেড এবং শতিকালীন গড় উষ্ণতা ১৩° - ২৭° সেন্টিগ্রেড। ত্রিপুরার আর্দ্রতম মাস হল জুন এবং শুষ্কতম মাস হল ডিসেম্বর। ত্রিপুরার জলবায়ুকে ৪টি ঋতুপর্যায়ে ভাগ করা হয়- গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শরৎকাল এবং শীতকাল। ত্রিপুরার মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ২৮৫৫ মিলি হয় এবং সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত ১৮১১ মিমি হয়। রাজ্যে ক্রান্তীয় জলবায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা বেশি থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। উষ্ণতা ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে ত্রিপুরার কিছু কিছু জায়গায় চা- রবার ও কফি চাষ হয়। এখানকার প্রধান প্রধান বৃক্ষগুলো হল শাল, সেগুণ, শিশু, গর্জন, আব্লুস, মেহগিনি, চাপ্লাস , তুন, শিমূল, জারুল, পোমা, গামাই, জাম, কাঞ্চন এবং নানা ধরণের বাঁশ ও বেত উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কোনো কোনো জায়গায় অর্থকরী বনজ ও কৃষিজ সম্পদ যেমন বাঁশ, বেত, চা, কফি, রবার, কাজুবাদাম ও কমলার জন্য বাগিচা সৃষ্টি করা হয়েছে। ত্রিপুরাতে ৯০২ ধরনের প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে। চশমা বানর ও উল্লুখ হল উল্লেখয়োগ্য প্রাণী। ত্রিপুরায় প্রায় ৩৪২ প্রজাতির পাখির মধ্যে ৫৮ টি পরিযায়ী প্রজাতির। ত্রিপুরায় ৪টি অভয়ারণ্য রয়েছে- সিপাহীজলা, গোমতী, তৃষ্ণা এবং রোয়া ইত্যাদি। ত্রিপুরা রাজ্য আয়তনে সপ্তম হলেও জনসংখ্যা ও জনঘনত্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ২০২১ সালে জনগণনা অনুসারে ত্রিপুরার মোট লোকসংখ্যা ৩৬,৭৩,৯১৭ জন।অন্যান্য জেলার তুলনায় পশ্চিম ত্রিপুরার জেলার জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব বেশি কারণ- এই অঞ্চলটি সমতল এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবিকাসংস্থান, প্রশাসনিক দিক দিয়ে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

ক। সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ-

১) ত্রিপুরার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ -

(ক) বেতলিং শিব, (খ) শাকান, (গ) জারিমুড়া, (ঘ) বড়মুড়া।

উঃ- বেতলিং শিব।

২) ত্রিপুরার জলবায়ু -

(ক) মরু প্রকৃতির, (খ) নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির

(গ) ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির, (ঘ) শুষ্ক শীতল প্রকৃতির।

উঃ- ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির।

৩) আকার অনুসারে ত্রিপুরা ভারতের -

(ক) দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য, (খ) তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য,

(গ) চতুর্থ ক্ষুদ্রতম রাজ্য, (ঘ) পঞ্চম ক্ষুদ্রতম রাজ্য।

৪) ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরার স্থল সংযোগ মাত্র -

(ক) ৮৩৯ কিমি, (খ) ১৬২ কিমি, (গ) ২৯২ কিমি, (ঘ) ১০৯ কিমি।

৫) ত্রিপুরার মোট জেলার সংখ্যা -

(ক) ৬ টি, (খ) ৮ টি, (গ) ১০ টি, (ঘ) ১১ টি।

৬) ত্রিপুরার উত্তর দক্ষিণে সর্বাধিক বিস্তৃতি -

(ক) ২৮৪ কিমি, (গ) ১৮৪ কিমি, (গ) ১১৩ কিমি, (ঘ) ৯৪ কিমি।

৭) ত্রিপুরার পূর্ব-পশ্চিমে সর্বাধিক বিস্তৃতি -

(ক) ১০৫ কিমি, (খ) ৯৭ কিমি, (গ) ১১৩ কিমি, (ঘ) ১৪৫ কিমি।

৮) ত্রিপুরার সর্বোচ্চ পাহাড় শ্রেণি হল -

(ক) শাখান টাং, (খ) লংতরাই, (গ) বড়মুড়া, (ঘ) জম্পুই।

৯) ত্রিপুরার লংতরাই ও আঠারোমুড়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যাকাটি হল -

(ক) ধর্মনগর, (খ) কৈলাশহর, (গ) কমলপুর, (ঘ) খোয়াই।

১০) ত্রিপুরার আঠারোমুড়া ও বড়মুড়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকাটি হল -

(ক) ধর্মনগর, (খ) খোয়াই, (গ) কৈলাশহর, (ঘ) কমলপুর।

১১) ত্রিপুরার শাখানটাং ও লংতরাই-এর মাঝে যে উপত্যকা রয়েছে, সেটি হল -

(ক) ধর্মনগর, (খ) কৈলাশহর, (গ) কমলপুর, (ঘ) খোয়াই।

১২) ত্রিপুরার দীর্ঘতম নদী -

(ক) খোয়াই, (খ) মনু, (গ) গোমতী, (ঘ) মুহুরি।

১৩) ত্রিপুরার মনু নদীটি কোন্ পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে? -

(ক) লংতরাই, (খ) শাখানটাং, (গ) আঠারোমুড়া, (ঘ) জম্পুই।

১৪) ত্রিপুরার একটি প্রাকৃতিক হ্রদ হল -

(ক) নৈনিতাল, (খ) রুদ্রসাগর, (গ) লোকটাক, (ঘ) সম্বর।

১৫) দুই টিলার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ উপত্যকাকে ত্রিপুরায় বলে -

(ক) টিলা, (খ) সমভূমি, (গ) লুঙ্গা, (ঘ) শৃঙ্গ।

১৬) ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য একটি বণ্যপ্রাণী হল-

(ক) হাতি, (খ) বাইসন, (গ) হরিণ, (ঘ) চশমা বানর।

১৭) মৌসুমি বায়ুর আগমনকালকে বলে -

(ক) গ্রীষ্মকাল, (খ) বর্ষাকাল, (গ) শরৎকাল, (ঘ) শীতকাল।

১৮) কর্কটক্রান্তি রেখার মান -

(ক) ২৩°৩০´ পূর্ব অক্ষাংশ, (খ) ২৩°৩০´ পশ্চিম অক্ষাংশ,

(গ) ২৩°৩০´ উত্তর অক্ষাংশ, (ঘ) ২৩°৩০´ দক্ষিণ অক্ষাংশ।

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তর ঃ-

১) ত্রিপুরার উপর দিয়ে অতিক্রান্ত অক্ষরেখাটির নাম কী?

উঃ- ত্রিপুরার উপর দিয়ে অতিক্রান্ত অক্ষরেখাটির নাম হল - কর্কটক্রান্তি রেখা ২৩°৩০´ উত্তর।

২) ত্রিপুরার রাজধানীর নাম কী?

উঃ- ত্রিপুরার রাজধানীর নাম আগরতলা।

৩) ত্রিপুরার উচ্চতম পাহাড় শ্রেণি কোনটি?

৪) ত্রিপুরার জলবায়ু কোন্ বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়?

৫) ২০২১ সালে জনগণনা অনুসারে ত্রিপুরার মোট লোকসংখ্যা কত?

৬) দুটি পর্ণমোচী উদ্ভিদের নাম লেখো।

৭) ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ নদীটির নাম লেখো?

৮) ত্রিপুরার কোন্ নদীর প্রবাহ পথে ডম্বুর জলপ্রপাত গঠিত হয়েছে?

৯) ত্রিপুরাতে বর্ষাকালে কোন্ বায়ুর জন্য বৃষ্টিপাত হয়?

১০) ত্রিপুরায় বর্ষাকাল কোন্ সময় স্থায়ী হয়?

১১) ত্রিপুরার জলবায়ুতে প্রধান কয়টি ঋতু দেখা যায়?

১২) ত্রিপুরার ঋতুচক্রে স্বল্পস্থায়ী ঋতু কোনটি?

১৩) ত্রিপুরার জলবায়ু উষ্ণ আর্দ্র হলেও পূর্বের পাহাড়ি অঞ্চলে শীতের তীব্রতা বেশি কেন?

১৪) ত্রিপুরার জলবায়ুতে কোন্ ঋতুতে উচ্চচাপ বলয়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়?

১৫) ত্রিপুরার কোন্ অভয়ারণ্যে হাতি পাওয়া যায়?

১৬) ত্রিপুরার কোন্ অভয়ারণ্যে বাইসন পাওয়া যায়?

১৭) ত্রিপুরার কয়েকটি স্বাভাবিক উদ্ভিদের নাম লেখো?

১৮) ত্রিপুরার প্রতি ১০০০ জন পুরুষ পিছু মহিলা জনসংখ্যা কত?

১৯) ত্রিপুরার সাক্ষরতার হার কত শতাংশ?

২০) ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ত্রিপুরার জনঘনত্ব কত?

২১) ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ত্রিপুরার লিঙ্গ অনুপাত কত?

গ। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

১) পশ্চিম ত্রিপুরার লোকবসতির ঘনত্ব বেশি কেন?

উঃ- ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সবথেকে বেশি জনঘনত্ব দেখা যায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৭৩ জন। যদিও সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের গড় জনঘনত্ব ৩৫০ জন প্রতি বর্গকিলোমিটারে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার লোকবসতির ঘনত্ব বেশি হওয়ার প্রধান কারণগুলো হল -

(ক) এই জেলা নদীবাহিত পলিগঠিত সমতল ভূমিতে অবস্থিত। ভূমিভাগ সমতল হওয়ার জন্য বসতি নির্মাণ, সড়ক বা রাস্তাঘাট নির্মাণ ও কৃষিকাজে সুবিধা পাওয়া যায়।

(খ) এই জেলাতেই রাজ্যের অধিকাংশ শিল্প কারখানা আছে। এই কারণে অন্যান্য জেলার তুলনায় জনসংখ্যা কিছুটা বেশি।

(গ) প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও কলকাতা এবং অন্যান্য শহরের সাথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এই অংশে জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনামূলক বেশি।

২) পঞ্চ পাহাড়ের দেশ কাকে বলে এবং কেন?

৩) ত্রিপুরার স্বাভাবিক উদ্ভিদ সম্পর্কে ধারণা দাও।

৪) ত্রিপুরার বন্যপ্রাণী সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

৫) ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য নদীগুলোর নাম লেখো?

৬) মৌসুমি বায়ু কীভাবে ত্রিপুরার জলবায়ুকে প্রভাবিত করে?

৭) ত্রিপুরার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো?

৮) ত্রিপুরার অভয়ারণ্যগুলো কী কী? এই অভয়ারণ্যগুলোতে কী কী প্রাণী দেখা যায়?

৯) ত্রিপুরার সর্বশেষ ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে মোট লোকসংখ্যা কত? স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের এই রাজ্যে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণ কী?

১০) ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো?

প্রথম অধ্যায়

গণতন্ত্র কী ? গণতন্ত্র কেন ?

বিষয় সংক্ষেপ ঃ-

* গণতন্ত্র কী?

গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত এমন এক আদর্শ শাসন ব্যবস্থা, যেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাম্য ও স্বাধীনতা স্বীকৃতি পায়।

*** গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ-**

- ⇨ এখানে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত।
- ⇨ একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য্য।
- ⇨ সরকার সর্ব সাধারণের কল্যানের জন্য পরিচালিত হয়।
- ⇨ বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয়।
- ⇨ জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

*** গণতন্ত্র কেন?**

সরকারের সর্বোত্তম রূপ হল গণতন্ত্র। পৃথিবীর সর্বত্র জনগণের কাছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কাম্য।

গণতন্ত্রের স্বপক্ষে যুক্তি ঃ-

জনগণের সমালোচনা করার অধিকার থাকে।

এখানে সকলই ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করে। জনকল্যাণ সাধন করা এর মূল লক্ষ্য।

গণতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি ঃ-

- ⇨ গণতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শক্তি প্রদর্শনের খেলা। এখানে নৈতিকতার কোন স্থান নেই।
- ⇨ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকদের ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে দেশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।
- ⇨ সাধারণ জনগণ জানে না তাদের জন্য কোনটি সঠিক।

ক) বহুবিকল্প ভিত্তিক প্রশ্নাবলি ঃ- **প্রশ্নমান - ১**

১) গণতন্ত্রে শাসকগণ কাদের দ্বারা নির্বাচিত হন?

ক) জনগণ (খ) মন্ত্রী (গ) রাজা (ঘ) পুরুষ

২) কত সালে জেনারেল পারভেজ মোশারফের নেতৃত্বে পাকিস্তানে একটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়?

ক) নভেম্বর ১৯৮৭ (খ) অক্টোবর ১৯৯৯ (গ) মার্চ ১৯৮৭ (ঘ) জানুয়ারী ১৯৯৯

৩) চিনে রাষ্ট্রীয় আইনসভার নির্বাচন প্রতি ——— বছর অন্ত নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়

ক) সাত (খ) পাঁচ (গ) তিন (ঘ) আট

৪) কত সালের পর থেকে মেক্সিকোতে প্রতি ৬ বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?

ক) ১৯৪৭ (খ) ১৯৫২ (গ) ১৯৩০ (ঘ) ১৯২০

৫) কোন্ দেশের মহিলাদের ২০১৫ সাল পর্যন্ত কোনো ভোটাধিকার ছিল না?

ক) সৌদি আরব (খ) ভারত (গ) আমেরিকা (ঘ) পাকিস্তান

৬) মেক্সিকোর কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অনেক নোংরা কৌশল এবং অন্যায় পথ অবলম্বন করত?

ক) PRI (Institutional Revolutionary Party) খ) গণতান্ত্রিক দল

গ) জানু-পিফ (ঘ) শাসক 'বার্থ পার্টি'

৭) কত সালে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসকের হাত থেকে জিম্বাবোয়ে স্বাধীনতা লাভ করে?

ক) ১৯৪৭ (খ) ১৯৮২ (গ) ১৯৮০ (ঘ) ১৯৫৭

৮) ১৯৫৮-১৯৬১ সালে ঘটে যাওয়া — দুর্ভিক্ষ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ।

ক) চিন (খ) মেক্সিকো (গ) জিম্বাবোয়ে (ঘ) পাকিস্তান

৯) — এই বৈচিত্রময় ভারতবর্ষকে একত্রিত করে রেখেছে।

ক) বহুদল (খ) গণতন্ত্র (গ) ভাষা (ঘ) সংস্কৃতি

১০) কোন্ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় ভুল সংশোধন করার সুযোগ দেয়?

ক) রাজতন্ত্র (খ) গণতন্ত্র (গ) স্বৈরতন্ত্র (ঘ) একদলীয় শাসন

১১) সম্প্রতিকালে গণতন্ত্রের একটি সাধারণ রূপ হল —।

ক) সরাসরি গণতন্ত্র খ) প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র গ) সাংবিধানিক গণতন্ত্র

১২) 'গণতন্ত্র হল জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন' — উক্তিটি কে করেছিলেন?

ক) পণ্ডিত নেহেরু (খ) আব্রাহম লিঙ্কন

গ) মহাত্মা গান্ধী (ঘ) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

১৩) গণতন্ত্র শব্দটি কোন্ ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে?

ক) লাতিন (খ) ফরাসী (গ) গ্রীক (ঘ) ইংরেজি

১৪) 'বার্থ পার্টি' এশিয়ার কোন্ দেশের দল?

ক) চিন (খ) ভারত (গ) সিরিয়া (ঘ) পাকিস্তান

১৫) কোন্ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ স্বীকৃত?

ক) রাজতন্ত্র (খ) স্বৈরতন্ত্র (গ) গণতন্ত্র (ঘ) অভিজাত তন্ত্র

খ। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- প্রশ্নমান - ১

১) 'ডেমোক্রেসি' শব্দটি কোন কোন গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে?

উঃ- ডেমস ও ক্রেটিয়া- এই দুটি গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে 'ডেমোক্রেসি' শব্দটি গড়ে উঠেছে।

২) এস্তোনিয়ার নাগরিক আইনে কারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন না?

৩) সরকারের বিভিন্ন রূপের নাম লেখো?

৪) 'ডেমোক্রেসি' বা 'গণতন্ত্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?

৫) কমিউনিস্ট শাসিত একটি দেশের নাম লেখো?

৬) কোন্ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় শাসকরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন?

৭) কোন্ সরকার গুগুল এবং ইয়াহু ওয়েবসাইটে স্বাধীন এবং ধারাবাহিক মতপ্রকাশে প্রতিবন্ধ কতা আরোপ করেছিল

৮) "Government of the people, by the people, for the people" - উক্তিটি কার?

৯) প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র কাকে বলে?

১০) কানাডার একটি নির্বাচনী দলের নাম লেখো?

১১) কোন্ দেশে মহিলাদের ভোটাধিকার ছিল না?

১২) কোন্ ধরনের সরকার জনগণের মর্যাদা বৃদ্ধি করে?

১৩) গণতন্ত্রের একটি সুবিধা লেখো?

১৪) সফল গণতন্ত্রের একটি কারণ লেখো?

১৫) গণতন্ত্রের বিপক্ষে একটি যুক্তি দাও?

গ। বিবরনধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- প্রশ্নমান - ৩

১) গণতন্ত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

২) স্বাধীন এবং দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে কী বোঝ?

৩) গণতন্ত্র কাকে বলে?

৪) গণতন্ত্রের ত্রুটিগুলো কী কী?

৫) জেনারেল পারভেজ মোশারফ কীভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি পদে বসেন?

৬) জানু-পিফ (ZANU-PF) সম্পর্কে যা জান লেখো।

৭) গণতন্ত্রের পক্ষে তিনটি যুক্তি দেখাও।

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **প্রশ্নমান - ৫**

১) কেন জনগণ গণতন্ত্রকে সরকারের উত্তমরূপ বলে মনে করে?

২) গণতন্ত্রের বিপক্ষে কী কী যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তা লেখো।

৩) গণতন্ত্রের কাছে জনগণের প্রত্যাশা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪) গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলি আলোচনা করো। গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলোর অভাব ভারতে আছে কী?

৫) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ? গণতন্ত্রের অসুবিধাগুলো লেখো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংবিধানিক কাঠামো

বিষয় সংক্ষেপ ঃ-

*** সংবিধান আমাদের প্রয়োজন কেন?**

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান থেকে একটি গণতন্ত্রিক দেশে সংবিধান কেন প্রয়োজন হয় তা বুঝতে পারা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, স্বাধীনতার পর সংবিধান তৈরির পূর্বে এমন এক বিশ্বাস যোগ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে। যেখানে সকলের জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন থাকবে এবং সকলে তা মেনে চলবে, থাকবে নাগরিকের অধিকারসমূহ, সরকার কী করবে বা কী করবে না, তাও থাকবে সেখানে, এই নিয়মকানুনের সমষ্টিগুলো হল সংবিধান।

* ভারতীয় সংবিধানের গঠন ঃ- দক্ষিণ আফ্রিকার মত ভারতে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সংবিধান রচিত হয়। ভারতের মতো এত বৃহৎ এবং বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী সম্বলিত একটি রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লিখিত ও জটিল একটি সংবিধান ভারতে প্রণয়ন করা হয়।

সংবিধান রচনার ইতিহাস ঃ- ১৯২৮ সালে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতের সংবিধানের একটি খসড়া পরিকল্পনার রূপ তৈরি হয়। ১৯৩১ খ্রীঃ জাতীয় কংগ্রেসের করাচী সম্মেলনে স্বাধীন ভারতের সংবিধান কীরূপ হবে এবিষয়ে আলোচনা করা হয়। আবার ১৯৩৭ খ্রীঃ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রাদেশিক আইনসভা ও মন্ত্রী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

গণপরিষদ ঃ- ভারতের সংবিধান রচনা করে গণপরিষদ, যার নির্বাচন অনুষ্টিত হয় ১৯৪৬ সালে। গণপরিষদ ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ সালে সংবিধান গ্রহণ করে এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী তা কার্যকর হয়। এটি রচনা করতে দীর্ঘ ৩ বছর সময় লাগে। মোট ৩৯৫ টি ধারা ও ৪টি তপশিল নিয়ে ভারতের সংবিধান রচিত হয়।

ক। সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- **প্রশ্নমান - ১**

১) ভারতীয় গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন -

(ক) নেহেরু, (খ) আম্বেদকর, (গ) রাজেন্দ্র প্রসাদ, (ঘ) কৃষ্ণমূর্তি।

উঃ- রাজেন্দ্র প্রসাদ।

২) গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল -

(ক) ৩৭৯ জন, (খ) ৩৮৯ জন, (গ) ৩৯৯ জন, (ঘ) ৩৬৯ জন।

উঃ- ৩৮৯ জন।

৩) ভারতীয় সংবিধানের জনক বলা হয় -

(ক) নেহেরুকে, (খ) আম্বেদকরকে, (গ) গান্ধিজিকে, (ঘ) মতিলাল নেহেরুকে।

৪) কে গণপরিষদের সদস্য ছিলেন না —

(ক) বি আর আম্বেদকর (খ) মহাত্মা গান্ধি (গ) বলদেব সিং (ঘ) জহরলাল নেহেরু

৫) ভারতীয় সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি হলেন -

(ক) নেহেরু, (খ) ইন্দিরা গান্ধি, (গ) রাজেন্দ্র প্রসাদ, (ঘ) আম্বেদকর।

৬) ভারতীয় সংবিধানের 'উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন -

(ক) আম্বেদকর, (খ) রাজেন্দ্র প্রসাদ, (গ) রাজীব গান্ধি, (ঘ) নেহেরু।

৭) ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন -

(ক) ইন্দিরা গান্ধি, (খ) রাজীব গান্ধি, (গ) নেহেরু, (ঘ) রাজেন্দ্র প্রসাদ।

৮) ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন -

(ক) নেহেরু, (খ) রাজেন্দ্র প্রসাদ, (গ) আম্বেদকর, (ঘ) ইন্দিরা গান্ধি।

৯) সংবিধান সভার দাবি সর্বপ্রথম জানান -

(ক) মহাত্মা গান্ধি, (খ) নেহেরু, (গ) প্যাটেল, (ঘ) কৃপালনী দেবী।

১০) স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন -

(ক) রাজা গোপালাচারি, (খ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন, (গ) নেহেরু, (ঘ) ওয়ারেন হেস্টিংস।

১১) 'যুব ভারত' (Young India) নামক সাময়িক পত্রিকাটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

ক) ১৯৩১ (খ) ১৯৪১ (গ) ১৯৪৭ (ঘ) ১৯৩৭

১২) অন্ধ্র মহিলা সভার প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

ক) জি দুর্গাবাই দেশমুখ (খ) ইন্দিরা গান্ধি (গ) সরোজিনী নাইডু (ঘ) জওহরলাল নেহেরু

১৩) সংবিধানের প্রারম্ভিক ভূমিকা, যার মধ্যে সংবিধানের যৌক্তিকতা এবং পথপ্রদর্শক মূল্যবোধগুলো উল্লেখ থাকে, তাকে বলা হয় —

ক) সংবিধান (খ) দর্শন (গ) প্রস্তাবনা (ঘ) মিলনস্থান

১৪) গণপরিষদ কতসালে সংবিধান গ্রহণ করে?

ক) ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০ (খ) ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯

গ) ২৬ জানুয়ারী ১৯৪৭ (ঘ) ২৬ অক্টোবর ১৯৪৮

১৫) ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক কর্তব্য আছে -

(ক) ৪ টি, (খ) ৯ টি, (গ) ১০ টি, (ঘ) ১১ টি।

খ। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- প্রশ্নমান - ১

১) ভারতের প্রথম জাতীয় হকি দলের অধিনায়ক কে ছিলেন?

২) বল্লভ ভাই প্যাটেল কে ছিলেন?

৩) দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

৪) আইভর জেনিংস গণপরিষদকে কী বলে অভিহিত করেছেন?

৫) গণপরিষদের সহ-সভাপতি হিসাবে কে নির্বাচিত হন?

৬) ভারতের সংবিধান কবে থেকে কার্যকরী হয়?

৭) স্বাধীন ভারতের লোকসভার প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন?

৮) গণপরিষদের সর্বশেষ অধিবেশন কবে অনুষ্ঠিত হয়?

৯) বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান কোন্ দেশের?

১০) গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি হিসাবে কে নিযুক্ত হন?

১১) "কংগ্রেস কখনই গান্ধিবাদী ছিল না" - উক্তিটি কার?

১২) চুক্তি বা আইনের ধারা কী?

১৩) ভারতীয় সংবিধানের কত নং ধারায় জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে?

১৪) গণপরিষদ কাকে বলে?

১৫) গণপরিষদ কবে সর্বপ্রথম ডোমিনিয়ন পার্লামেন্ট হিসাবে কাজ করে?

গ। বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- প্রশ্নমান - ৩

১) সংবিধানের প্রয়োজনীয়তাগুলো কী কী?

উঃ- সংবিধানের প্রয়োজনীয়তাগুলো হল,

(ক) সকল সংবিধানেই একটি দর্শন থাকে এবং ওই দর্শন সংবিধানের মধ্যদিয়েই আত্মপ্রকাশ করে।

(খ) একটি দেশের সংবিধানের চরিত্র সংবিধানের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়।

(গ) সংবিধান হল মানুষের অধিকারের দলিল, যেখানে মানুষের প্রকৃত প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে।

(ঘ) অধিকার ভঙ্গের প্রতিবিধানের সুনিশ্চয়তা দান করে সংবিধান।

(ঙ) সংবিধানের মধ্যে জনগণের কর্তব্যের ঘোষণা করা হয়।

২) ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩) ভারতের সংবিধান কীভাবে সংশোধন করা যায়?

৪) 'ভারতীয় সংবিধানের প্রাধান্য' - বক্তব্যটির তাৎপর্য কী?

৫) ভারতীয় সংবিধানে বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

৬) গণপরিষদের উদ্দেশ্য কী ছিল?

৭) প্রস্তাবনা কী?

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- প্রশ্নমান - ৫

১) সংবিধান কী? ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্টগুলো আলোচনা করো?

২) ভারতীয় সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সংমিশ্রন বলা হয় কেন?

৩) ভারতের সংবিধান রচনায় গণপরিষদের ভূমিকা আলোচনা করো?

৪) কোনো রাষ্ট্রের সংবিধানের কাজগুলো কী কী?

৫) সংবিধানের দর্শন বর্ণনা করো?

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচনি রাজনীতি

বিষয় সংক্ষেপ ঃ-

বর্তমান যুগ হল পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগ। এরূপ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দেশ শাসনে অংশগ্রহণ করে। তাই গণতন্ত্রে জনগণের প্রতিনিধিদের জন্য নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

*** নির্বাচন কেন প্রয়োজন?**

প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসনকে বাস্তবায়িত করার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা অত্যন্ত অপরিহার্য। নির্বাচন ছাড়া জনগণের শাসন একমাত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রেই সম্ভব। কিন্তু বর্তমান যুগ যেহেতু পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগ, তাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বাস্তবে কার্যকর করার প্রধান উপায় হল নির্বাচক মন্ডলী গঠন করা ও আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠানো।

* আমাদের নির্বাচনগুলোর পদ্ধতি কী?

ভারতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ বছর পর লোকসভা ও বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। একই সময়ে একই দিনে বা নিদিষ্ট কয়েকটি দিনে সকল নির্বাচনি ক্ষেত্রে ভোটদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। একে সাধারণ নির্বাচন বলে। আবার কোনো কারণে নির্বাচিত সদস্যদের পদ সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই খালি হলে ওই পদে পুনরায় নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। এই ব্যবস্থাকে 'উপনির্বাচন' বলে।

নির্বাচনি ক্ষেত্র ঃ- প্রত্যেক নির্বাচনের জন্য সমগ্র দেশকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করা হয়। এই এলাকাগুলো নির্বাচনি ক্ষেত্র নামে পরিচিত।

সংরক্ষিত নির্বাচনি ক্ষেত্র ঃ- কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাজের দুর্বল শ্রেণির প্রতিনিধিদের জন্য অর্থাৎ তপশিলি জাতিভুক্ত, উপজাতিদের জন্য এর একতৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ভোটার তালিকা ঃ- নির্বাচনি ক্ষেত্র স্থির হওয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ হল ভোটদাতাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা।

প্রার্থীদের মনোনয়ন ও শিক্ষা যোগ্যতা ঃ- নির্বাচন প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা বাধ্যতামূলক এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় এমন প্রতিটি প্রার্থীকে মনোণয়নপত্র দাখিল করতে হয়।

নির্বাচনি প্রচার ঃ- নির্বাচনি প্রচার চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা থেকে শুরু করে ভোটের দিন পর্যন্ত চলতে থাকে।

ক। সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- **প্রশ্নমান - ৫**

১) লোকসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বলা হয় -

(ক) সাংসদ, (খ) বিধায়ক, (গ) কমিশনার, (ঘ) কাউন্সিলার।

উঃ- সাংসদ।

২) বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বলা হয় -

(ক) সাংসদ, (খ) বিধায়ক, (গ) কমিশনার, (ঘ) কাউন্সিলার।

উঃ- বিধায়ক।

৩) নির্বাচনে 'গরিবি হঠাও' স্লোগান দিয়েছিলেন -

(ক) লালবাহাদুর শাস্ত্রি, (খ) রাজীব গান্ধি, (গ) ইন্দিরা গান্ধি, (ঘ) মনমোহন সিং।

৪) মূল সংবিধানে ভারতে সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানের ন্যূনতম বয়স ছিল -

(ক) ১৮ বছর, (খ) ২০ বছর, (গ) ২১ বছর, (ঘ) ২৫ বছর।

৫) 'ন্যায় যুদ্ধ' আন্দোলনের দলনেতা কে ছিলেন?

ক) চৌধুরী দেবীলাল (খ) জহরলাল নেহেরু (গ) নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু (ঘ) বি আর আম্বেদকর

৬) নির্বাচনের জন্য সমগ্র দেশকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করা হয়। এই এলাকাগুলো কী নামে পরিচিত?

ক) নির্বাচনী ক্ষেত্র (খ) লোকসভা (গ) রাজ্যসভা (ঘ) বিধানসভা

৭) কোন্ রাজ্যে নির্বাচনি ক্ষেত্রে ৩০টির বেশি নির্বাচনী কেন্দ্র রয়েছে?

ক) মহারাষ্ট্র (খ) নাগাল্যান্ড (গ) ওড়িশা (ঘ) রাজস্থান

৮) ত্রিপুরায় — টি রাজ্য নির্বাচনী ক্ষেত্র আছে?

ক) ৩ (খ) ২ (গ) ১ (ঘ) ৪

৯) নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ -

(ক) ৪ বছর, (খ) ৫ বছর, (গ) ৬ বছর, (ঘ) ৭ বছর।

১০) ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পদচ্যুত করেন -

(ক) রাষ্ট্রপতি, (খ) প্রধানমন্ত্রী, (গ) রাজ্যপাল, (ঘ) স্পিকার।

১১) ভারতে সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানের জন্য ন্যূনতম বয়স হল -

(ক) ১৮ বছর, (খ) ২০ বছর, (গ) ২১ বছর, (ঘ) ২৫ বছর।

১২) ভারতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ করেন -

(ক) রাষ্ট্রপতি, (খ) প্রধানমন্ত্রী, (গ) রাজ্যপাল, (ঘ) প্রধান বিচারপতি।

১৩) বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা -

(ক) ২ জন, (খ) ৩ জন, (গ) ৪ জন, (ঘ) ৫ জন।

১৪) নির্বাচন পরিচালনা করে -

(ক) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) বিচার বিভাগ, (ঘ) রাজনৈতিক দলগুলো।

খ। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ-

প্রশ্নমান - ১

১) কে নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ করেন?

উঃ- রাষ্ট্রপতি।

২) মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কার দ্বারা নিযুক্ত হন?

উঃ- রাষ্ট্রপতি।

৩) নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা কত বছরের জন্য নিযুক্ত হন?

৪) ভারতের মূখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কে পদচ্যুত করেন?

৫) নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত?

৬) ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবাংলার বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের অন্যতম স্লোগান কী ছিল?

৭) নির্বাচনে প্রার্থী হতে গেলে ন্যূনতম কত বছর বয়স লাগে?

৮) ভারতে কবে সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়?

৯) লোক সভার প্রথম নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?

১০) ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোকে কে স্বীকৃতি দেয়?

১১) ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর ধারায় নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে।

১২) EPIC এর পূর্ণ রূপ কী?

১৩) EVM কী?

১৪) কাদের ভোটাধিকার থাকে না?

১৫) কী কারণে নির্বাচন কমিশন পুনর্নির্বাচনের আদেশ দেয়?

গ। বিবরনধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ-

প্রশ্নমান - ৩

১) একজন ভারতীয় ভোটদাতার চারটি যোগ্যতার উল্লেখ করো।

উঃ- ভারতীয় সংবিধানের ৩২৬ নং ধারায় ভোটদাতাদের যোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

(ক) ১৮ বছর বয়স্ক হতে হবে।

(খ) ভারতীয় দন্ডবিধি দ্বারা অপরাধী হওয়া চলবে না।

(গ) তাকে স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

(ঘ) কোনো বিকৃত মস্তিষ্ক বা দেউলিয়া বলে গণ্য হওয়া চলবে না।

২) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলতে কী বোঝ?

৩) নির্বাচনের তিনটি প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো।

৪) নির্বাচন কমিশনারকে কীভাবে পদচ্যুত করা যায়?

৫) ভারতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য তিনটি অবস্থার উল্লেখ করো?

৬) নির্বাচনী প্রচার বলতে কী বোঝ?

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **প্রশ্নমান - ৫**

(১) ভারতের নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি আলোচনা করো।

(২) ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা কীভাবে বজায় রাখা হয়?

(৩) ভারতে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের প্রতিবন্ধকতাগুলো কী?

(৪) গণতন্ত্রে নির্বাচন কাকে বলে? নির্বাচনী প্রচারের প্রয়োজনীয়তা কী?

(৫) ভারতের নির্বাচন কমিশনের গঠন ও আবশ্যকীয় শর্তগুলো আলোচনা করো।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ

বিষয় সংক্ষেপ ঃ-

সরকার পরিচালনায় যখন জনগণের অভিমত প্রতিফলিত হয়, তখন সেই শাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক সরকার বা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলা হয়। গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় এবং জনগণের জন্যই সরকার। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসকদের কতকগুলো আইন ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় এবং কতকগুলো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করতে হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলোই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্তম্ভ। গণতান্ত্রিক তিনটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্য করা করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হল আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ।

* কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়?

* একটি সরকারি আদেশ ঃ ১৯৯০ খ্রিঃ ১৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার একটি আদেশ জারি করে। এটিকে বলা হয় সরকারী দফতরের স্মারকলিপি। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসংস্থান, গণ অভিযোগ এবং জনগণ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এই আদেশে স্বাক্ষর করেন।

* রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ঃ একটি দেশের সরকারকে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়মূলক কাজ করতে হয়। এই সব উন্নয়নমূলক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনেক উপায় অবলম্বন করা হয়। এইগুলোকেই প্রতিষ্ঠান বলে। প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথভাবে কাজ করলেই গণতন্ত্র সফল হয়।

* পার্লামেন্ট আমাদের কেন প্রয়োজন?

ভারতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জাতীয় সভাকে পার্লামেন্ট বা সংসদ বলে। রাজ্যস্তরে এ ধরনের প্রতিনিধি সভাকে বলে রাজ্য আইনসভা বা বিধানসভা, গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরনের আইনসভা থাকা একান্ত আবশ্যক। এর দুটি কক্ষ, উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ লোকসভা।

* প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ ঃ- প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তিনি ৫ বছরের জন্য নিযুক্তি পান। প্রধানমন্ত্রীর নিযুক্তির পর রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করেন।

* রাষ্ট্রপতি ঃ- রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের প্রধান। তিনি একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। ব্রিটেনের রাণীর মত ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলো আনুষ্ঠানিক।

* বিচার বিভাগ ঃ- প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ এবং শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের অখন্ড বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিমকোর্টের নিচের স্তরে রাজ্যগুলোর জন্য আছে হাইকোর্ট।

ক। সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ-

প্রশ্নমান - ১

১) রাজনৈতিক প্রশাসক হলেন -

(ক) মুখ্যসচিব, (খ) অর্থসচিব, (গ) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। (ঘ) এর সকলেই।

উঃ- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

২) ভারতের সংবিধান সংশোধনের জন্য পদ্ধতি রয়েছে -

(ক) ১টি, (খ) ২টি, (গ) ৩টি, (ঘ) ৪টি।

উঃ- ১টি।

৩) ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী কক্ষটি হল —

ক) লর্ডসভা (খ) লোকসভা (গ) জনপ্রতিনিধিসভা (ঘ) মার্কিন সিনেট

৪) লোকসভার প্রথম স্পিকার হলেন -

(ক) মীরাকুমার, (খ) সোমনাথ চ্যাটার্জি, (গ) পি.এ.সাংশা, (ঘ) জি.ভি. মভলংকর।

উঃ- জি ভি মভলংকর

৫) পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ কোনটি?

ক) লোকসভা (খ) রাজ্যসভা (গ) সিনেট (ঘ) কংগ্রেস

৬) ভারতে কেন্দ্রীয় আইন সভার নাম -

(ক) লোকসভা, (খ) রাজ্যসভা, (গ) সংসদ, (ঘ) বিধানসভা।

৭) বিধানসভার সভাপতিকে বলা হয় -

(ক) মুখ্যসচিব, (খ) মুখ্যমন্ত্রী, (গ) চেয়ারম্যান, (ঘ) অধ্যক্ষ।

৮) লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যা কত?

ক) ৫৪৩ (খ) ৫২৫ (গ) ১০০ (ঘ) ২২৫

৯) রাজ্যসভার মোট সদস্য সংখ্যা কত?

ক) ২৪৫ (খ) ২৪৮ (গ) ৫২৫ (ঘ) ৫০০

১০) ভারতের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান কে?

ক) রাষ্ট্রপতি (খ) রাজ্যপাল (গ) অধ্যক্ষ (ঘ) হাইকোর্টের বিচারপতি

১১) 'My Presidential Years' গ্রন্থটি রচনা করেন -

(ক) সঞ্জীব রেড্ডি, (খ) ভেঙ্কটরামন, (গ) রাধাকৃষ্ণন, (ঘ) হিদায়ে তুল্লা।

১২) বিল পাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল -

(ক) প্রথম পাঠ, (খ) দ্বিতীয় পাঠ, (গ) তৃতীয় পাঠ, (ঘ) রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর।

১৩) রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন -

(ক) রাষ্ট্রপতি, (খ) উপরাষ্ট্রপতি, (গ) স্পিকার, (ঘ) প্রধানমন্ত্রী।

১৪) রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের নাম -

(ক) হাইকোর্ট, (খ) সুপ্রিম কোর্ট, (গ) জজকোর্ট, (ঘ) পঞ্চায়েতকোর্ট।

খ। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **প্রশ্নমান - ১**

১) সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের কে নিয়োগ করেন?

উঃ- রাষ্ট্রপতি।

২) লোকসভার অধিবেশন কে আহ্বান করেন?

উঃ- রাষ্ট্রপতি।

৩) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সভায় কে সভাপতিত্ব করেন?

উঃ- প্রধানমন্ত্রী।

৪) হাইকোর্টের বিচারপতিদের কে নিয়োগ করেন?

৫) রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা কে?

৬) পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশন কে আহ্বান করেন?

৭) রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার কতজন সদস্যকে মনোনীত করেন?

৮) কিচেন ক্যাবিনেট কী?

৯) ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে?

১০) I.P.S-এর পুরো নাম কী?

১১) অর্থবিল উত্থাপনের জন্য কার অনুমতি অপরিহার্য?

১২) লোকসভার প্রথম স্পিকারের নাম লেখো।

১৩) রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকাল কত বছর?

১৪) অর্থবিলের ক্ষেত্রে কোন্ কক্ষ অধিক ক্ষমতা ভোগ করেন?

১৫) আর্থিক ক্ষেত্রে কোন্ কক্ষ অধিক ক্ষমতা ভোগ করে?

১৬) কে সকল দপ্তরের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করেন?

গ। বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **প্রশ্নমান - ৩**

১) ভারতের রাষ্ট্রপতি কীভাবে এবং কাদের দ্বারা নির্বাচিত হন?

উঃ- সংবিধানের ৫৪ নং ধারা অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি এক বিশেষ নির্বাচক সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচক সংস্থা (ক) সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং (খ) অঙ্গরাজ্যগুলোর বিধানসভার নির্বাচিত

সদস্যগণকে নিয়ে গঠিত হয়। একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি ও গোপন ব্যালটের ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়।

২) সুপ্রিমকোর্টকে সংবিধানের অভিভাবক বলা হয় কেন?

৩) লোকসভা, রাজ্যসভা থেকে অধিক শক্তিশালী কীভাবে?

৪) অনাস্থা প্রস্তাব বলতে কী বোঝ?

৫) ভারতের প্রধান বিচারপতি কীভাবে নির্বাচিত হন? তাঁর কার্যকালের মেয়াদ কত?

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- প্রশ্নমান - ৫

১) "প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভার প্রধান স্তম্ভ" - আলোচনা করো।

২) ভারতের পার্লামেন্টের গঠন বর্ণনা করো।

৩) ভারতের রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

৪) বিধানসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

৫) ভারতের পার্লামেন্টের অর্থবিল পাশের পদ্ধতি আলোচনা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ

বিষয় সংক্ষেপ ঃ-

গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হল জনগণের ক্ষমতায়ন। প্রকৃতপক্ষে অধিকার হল মানুষের জন্মগত ন্যায়সঙ্গত দাবি, যার জন্য মানুষ যুগে যুগে সংগ্রামে অবতীর্ন হয়েছে। অধিকার ছাড়া মানুষের জীবন বিকশিত হতে পারে না। মানুষের অধিকারগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার মধ্যদিয়েই গণতন্ত্রে প্রতিফলিত হয়।

* গণতন্ত্রে অধিকারসমূহ ঃ- অধিকার কী?

সাধারণ অর্থে 'অধিকার' কথাটির অর্থ হচ্ছে - নাগরিকের স্ব-ইচ্ছায় কোনো কাজ করবার বা না-করবার পূর্ণ স্বাধীনতা, কিন্তু অধিকারের ধারণা সমাজগত। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ ও কতকগুলো সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন, এই সামাজিক সুযোগ সুবিধাগুলোকেই অধিকার বলা হয়।

* গণতন্ত্রে আমাদের কেন অধিকারের প্রয়োজন?

গণতন্ত্রে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অধিকার থাকা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হল জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন ব্যবস্থা। তাই ভোটদান করা এবং সরকার গঠনের জন্য নির্বাচিত হওয়ার অধিকার সকলের থাকা উচিত।

ভারতীয় সংবিধানে অধিকারসমূহ ঃ- বর্তমানে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের সংখ্যা ৬টি। এগুলো হল-

* সাম্যের অধিকার ঃ সংবিধানের ১৪-১৮ নং ধারায় সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকারের অন্যতম হল সাম্যের অধিকার।

* স্বাধীনতার অধিকার ঃ- সংবিধানের ১৯ নং ধারায় ৬ প্রকার স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

* শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার ঃ- সংবিধানের ২৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মানুষকে ক্রয়-বিক্রয়, বেগার খাটানো এবং অন্যায়ভাবে একই উপায়ে বলপূর্বক শ্রম করানো দন্ডনীয় অপরাধ।

* ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ঃ- বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানে ২৫-২৮ নং ধারার বলে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত হয়েছে।

* শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার ঃ- সংবিধানের ২৯ নং এবং ৩০ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারতের যে কোনো অংশে বসবাসকারী সকল শ্রেণির নাগরিকগণ তাদের নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে পারবে এবং ৩০ নং ধারায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

* সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার ঃ- অধিকারগুলো আসলে অঙ্গীকার পত্র। তাই এগুলোকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই অধিকারগুলো বাস্তবায়নের দাবিকেই বলে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার।

ক। সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- **প্রশ্নমান - ১**

১) সমাজ, রাষ্ট্র ও অন্যান্য লোকজনের কাছ থেকে যুক্তিগ্রাহ্য ও কাঙ্খিত চাহিদার অভিজ্ঞান হল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের —।

ক) গণতন্ত্র (খ) অধিকার (গ) বিল (ঘ) আইন

২) ভারতীয় সংবিধানের সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব হারায় কত খ্রিঃ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে?

(ক) ১৯৭৬, (খ) ১৯৭৭, (গ) ১৯৭৮, (ঘ) ১৯৭৯।

৩) সৌদি আরবে আইনসভার প্রতিনিধিগণকে নিয়োগ করেন?

ক) রাজা (খ) জনগণ (গ) রাণী (ঘ) মন্ত্রী

৪) নীচের কোন্‌টি মৌলিক অধিকার না?

ক) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (খ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

গ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (ঘ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

৫) বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার হলো একটি —।

ক) মৌলিক অধিকার (খ) মৌলিক কর্তব্য (গ) নির্দেশাত্মক নীতি (ঘ) প্রস্তাবনার অংশ

৬) — খাটানো এমন একটি প্রথা, যেখানে শ্রমিকদের বিনা পারিশ্রমিকে বা খুব কম পারিশ্রমিকে মালিকের জন্য কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

ক) ট্রাফিক (খ) বেগার (গ) মজুর (ঘ) শোষণ

৭) — বছরের নীচে কোনো শিশুকেই এখন কারখানা, খনি বা স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক কোনো কাজ করানো যাবে না।

ক) ১৮ (খ) ১২ (গ) ১৪ (ঘ) ২০

৮) নীচের কোন্‌টি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র?

ক) পাকিস্তান (খ) বাংলাদেশ (গ) ভারত (ঘ) নেপাল

৯) ভারতে 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী আইন' পার্লামেন্টে পাশ হয় -

(ক) ১৯৫১ খ্রিঃ, (খ) ১৯৫২ খ্রিঃ, (গ) ১৯৫৫ খ্রিঃ, (ঘ) ১৯৫৭ খ্রিঃ।

১০) সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্ট কোন্‌ অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে জীবনের অধিকারের অর্থ সম্প্রসারিত করেছে?

ক) খাদ্যের অধিকার (খ) বাসস্থানের অধিকার

গ) যে কোনো ধর্মাচরণের অধিকার (ঘ) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

১১) ভারতীয় সংবিধানে বর্তমানে মৌলিক অধিকারের সংখ্যা -

(ক) ৫ টি, (খ) ৬ টি, (গ) ৭ টি, (ঘ) ৮ টি।

১২) কোনো ব্যক্তিকে উপস্থিত থাকার জন্য আদালতের আদেশকে বলা হয়—

ক) লেখ (খ) সমন (গ) দাবি (ঘ) অধিকার

১৩) সরকারের প্রতি হাইকোর্টের বা সুপ্রিমকোর্টের আদেশের বিভিন্ন নথি —

ক) লেখ (খ) সমন (গ) দাবি (ঘ) অধিকার

১৪) ভারত সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণ আইন প্রনয়ণ করে -

(ক) ১৯৯২ খ্রিঃ, (খ) ১৯৯৩ খ্রিঃ, (গ) ১৯৯৪ খ্রিঃ, (ঘ) ১৯৯৫ খ্রিঃ।

১৫) ব্যক্তি, সমাজ এবং সরকারের কাছে নাগরিকের নৈতিক ও আইনগত অধিকারের দাবি বা সত্ত্ব —

ক) দাবি (খ) লেখ (গ) গমন (ঘ) অধিকার

খ। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- প্রশ্নমান - ১

১) মানবিক অধিকারের রক্ষক কে?

উঃ- সুপ্রিমকোর্ট।

২) দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে কত নং ধারায়?

উঃ- ২৩ নং ধারায়।

৩) ভারতীয় সংবিধানে সমতার অধিকার কোন্ ধরনের অধিকার?

৪) ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার কোন অংশে উল্লেখিত আছে?

৫) অধিকার কী?

৬) যে কোনো দুটি মৌলিক অধিকারের নাম লেখো?

৭) মৌলিক অধিকার কী?

৮) স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দাও।

৯) ভারতীয় সংবিধানের কত নং ধারায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে?

১০) ভোটাধিকার কোন প্রকার অধিকার?

১১) 'বণ্ডেড লেবার' কী?

গ। বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- প্রশ্নমান - ৩

১) 'ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র - আলোচনা করো।

উঃ- মূল সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র কথা বলা না হলেও ১৯৭৬ খ্রিঃ ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করার শপথ ঘোষণা করা হয়েছে। 'ধর্মনিরপেক্ষতার' অর্থ হল এই যে, এখানে বিশেষ কোনো ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি। সংবিধানে বিভিন্ন ধারায় ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি। সংবিধানে বিভিন্ন ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ধর্মগত কারণে কারও প্রতি কোনো বৈষম্য করা চলবে না।.

২) ধর্মের অধিকার বলতে কী বোঝ?

৩) জাতির মানবাধিকার বলতে কী বোঝ?

৪) শিক্ষার অধিকার বলতে কী বোঝ?

৫) সাম্যের অধিকার বলতে কী বোঝ?

ঘ। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- প্রশ্নমান - ৫

১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২) ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো।

৩) গণতন্ত্রে অধিকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪) ভারতীয় সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে কী কী অধিকারের কথা বলা হয়েছে?

৫) ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত সাম্যের অধিকার আলোচনা করো।

প্রথম অধ্যায়

পালমপুর গ্রামের গল্প

এই অধ্যায়ে বর্ণিত পালমপুর গ্রামটি আসলে একটি কাল্পনিক গ্রাম। এটি একটি ছোট গ্রাম সেখানে প্রায় ৪৫০টি পরিবার এর বাস রয়েছে এবং এটি রাইগঞ্জ নামক একটি বড় গ্রাম হতে ৩ কিমি দূরে অবস্থিত। এর নিকটবর্তী শহর হচ্ছে শাহপুর।

পালমপুর গ্রামের প্রধান উপাদনশীল কাজ হচ্ছে কৃষি। বেশীর ভাগ মানুষ জীবিকা উপার্জনের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। গ্রামের জনগণ বিভিন্ন অকৃষি ক্ষেত্রের সাথেও যুক্ত রয়েছে, যেমন - দুগ্ধ উৎপাদন, পরিবহণ, ছোট পরিসরের প্রক্রিয়াকরণ (মৃৎশিল্প, বুনন শিল্প) ইত্যাদি। গ্রামটির পরিবহণ ব্যবস্থার কথা যদি বলা হয়, তবে দেখা যায় মোটর সাইকেল, জিপ, ট্রাকটর এবং ট্রাকের মতো যানবাহন এর সাথে সাথে এখানে গোরু ও মহিষের গাড়িও রয়েছে। গ্রামের বেশীর ভাগ বাড়িতেই বিদ্যুতের সুবিধা রয়েছে। শিক্ষার প্রসারের জন্য দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে একটি সরকারী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও একটি বেসরকারী হাসপাতাল রয়েছে।

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হচ্ছে পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করা। উৎপাদনের মূল তিনটি উপকরণ হচ্ছে - জমি, শ্রম ও মূলধন। প্রাকৃতিক সম্পদ জমি ও জলের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। শ্রম নিবিড় শিল্পে শ্রমের প্রয়োজন হয় এবং আর্থিক সহায়তার জন্য মূলধনের প্রয়োজন হয়। মূলধনের প্রধানত তিনটি ভাগ রয়েছে — কার্যকর মূলধন। (যাতে রয়েছে কাঁচামাল, নগদ অর্থ, স্থির মূলধন - (এতে রয়েছে যন্ত্রপাতি, মেশিন, বিল্ডিং) এবং মানব মূলধন - (এতে রয়েছে শ্রমিক)।

পালমপুরে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ সীমিত। ১৯৬০ এর পর হতে চাষের অধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। জমি হতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পালমপুরে দুইটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে — একাধিক ফসল চাষ এবং আধুনিক কৃষি পদ্ধতি।

বহু বা একাধিক ফসল চাষ মানে হল একই পরিমাণ জমিতে একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের শস্যের উৎপাদন।

আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় উচ্চফলনশীল — (এইচ ওয়াই ভি) বীজ এবং এর সাথে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, সঠিক সেচ ব্যবস্থার ব্যবহার হয়। ভারতে ১৯৬০ এর দশকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা প্রথম এই আধুনিক কৃষি পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করেছিল — যাকে 'সবুজ বিপ্লব' বলা হয়। এর মাধ্যমে ধান ও গমের উৎপাদন সাধারণ কৃষি পদ্ধতির তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের (যেমন জল) অতিরিক্ত ব্যবহার হয় এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে জল, মাটি ও পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে উৎপাদনের প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। মূলধনের স্বল্পতার জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের উচ্চহারে ধনী কৃষক ও মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়।

উদ্বৃত্ত ফসল সাধারণত ক্ষুদ্র কৃষকরা মাঝারি বা ধনী কৃষকদের কাছে বিক্রয় করে। তারপর মাঝারি ও ধনী কৃষকরা তাদের উদ্বৃত্ত ফসল সরাসরি বাজারে বিক্রয় করে, ব্যবসায়ীরা বাজার হতে তা ক্রয় করে এবং শহরের বিক্রেতা বা দোকানদারদের কাছে বিক্রয় করে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- **প্রশ্নমান - ১**

১) পালমপুর গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিবার বাস করে প্রায় -

(ক) ৩৫১ টি, (খ) ২৬৮ টি, (গ) ৪৫০ টি, (ঘ) ৪০০ টি।

উঃ- ৪৫০ টি।

২) পালমপুর থেকে রাইগঞ্জের দুরত্ব প্রায় -

(ক) ৫ কিলোমিটার, (খ) ৩ কিলোমিটার, (গ) ৭ কিলোমিটার, (ঘ) ২ কিলোমিটার।

উঃ- ৩ কিলোমিটার।

৩) পালমপুর গ্রামের সমস্ত নলকূপ চালিত হয় -

(ক) বিদ্যুৎ দিয়ে, (খ) ডিজেল দিয়ে, (গ) পেট্রোল দিয়ে, (ঘ) মোটর দিয়ে।

উঃ- বিদ্যুৎ দিয়ে।

৪) গ্রামের লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল প্রায় -

(ক) ৭০ শতাংশ, (খ) ৭৫ শতাংশ, (গ) ৮৫ শতাংশ, (ঘ) ৯০ শতাংশ।

উঃ- ৭৫ শতাংশ।

৫) জমির পরিমাপের প্রামাণ্য একক হল -

(ক) মাইল, (খ) হেক্টর, (গ) কিলোমিটার, (ঘ) বর্গফুট।

উঃ- হেক্টর।

৬) জোয়ার হল -

(ক) খারিফ শস্য, (খ) রবি শস্য, (গ) জায়িদ শস্য, (ঘ) কোনোটিই নয়।

৭) কাঁচা আখ থেকে তৈরি হয় -

(ক) মধু, (খ) চকলেট, (গ) তালমিছরি, (ঘ) বিস্কুট।

৮) চিরাচরিত চাষাবাদ পদ্ধতিতে পালমপুরে প্রতি হেক্টরে গমের উৎপাদন ছিল -

(ক) ১৫০০ কিলোগ্রাম, (খ) ৩২০০ কিলোগ্রাম, (গ) ৩৩০০ কিলোগ্রাম, (ঘ) ১৩০০ কিলোগ্রাম।

৯) রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে -

(ক) দিল্লী, (খ) ত্রিপুরা, (গ) পাঞ্জাব, (ঘ) নাগাল্যাণ্ড।

১০) পালমপুরের প্রধান খাদ্য শস্য হল -

(ক) ধান, (খ) গম, (গ) জোয়ার, (ঘ) বাজরা।

১১) পালমপুরের কৃষকরা তৃতীয় ফসল হিসাবে চাষ করে -

(ক) আলু, (খ) গম, (গ) আখ, (ঘ) জোয়ার।

১২) রবি মরশুম কোন কালে হয় -

(ক) বর্ষাকালে, (খ) শীতকালে, (গ) শরৎকালে, (ঘ) বসন্ত কালে।

১৩) পালমপুরে উন্নত সেচব্যবস্থার জন্য কৃষকরা বছরে ফসল উৎপাদনে সমর্থ হয় -

(ক) ২ ধরনের, (খ) ৪ ধরনের, (গ) ৩ ধরনের, (ঘ) ৫ ধরনের।

১৪) পালমপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় -

(ক) ১টি, (খ) ২টি, (গ) ৪টি, (ঘ) ৫টি।

১৫) কাঁচামাল হিসেবে কুমোরের প্রয়োজন -

(ক) তুলো, (খ) যন্ত্রাদি, (গ) কাদামাটি, (ঘ) কয়লা।

১৬) পালমপুরে দলিত ভাগ চাষির পরিবার আছে -

(ক) ১৪০ টি, (খ) ১০০টি, (গ) ১৬০টি, (ঘ) ১৫০টি।

১৭) ১০০ মিটার বাহু বিশিষ্ট বর্গাকার জমি হল -

(ক) ১ হেক্টর, (খ) ৩ হেক্টর, (গ) ৫ হেক্টর, (ঘ) ৭ হেক্টর।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **প্রশ্নমান - ১**

১) ভারতের বেশীরভাগ গ্রামগুলোতে প্রধান উৎপাদন কার্য কোনটি?

উঃ- ভারতের বেশীরভাগ গ্রামগুলোতে প্রধান উৎপাদন কার্য হচ্ছে কৃষিকার্য।

২) ভারত সরকার সুনির্দিষ্ঠ একজন কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরি কত?

উঃ- ভারত সরকার সুনির্দিষ্ঠ একজন কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১১৫ টাকা।

৩) কোন্ সাল থেকে পালমপুরে কৃষিজ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি?

উঃ- ১৯৬০ সাল থেকে পালমপুরে কৃষিজ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি।

৪) একই জমিতে বছরে একের বেশি ফসল উৎপাদন পদ্ধতিকে কী চাষ বলা হয়?

৫) ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে ভারতীয় কৃষকরা উচ্চ ফলনশীল (HYV) গম ও ধান বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে কোন্ বিপ্লবের সূচনা করে?

৬) পরীক্ষামূলক ভাবে ভারতের প্রথম কোন্ রাজ্যগুলোতে কৃষকরা আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করে?

৭) কৃষি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত দুটি আধুনিক যন্ত্রপাতির নাম লেখো।

৮) অত্যধিক রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে কৃষি জমির উৎপাদন ক্ষমতা কী রকম হয়?

৯) ডালা কে?

১০) কাঁচামাল ও শ্রমিকের মজুরি বাবদ কোন্ মূলধন ব্যবহৃত হয়?

১১) পালমপুর গ্রামের ধনী কৃষক তেজ পাল সিং এর কাছে তার সমস্ত জমিতে প্রাপ্ত কত কুইন্টাল উদ্বৃত্ত গম রয়েছে?

১২) গ্রামীন ভারতে ১০০ জন শ্রমিকের মধ্যে মাত্র কতজন কৃষি বর্হিভূত ক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে?

১৩) উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

১৪) পালমপুরের শ্রমিকেরা কীসের বিনিময়ে শ্রম প্রদান করে?

১৫) ভারতে মোট কত শতাংশ কৃষিজমি সেচ এর আওতাভূক্ত?

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **প্রশ্নমান - ৩**

১) আধুনিক ভারতে কৃষি জমিতে কত প্রকার চাষ প্রথা প্রচলিত আছে তা বর্ণনা করো?

উঃ- ভারতবর্ষ একটি কৃষি প্রধান দেশ। ভারতবর্ষের অর্থনীতির একটি বিরাট অংশ নির্ভর করে কৃষিকাজের উপর। আধুনিক ভারতে কৃষি জমিতে দুই প্রকার চাষ প্রথা প্রচলিত আছে যথা -

ক) বহুফসলি চাষ প্রথা।

খ) আধুনিক চাষ প্রথা।

ক) বহু ফসলি চাষ প্রথা ঃ- একই জমিতে সারা বছর ধরে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন চাষের পদ্ধতিকে বহুফসলি চাষ প্রথা বলে। বহুফসলি জমিতে গ্রীষ্মকালে জায়িদ শস্য, বর্ষাকলে, খারিফ শস্য এবং শীতকালে রবি শস্য চাষ করা হয়।

খ) আধুনিক চাষ প্রথা ঃ- আধুনিক ও উন্নত সেচব্যবস্থা, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও উচ্চ ফলনশীল বীজের সাহায্যে যে চাষ করা হয়, তাকে আধুনিক চাষ প্রথা বলে।

২) উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণগুলো কী কী?

৩) পালমপুরে কৃষি বর্হিভূত কাজকর্মগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৪) ভারতে কবে সবুজ বিপ্লব হয়? সবুজ বিপ্লবের জনক কে? সবুজ বিপ্লবের ফলে কোন্ কোন্ ফসল উৎপাদনে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হয়?

৫) রাসায়নিক সার অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা কীভাবে নষ্ঠ হয়? ভারতের কোন্ রাজ্যে কৃষি জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার সর্বাধিক এবং কেন?

৬) কৃষি জমি কি সহনশীল বর্ণনা করো?

৭) পালমপুরের কৃষকদের মধ্যে কীভাবে জমি বন্টন করা হয়েছে? বর্ণনা করো।

৮) ভারতের গ্রামাঞ্চলের উন্নতিতে পরিবহণের গুরুত্ব লেখো।

৯) কীভাবে কৃষিকাজ থেকে মাঝারি ও বড়ো কৃষকরা পুঁজি সংগ্রহ করে? আর তা কীভাবে ছোট কৃষক থেকে আলাদা?

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পদ হিসাবে মানুষ

মানুষের দ্বারা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড সঞ্চালিত হয় — যাদের দুইভাগে ভাগ করা যায়, যেমন ঃ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং অ-অর্থনৈতিক কার্যকলাপ।

অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ঃ

অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বলতে সেইসব কর্মকাণ্ডকে বোঝানো হয়, যা হতে আর্থিক লাভ হয় বা নিজের চাহিদা পূরণ হয়। এতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে — কৃষক, শ্রমিক, প্রস্তুতকারক, পেশাদার ব্যক্তি (যেমন শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি)। অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় —

ক) প্রাথমিক ক্ষেত্র ঃ এতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে কৃষিকাজ, মাছ ধরা, খনির কাজ, বনজ সম্পদ আহরণ, পশুপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি।

খ) মাধ্যমিক ক্ষেত্র ঃ এতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে উৎপাদন ও নির্মাণ কার্যকরণ, যেমন শিল্প, কলকারখানা ইত্যাদি।

গ) তৃতীয় ক্ষেত্র ঃ এতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা মূলক কার্যকলাপ, যেমন - শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, বীমা, পরিবহণ, পর্যটন ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে আরও দুভাগে ভাগ করা যায় - বাজার সংক্রান্ত এবং অবাজার সংক্রান্ত কার্যকলাপ। যখন বাজারে বিক্রয়ের জন্য বা আয়ের জন্য উৎপাদন করা হয় তাকে বলে বাজার সংক্রান্ত কার্যকলাপ। আবার যদি নিজস্ব ভোগ বা ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করা হয়, তাকে বলে অবাজার সংক্রান্ত কার্যকলাপ, যেমন ঃ নিজের ব্যবহারের জন্য সবজি চাষ করা ইত্যাদি।

অ-অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ঃ অ-অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলতে সেই সব কর্মকাণ্ডগুলিকে বোঝানো হয় যার পেছনে কোনও আর্থিক লাভ ক্ষতির উদ্দেশ্য থাকে না। যেমন ঃ গৃহস্থলীর কাজ, স্ব-সেবা, স্বেচ্ছাসেবী সেবা ইত্যাদি।

মানব মূলধন ঃ মানব মূলধন হল মানুষের মধ্যে মূর্ত দক্ষতা এবং উৎপাদনশীল জ্ঞানের মজুত ভাণ্ডার। মানুষ তখনই মানব সম্পদে পরিণত হয় যখন তাকে উন্নতমানের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা, স্থানান্তরের সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করা হয়। আবার যখন বিদ্যমান মানব শ্রম শক্তিকে আরও শিক্ষিত এবং স্বাস্থ্যকর করার জন্য ব্যয় করে সম্পদের আরও বিকাশ সাধন করা হয়, তাকে বলা হয় মানব মূলধন গঠন।

মানব মূলধন গঠনের দুটি মূল উপাদান হল - শিক্ষা ও স্বাস্থ্য।

শিক্ষা হল মানব সম্পদ উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই লক্ষ্যে শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় ১৯৫১-৫২ সালে যেখানে ছিল জি ডি পি এর 0.64% শতাংশ, তা ২০০২-০৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে জি ডি পি-এর 3.98% হয়েছে। যদিও আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হল জি ডি পি-এর 6% শিক্ষাখাতে ব্যয় করা।

স্বাস্থ্য হল মানব সম্পদ উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কর্মীদের দক্ষতা ও উপাদনশীলতা মূলত তাদের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। এই লক্ষ্যে দেশের স্বাস্থ্যমানের যথেষ্ট উন্নয়ন করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় - ১৯৫১-৫২ হতে ২০০১ সালের মধ্যে আয়ুস্কাল 37.2 বছর হতে বৃদ্ধি পেয়ে 63.9 বছর হয়েছে। উক্ত সময়সীমায় শিশু মৃত্যুর হার ১৪৭ হতে হ্রাস পেয়ে ৭০ হয়েছে।

বেকারত্ব ঃ যখন চলতি মজুরি হারে কাজ করতে ইচ্ছুক কর্মক্ষম লোকরা কোন কাজ পায় না, তখন তাকে বলে বেকারত্ব। ভারতে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়, যেমন ঃ মরশুমি বেকারত্ব (যারা বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময়ে কর্মহীন হয়ে পরে, যা কৃষিক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়), ছদ্ম বেকারত্ব (যেমন প্রয়োজনের চেয়ে অতিরক্ত শ্রমিক নিয়োজিত থাকে তখন ঐ অতিরিক্ত শ্রমিকরাই হল ছদ্ম বেকার) ইত্যাদি। বেকারত্বের প্রভাবগুলো হল —

ক) ইহা মানব সম্পদের অপচয় করে।

খ) ইহা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

গ) ইহা কর্মরত জনসংখ্যার উপর বেকারত্বের চাপ সৃষ্টি করে।

অনুশীলনী

বহু বিকল্প উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ-

১) মানব সম্পদ বলতে বোঝায় -

ক) দেশের শিক্ষিত ও সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন মানুষকে,

খ) মানুষের টাকা পয়সাকে,

গ) মানুষের সামাজিক সুনাম কে,

ঘ) মানুষ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে।

উঃ- (ক) দেশের শিক্ষিত ও সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন মানুষকে।

২) যাদের মধ্যে উৎপাদনে দক্ষতা ও সামর্থ্য আছে তাদেরকে দেশের কেমন লোক হিসাবে গণ্য করা হয় -

(ক) কর্মহীন লোক, (খ) অলস লোক, (গ) কর্মক্ষম লোক, (ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

উঃ- কর্মক্ষম লোক।

৩) অন্যান্য সম্পদের মতো দেশের জনগণ কী ধরনের সম্পদ -

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদ, (খ) মানব সম্পদ, (গ) খনিজ সম্পদ, (ঘ) অর্থনৈতিক সম্পদ।

উঃ- মানব সম্পদ।

৪) বিশ্বের এমন একটি দেশের নাম লেখো, যে দেশটিতে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য না থাকলেও দেশটি উন্নত ও ধনী-

(ক) জাপান, (খ) পাকিস্থান, (গ) নেপাল, (ঘ) সোমালিয়া।

৫) শিক্ষাখাতে পরিকল্পিত ব্যয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ছিল -

(ক) ১৪৫ কোটি টাকা, (খ) ১৫০ কোটি টাকা, (গ) ১৫১ কোটি টাকা, (ঘ) ১৯৫ কোটি টাকা।

৬) সাক্ষরতার হার ১৯৫১ সালে ১৮% থেকে বেড়ে ২০১০-১১ সালে -

(ক) ৬১ % হয়েছে, (খ) ৩৯% হয়েছে, (গ) ৭১% হয়েছে, (ঘ) ৭৪% হয়েছে।

৭) ২০১১ সালে কেরালায় সাক্ষরতার হার ছিল -

(ক) ৯৪%, (খ) ৮৮%, (গ) ৯০%, (ঘ) ৯৯%।

৮) দুষ্টু চক্র (Vicious Cycle) তৈরির জন্য দায়ী -

(ক) প্রতিবেশী মানুষ, (খ) অশিক্ষা, (গ) দুর্বল স্বাস্থ্য,

(ঘ) অশিক্ষিত ও অস্বচ্ছতার জন্য বঞ্চিত পিতা মাতা।

৯) L.H.V. এর পূর্ণ রূপ হল -

(ক) Light Heavy Vehicle, (খ) Lady Health Visitors,

(গ) Lady Health Vision, (ঘ) Liquid Heavy Vein.

১০) আমাদের দেশে মাত্র কয়টি ডেন্টাল কলেজ আছে -

(ক) ২০৯টি, (খ) ৩০১ টি, (গ) ৪০৫ টি, (ঘ) ৬০৯টি।

১১) 'মিড-ডে-মিল' পরিকল্পনাটির সঙ্গে নীচের কোন বিষয়টি সম্পর্কিত -

(ক) বিদ্যালয় চলো, (খ) দুপুরের খাবার বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া,

(গ) পুষ্টি বৃদ্ধি, (ঘ) স্কুল ছুট।

১২) ভারতের কোন্ রাজ্যে শিক্ষার হার সবচাইতে কম -

(ক) কেরালা, (খ) নাগাল্যান্ড, (গ) বিহার, (ঘ) রাজস্থান।

১৩) দেশে বেকারত্বের বৃদ্ধি একটি দুর্বল অর্থনীতির -

(ক) বৈশিষ্ট্য, (খ) সূচক বা কারণ, (গ) নিয়ম, (ঘ) কারণ নয়।

১৪) পরিসংখ্যাগত দিক থেকে ভারতের বেকারত্বের হার -

(ক) কম, (খ) বেশী, (গ) খুব বেশী, (ঘ) সমান।

১৫) ভারতে কর্মক্ষম মানুষের বয়সসীমা হল -

(ক) ২৫-৪৯বছর, (খ) ১৬-৬০ বছর, (গ) ১৫-৫৪ বছর, (ঘ) ১৮-৬৫ বছর।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **প্রশ্নমান - ১**

১) মানব মূলধনে অধিক বিনিয়োগ (শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষার মাধ্যমে) করলে কী পাওয়া যায়?

উঃ- মানব মূলধনে অধিক বিনিয়োগ করলে বস্তুগত মূলধনের মতোই প্রতিদান পাওয়া যায়।

২) কয়েক দশক ধরে ভারতবর্ষে বিশাল জনসংখ্যাকে সম্পদ না ভেবে কী বলে মনে করা হত?

উঃ- কয়েক দশ ধরে ভারতবর্ষে বিশাল জনসংখ্যাকে সম্পদ না ভেবে বোঝা বা দায় (liability) বলে মনে করা হত।

৩) জাপানের মতো দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ কোন্ সম্পদের অভাব রয়েছে?

উঃ- জাপানের মতো দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব রয়েছে।

৪) জনসংখ্যার গুণগতমান নির্ধারণকারী বিষয়গুলো কী কী?

৫) বেতন বা লাভের উদ্দেশ্যে যে কাজ করা তার পরিশ্রমিক কীসের সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত?

৬) কোন্ কারণে পরিবারে মহিলা এবং পুরুষের মধ্যে শ্রম বিভাগ হয়েছে?

৭) GDP তে শিক্ষাখাতে ব্যয় ১৯৫১-৫২ সালে কত ছিল?

৮) ভারতে কোন্ রাজ্যে শিক্ষার হার সবচাইতে বেশি?

৯) সদ্‌গুণ সম্পন্ন চক্র (virtuous) কীভাবে তৈরী হয়?

১০) অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কোন গুলো?

১১) ২০০৪-০৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা কত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল?

১২) A.T.M এর সম্পূর্ণ নাম কী?

১৩) আমাদের দেশে কয়টি মেডিকেল কলেজ আছে?

১৪) শিশু মৃত্যুর হার বলতে কী বোঝায়?

১৫) ২০১০-২০১১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুসারে ভারতে সাক্ষরতার হার কত?

১৬) সমষ্টিগত স্বাস্থ্য পরিসেবা বলতে কী বোঝ?

১৭) ২০১৩ সালে ভারতে শিশু মুত্যুর হার কত ছিল?

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **প্রশ্নমান - ৫**

১) সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA, 2010) কী? সর্বশিক্ষা অভিযানের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করো।

উঃ- শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তুলতে ভারত সরকার ২০০০-২০০১ খ্রিস্টাব্দে সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচির গোড়াপত্তন করেন। সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA, 2001-02) UEE (Universal Elementary Education) এর একটি সার্থক কর্মসূচি। সর্ব শিক্ষা অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে ছয় থেকে চৌদ্দো বছর বয়সের সকল শিশুদের সবাইকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা।

সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA, 2010) প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা অর্জনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার, স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে অংশীদারিত্বের একটি সময় নির্ধারিত কেন্দ্রীয় উদ্যোগ। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি বাড়াতে ব্রিজ কোর্সেস (Bridge Courses) এবং বিদ্যালয় চলো (Back to School) শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই নীতিগুলো ভারতের শিক্ষিত জনসংখ্যাকে বাড়াতে পারে।

সর্বশিক্ষা অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ-

ক) বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি বাড়ানো।

খ) শিশুদের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা।

গ) তাদের পুষ্টির উন্নতি সাধন করা।

২) বেকারত্ব বলতে কী বোঝ? মরশুমি ও ছদ্ম বেকারত্বের বৈশিষ্ট্য উদাহরনসহ বর্ণনা করো?

৩) পুরুষ ও মহিলাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বর্ননা কর?

৪) জনসংখ্যার গুণমান নির্ধারণকারী উপাদানগুলো কী কী? কীভাবে শিক্ষা জনসংখ্যার গুণমান বৃদ্ধি করে?

৫) মানব সম্পদকে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কেন বলা হয়?

৬) কীভাবে আমাদের দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে দেশের উৎপাদনে বিনিয়োগ করা যায় বর্ণনা করো।

৭) মিড-ডে-মিল কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

৮) শিক্ষিত বেকারত্ব ভারতের একটি বিশেষ সমস্যা কেন?

৯) মহিলারা পুরুষের তুলনায় কম শিক্ষিত কেন?

তৃতীয় অধ্যায়

দারিদ্র একটি সমস্যা

স্বাধীন ভারতবর্ষে সবচেয়ে কঠিন যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তা হল দারিদ্র। দরিদ্র হল এমন একটি অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি তার জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা (যেমন - খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা) পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। ভারতে দারিদ্রতাকে দুভাবে দেখা হয় - শহুরে ও গ্রামীণ দরিদ্র। শহরাঞ্চলে সেই সব লোকদেরই দরিদ্র হিসেবে ধরা হয়, যারা বস্তি এলাকায় কাঁচা বা কুড়ে ঘরে থাকে এবং যাদের পেশা হল ভিক্ষা করা, দৈনিক শ্রমিক, ঠেলা চালানো, মুচি, ময়লা কুড়ানো, হকারী করা ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র বলতে সেই সব লোকদের বুঝানো হয়, যারা অন্যের জমিতে কাজ করে, স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন, বিভিন্ন অকৃষিকাজে নিযুক্ত, মরসুমি বেকার, মৌলিক স্বাক্ষরতা ও দক্ষতার অভাব ইত্যাদি।

দারিদ্রতার বিশ্লেষণে সর্বাধিক প্রযোজ্য সাধারণ নির্দেশকগুলো হল —

ক) সামাজিক বর্জন ঃ দারিদ্রতার বিশ্লেষণের জন্য 'সামাজিক বর্জন' বিষয়টি খুবই কার্যকর। এই ধারণাটি অনুসারে, দারিদ্রকে অবশ্যই অন্যান্য দরিদ্র লোকদের সাথে একটি দরিদ্র পরিবেশে বসবাসকারী দরিদ্রদের পারিপার্শ্বিকতার সাথে দেখা উচিত।

খ) দুর্বলতা ঃ দুর্বলতা বিষয়টি বর্ণনা করে যে অন্যান্য লোকদের তুলনায় বেশি প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, যা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বা চাকরির প্রাপ্যতা হ্রাসের কারণে করা হয়। দারিদ্রের দুর্বলতার পরিমাণ নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বৃহত্তর সম্ভাবনাকে বর্ণনা করে, যেমন, অনগ্রসর বর্ণের সদস্য বা ব্যক্তি যেমন বিধবা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ইত্যাদি।

গ) দারিদ্র রেখা ঃ দারিদ্র রেখা হলো একটি কাল্পনিক রেখা, যার দ্বারা কোনো দেশ তার দারিদ্রের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে। দারিদ্র নির্ধারণের সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি হল আয় ও ভোগব্যয়ের স্তর অর্থাৎ জনগণ দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে, যদি তাদের আয় বা ভোগের মাত্রা একটি ন্যূনতম স্তর (দরিদ্র রেখা) এর নিচে নেমে যায়। ২০২১ সালে ভারতের ন্যূনতম স্তরটি ছিল গ্রামাঞ্চলে প্রতি ব্যক্তির দৈনিক ন্যূনতম ২৪০০ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ (বা মাসিক ৮১৬ টাকা আয়) এবং শহরাঞ্চলে দৈনিক ২১০০ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ (বা মাসিক ১০০০ টাকা আয়) করতে সক্ষম।

দারিদ্রের কারণ ঃ- যে সব বিভিন্ন কারণে ভারতে দারিদ্রের প্রকোপ অব্যাহত রয়েছে তা হল —

ক) বৃটিশ শাসনকালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিম্ন হার ও বৃটিশ শাসকদের অনিচ্ছা হল, ভারতে দারিদ্রের অন্যতম ঐতিহাসিক কারণ।

খ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার চাকুরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস ঘটায় যা দেশের বেশিরভাগ জনগণকে নিম্ন আয়ের দিকে পরিচালিত করে।

গ) জনসংখ্যার উচ্চ বৃদ্ধির হার ও কর্মসংস্থানের কম সুযোগ এর জন্য বেকারত্বের পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে যা দারিদ্রের অন্যতম কারণ।

ঘ) ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের স্বল্পতা এবং ভূমি সংস্কার নীতির অনুপযুক্ত বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্রের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঙ) বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কৃষি উপকরণ ক্রয় করা এবং অন্যান্য কারণে উচ্চ সুদের হারে ঋণ নিয়ে তা ফেরত দিতে না পারায় দরিদ্র জনগণ ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পরে - যা পরবর্তী সময়ে তাদের চরম দরিদ্রের দিকে নিয়ে যায়।

দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি ঃ

দারিদ্র দূরীকরণে সরকার দুই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে —

ক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রসার ঃ সরকারী প্রচেষ্টায় কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে উন্নয়নের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে যা দারিদ্র দূরীকরণে দারুণভাবে সাহায্য করছে।

খ) দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি ঃ নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে দারিদ্র দূরীকরণে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যেমন ঃ Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act. 2005 (MGNREGA), Prime Minister Rozger Yozana (PMRY) 1993, Rural Employment Generation Programme (REGP)-1995, Pradhan Mantri Gramodaya Yozana (PMGY)-2000, Antyodaya Anna Yozana (AAY)-2000 ইত্যাদি।

যদিও ভারতে দারিদ্রের প্রকোপ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু আমাদের সামনে আরো অনেক সমস্যা রয়েছে, যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, সকলের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- **প্রশ্নমান -১**

১) আদতে ভারতবর্ষে প্রতি চার জন নাগরিকের মধ্যে -

(ক) ২ জন দরিদ্র, (খ) ৩ জন দরিদ্র, (গ) ১ জন দরিদ্র, (ঘ) ৪ জন দরিদ্র।

উঃ- ১ জন দরিদ্র।

২) দারিদ্র্যের অর্থ হল -

(ক) অশিক্ষা, (খ) ক্ষুধা, (গ) সুস্বাস্থ্যের অভাব, (ঘ) সবকটি।

উঃ- সবকটি।

৩) ২০১১-১২ সালের ধারনা অনুযায়ী মোটামুটি ভাবে ভারতবর্ষে দারিদ্রতার সহিত বাস করে -

(ক) প্রায় ২৭ কোটি লোক, (খ) প্রায় ১৭ কোটি লোক,

(গ) প্রায় ৩২ কোটি লোক, (ঘ) প্রায় ৩৫ কোটি লোক।

উঃ- প্রায় ২৭ কোটি লোক।

৪) দারিদ্রতার কারণে অপুষ্টির কারণে গরীব পরিবারগুলোতে অধিকাংশ লোক কোন্ রোগে আক্রান্ত হয়?

(ক) কলেরা, (খ) ম্যালেরিয়া, (গ) যক্ষ্মা বা টিবি, (ঘ) জ্বর।

উঃ- যক্ষ্মা বা টিবি।

৫) দারিদ্রতার পরিমাপ করার একটি সাধারণ নিয়ম নির্ভর করে -

(ক) প্রধানত আয় এবং ভোগস্তরের উপর, (খ) অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর,

(গ) সামাজিক অবস্থানের উপর, (ঘ) কোনটিই নয়।

৬) BPL এর সম্পূর্ন রূপ লিখ ঃ-

(ক) Best poverty limit, (খ) Before proverty line,

(গ) Below poverty line, (ঘ) Backward policy limit.

৭) ২০১১-১২ সালে, গ্রামাঞ্চলের জন্য দারিদ্ররেখা স্থির হয়েছে জন প্রতি মাসিক -

(ক) ৭৫০ টাকা, (খ) ৮১৬ টাকা, (গ) ৮৭০ টাকা, (ঘ) ১০০০ টাকা।

৮) ভারতবর্ষে সমস্ত গোষ্ঠী বা শ্রেণিগুলো মিলিয়ে দারিদ্ররেখার নিচে অবস্থিত ও লোকের শতকরা হার গড়ে -

(ক) ১২ জন, (খ) ১৪ জন, (গ) ২০ জন, (ঘ) ২২ জন।

৯) গ্রামীণ এলাকায় তপশিলি উপজাতি লোকেদের ১০০ জনের মধ্যে কতজন তাদের নূন্যতম প্রয়োজন মেটাতে পারে না -

(ক) ২৮ জন, (খ) ৩২ জন, (গ) ৪৩ জন, (ঘ) ৫০ জন।

১০) ভারতের দারিদ্র্যের শতাংশের পরিমাণ —

ক) ক্রমবর্ধমান খ) ক্রমহ্রাসমান গ) স্থির ঘ) এগুলোর কোনোটিই নয়।

১১) ভারতের সবচেয়ে কম সংখ্যা বিশিষ্ট দরিদ্র জনসংখ্যার রাজ্য হল —

ক) উত্তরপ্রদেশ খ) কেরালা গ) মেঘালয় ঘ) গোয়া।

১২) ২০১৩ সালে চিনে দরিদ্র মানুষের শতাংশ ছিল —

ক) ৪১ খ) ৩২ গ) ১.৯ ঘ) ২.৫

১৩) বিহারের দারিদ্র্যের হার হল —

ক) ২৫% খ) ৩৩.৭% গ) ৪০.৫% ঘ) ৫০%

১৪) ২০১৩ সালে লাতিন আমেরিকার দারিদ্র্যের অনুপাত ছিল —

ক) ৫% খ) ৪% গ) ৫.৪% ঘ) ৩.৫%

১৫) Prime Minister Rozger Yozana (PMRY) শুরু হয়েছিল —

ক) ১৯৮২ সালে খ) ১৯৮৯ সালে গ) ২০০৫ সালে ঘ) ১৯৯৩ সালে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ-

১) স্বাধীন ভারতের একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ কী?

উত্তর ঃ- স্বাধীন ভারতের একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হল দরিদ্রতার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে কোটি কোটি মানুষকে মুক্ত করা।

২) মহাত্মা গান্ধির মতে, ভারত কখন প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হবে?

উত্তর ঃ- মহাত্মা গান্ধি সব সময় এ বিষয়ে জোর দিতেন যে, ভারত তখনই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হবে যখন অতীব দরিদ্র ব্যক্তিটিও আত্মযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

৩) আমেরিকায় দরিদ্র বলতে কাদের বোঝায়?

উত্তর ঃ- আমেরিকায় যদি কোনো ব্যক্তির নিজস্ব গাড়ি না থাকে তাহলে তাকে দরিদ্র বলা হয়।

৪) কোন্ সংস্থা প্রথম আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখা ব্যবহার করে?

উত্তর ঃ- বিশ্বব্যাঙ্ক প্রথম আন্তর্জাতিক দারিদ্ররেখা ব্যবহার করে।

৫) মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কী কী?

৬) লখা সিং কোথায় থাকেন?

৭) ভারতের দারিদ্র্যরেখা পরিমাপ করার সময় কোন্ বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়?

৮) ২০১১-১২ সালে দারিদ্র্যরেখায় জন প্রতি মাসিক কত টাকা শহরাঞ্চলের জন্য স্থির করা হয়েছে?

৯) কোন্ সামাজিক গোষ্ঠীগুলো দরিদ্রতার বিবেচনায় সবচেয়ে অসুরক্ষিত?

১০) শহর এলাকায় কত শতাংশ অনিয়মিত শ্রমিক দারিদ্র্যরেখার নীচে বসবাস করে?

১১) সাম্প্রতিককালের হিসাবে ২০১১-১২ সালে ভারতের দারিদ্র্যের অনুপাত কত ছিল?

১২) কারা পরিবারে দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম হয়ে থাকে?

১৩) পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় দারিদ্রতা কম হওয়ার কারণ কী?

১৪) MGNREGA ২০০৫ এর অধীনে গ্রামীণ এলাকায় জীবন জীবিকা সুরক্ষিত করতে প্রতি পরিবারে কত দিনের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা হয়?

১৫) কোন সালে Rural Employment Generation Programme (REGP) শুরু হয়েছিল?

১৬) বিশ্বব্যাঙ্ক এর দারিদ্র্য তালিকায় ভারতের স্থান কত?

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ

১) সমাজ বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী দারিদ্র্য কী?

উত্তর ঃ- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান হল জীবনধারণের মৌলিক চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা। যে ব্যক্তি বা যারা এই চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না তাদের দরিদ্র বলা হয়, আর তাদের এই অবস্থাকে দারিদ্র্য বলে।

দারিদ্রতার অনেকগুলো দিক আছে। বর্তমানে সমাজ বিজ্ঞানীরা এটাকে দুটি প্রধান সূচকের মাধ্যমে দেখেন। সূচক দুটি হল আয়স্তর ও ভোগের উপর নির্ভরশীল। এখন দারিদ্রতাকে নিরক্ষতার স্তর, অপুষ্টির জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব, স্বাস্থ্য পরিসেবার অভাব, কর্ম সংস্থানের অভাব, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বচ্ছতার অভাব প্রভৃতি সামাজিক সূচকের মাধ্যমেও দেখা যেতে পারে।

২) দারিদ্র্যরেখা ও দারিদ্র্যের পরিমাপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করো।

৩) ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলো কী কী?

৪) আন্তঃরাজ্য অসমতা কী বর্ণনা করো?

৫) দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৬) বিশ্ব দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপট অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করো।

৭) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 (MGNREGA) এর মূল উদ্দেশ্যগুলো কী ছিল?

৮) দারিদ্র্য দুরীকরণের উপায়গুলো কী কী?

৯) ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিগুলোর সাফল্য কম কেন?

চতুর্থ অধ্যায়

খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্য নিরাপত্তা মানে সকলের জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা এবং উপলব্ধ খাদ্য সকলের কাছে সহজলভ্যতা এবং সহজলভ্য খাদ্য সবসময় সকল মানুষের ক্রয় করার সক্ষমতা। একটি দেশে সবসময়ের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য সুরক্ষা প্রয়োজন। দেশের কোনো লোক যাতে ক্ষুধায় না মারা যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য সুরক্ষা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, ভুকম্প ইত্যাদি সময়ে যখন খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস পায়, তখন খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা ভাল থাকলে তা উপকারে আসে।

ভারতের গ্রামাঞ্চলে যে সব লোকেরা ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র কারিগর, স্বনির্ভর শ্রমিক ইত্যাদি এবং শহরাঞ্চলে যারা দৈনিক মজুর, ভিক্ষুক, ক্ষুদ্র আয়ের পেশায় যুক্ত ইত্যাদি তারা খাদ্য অ-সুরক্ষার শিকার। ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে যেমন বিহার, ছত্তিশগড়, উড়িশা, ঝাড়খণ্ডের বিরাট অংশের লোক খাদ্য সুরক্ষা আওতার বাইরে রয়েছে।

ভারতে ১৯৬৫ সালের পর হতে সবুজ বিপ্লবের ফলে কিছু কিছু রাজ্যে বিভিন্ন খাদ্য শস্যের উৎপাদন (মূলত ধান ও গম) কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে ভারত সরকার - তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে — ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (Minimum Support Price), আপতকালীন মজুত (Buffer Stock) এবং গণবন্টন ব্যবস্থা (Public distribution system)। কৃষকদের উৎপাদনের অতিরিক্ত অংশ সরকার ভারতীয় খাদ্য নিগম (FIC) এর মাধ্যমে সহায়ক মূল্যে ক্রয় করে এবং গুদামে মজুত করে। এই মজুত ভাণ্ডারকে বলা হয় Buffer Stock বা আপতকালীন মজুত। তারপর সরকার গণবন্টন ব্যবস্থা বা রেশনিং ব্যবস্থায় ভর্তুকি মূল্যে ঐ মজুতকৃত খাদ্যশস্য জনগণের কাছে বিক্রয় করে। গণবন্টন ব্যবস্থার সুযোগ যাতে সমাজের সব অংশের জনগণ গ্রহণ করতে পারে, এইজন্য সরকার তিন ধরনের রেশন কার্ড প্রদান করে থাকে —

ক) অন্ত্যোদয় কার্ড — দরিদ্রতম দরিদ্রদের জন্য।

খ) BPL কার্ড — দারিদ্ররেখার নিচে বসবাসকারীদের জন্য।

গ) APL কার্ড — দারিদ্ররেখার উপরে বসবাসকারীদের জন্য।

গণবন্টন ব্যবস্থার জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রীর মূল্য স্থির থাকে এবং বিপুল সংখ্যক দুঃভিক্ষ ও অনাহার প্রতিরোধ করে। ইহা দুর্বল অংশের ভোক্তাদের স্বার্থকে সুরক্ষিত করে, যাতে তাদের খোলাবাজার হতে উচ্চমূল্যে তাদের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী না ক্রয় করতে হয়। এই গণবন্টন ব্যবস্থার কিছু দুর্বলতাও রয়েছে। অনেক সময় মজুতকৃত খাদ্যশস্যের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আবার এবং পরিচালনগত দূর্বলতার জন্য ব্যাপক অপচয় হয়। এক্ষেত্রে আবার কিছু কিছু অসাধু রেশন ডিলারের দুর্নীতির বিষয়টিকেও উপেক্ষা করা যায় না।

সরকারী গণবন্টন ব্যবস্থার সাথে সাথে সরকার বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে যা খাদ্য সুরক্ষার উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এমন কিছু কর্মসূচি হল — নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (ICDS), খাদ্যের জন্য কাজ প্রকল্প (FFW), দ্বিপ্রাহরিক আহার প্রকল্প (MDM), অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY) ইত্যাদি।

খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী ভূমিকার সাথে সাথে বিভিন্ন সমবায় সংস্থা ও বেসরকারী সংস্থাগুলো (NGOs) এই লক্ষ্যে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায় সমিতিগুলো দরিদ্র মানুষের কাছে কমদামে পণ্য বিক্রি

করার জন্য দোকান স্থাপন করে। উদাহরণ স্বরূপ, তামিলনাড়ুতে চালু সব ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলোর মধ্যে প্রায় ৯৪ শতাংশ সমবায় সমিতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা যেমন ঃ মাদার ডেইরি, আমূল, গ্রেইন ব্যাঙ্কগুলোকে সফল এবং উদ্ভাবনী খাদ্য নিরাপত্তা সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- **প্রশ্নমান - ১**

১) আমাদের ভারতবর্ষে সবচেয়ে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল -

(ক) ১৮৯১ সালে, (খ) ১৯৪৩ সালে, (গ) ১৯৪৮ সালে, (ঘ) ২০১০ সালে।

উঃ- ১৯৪৩ সালে।

২) 'গম বিপ্লব' নামক বিশেষ ডাক টিকিট প্রকাশ করেন -

(ক) প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, (খ) সম্রাট আকবর,

(গ) রাসবিহারী বসু, (ঘ) প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

উঃ- প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

৩) ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষে মৃত্যু হয়েছিল -

(ক) ১৫ লক্ষ লোকের, (খ) ২১ লক্ষ লোকের, (গ) ৩০ লক্ষ লোকের, (ঘ) ৩৫ লক্ষ লোকের।

উঃ- ৩০ লক্ষ লোকের।

৪) দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষেরা রেশন দোকানে যে কার্ড ব্যবহার করে -

(ক) রেড কার্ড, (খ) সবুজ কার্ড, (গ) ব্লু কার্ড, (ঘ) ইয়েলো কার্ড।

উঃ- ইয়েলো কার্ড।

৫) সারা দেশে মোট কত সংখ্যক রেশন দোকান আছে -

(ক) প্রায় ৫.৫ লক্ষ, (খ) ৬ লক্ষ, (গ) ৭.৫ লক্ষ, (ঘ) ১০ লক্ষ

উঃ- প্রায় ৫.৫ লক্ষ।

৬) অন্নপূর্ণা কর্মসূচি (APS) গৃহীত হয় -

(ক) ২০০২ সালে, (খ) ২০০৩ সালে, (গ) ২০০০ সালে, (ঘ) ২০০১ সালে।

৭) 'শ্বেত বিপ্লব' শব্দটি সম্পর্কিত -

(ক) শ্বেত পাথর সম্পর্কে, (খ) আটা সম্পর্কে, (গ) দুগ্ধ বিপ্লবের সঙ্গে, (ঘ) গম বিপ্লবের সঙ্গে।

৮) 'মাদার ডেয়ারি' সমবায় কমিটি অবস্থিত -

(ক) দিল্লিতে, (খ) ত্রিপুরাতে, (গ) গুজরাটে, (ঘ) কর্ণাটকে।

৯) নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (ICDS) যা পরীক্ষমূলকভাবে -

(ক) ১৯৭৫ সালে চালু হয়, (খ) ১৯৬০ সালে চালু হয়,

(গ) ১৯৮০ সালে চালু হয়, (ঘ) ১৯৯৮ সালে চালু হয়।

১০) AAY এর পূর্ণ রূপ হল -

(ক) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, (খ) অটল আটা যোজনা,
(গ) অন্ত্যোদয় অনন্য যোজনা, (ঘ) অনন্য অন্ন যোজনা।

১১) MDM এর সম্পূর্ণ নাম -
(ক) Mid-day meal, (খ) Mid day mear,
(গ) Modified District Management, (ঘ) Mid-day Managing.

১২) ১৯৪০ এর দশকে বাংলায় দুর্ভিক্ষের কারণে ভারতে চালু হয় -
(ক) খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, (খ) রেশনিং ব্যবস্থা,
(গ) ব্যাংকিং ব্যবস্থা, (ঘ) MDM ব্যবস্থা।

১৩) অন্তোদয় অন্ন যোজনা শুরু হয় ২০০০ সালের -
(ক) জানুয়ারী মাসে, (খ) জুন মাসে, (গ) ডিসেম্বর মাসে, (ঘ) এপ্রিল মাসে।

১৪) ২০১৪ সালে ভারতীয় খাদ্য নিগমের (FCI) গম ও ধান মজুত ছিল -
(ক) ৫৫০.৮ মিলিয়ন টন, (খ) ৬৫.৩ মিলিয়ন টন,
(গ) ৭২ মিলিয়ন টন, (ঘ) ৮১ মিলিয়ন টন।

১৫) সমবায় সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেন -
(ক) গণতান্ত্রিক, (খ) অগণতান্ত্রিক, (গ) সমবায়িক, (ঘ) স্বেচ্ছাধীন।

১৬) ভারতের একটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল হল -
(ক) কর্ণাটকের শিমোগা, (খ) রাজস্থানের যোধপুর, (গ) ওড়িশার কালাহান্ডি, (ঘ) আসামের শিবসাগর।

১৭) ভারতের খাদ্য কর্পোরেশন গঠিত হয় -
(ক) ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- **প্রশ্নমান - ১**

১) ভারতের কৃষিক্ষেত্রে কোন্ দশকে সবুজ বিপ্লব ঘটে?
উঃ- ১৯৬০এর দশকের শেষভাগে সবুজ বিপ্লবের সুচনা হয়।

২) খাদ্যের লভ্যতা বা প্রাপ্তি কী?
উঃ- খাদ্যের লভ্যতা বা প্রাপ্তি হল দেশের মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন, আমদানিকৃত খাদ্য দ্রব্য ও সরকারি শস্যাগারে গত বছরের মজুতের সমষ্টি।

৩) "বাংলার দুর্ভিক্ষ" কবে কোথায় হয়েছিল?
উঃ- "বাংলার দুর্ভিক্ষঃ ১৯৪৩ সালে আমাদের ভারতবর্ষের বাংলা প্রদেশে হয়েছিল।

৪) দীর্ঘ সময়ের খাদ্যহীনতা বা অনাহার কি ডেকে আনতে পারে?
উঃ- দীর্ঘ সময়ের খাদ্যহীনতা বা অনাহার দুর্ভিক্ষ ডেকে আনতে পারে।

৫) আপদকালীন মজুত ভান্ডার কাকে বলে?

৬) MSP এর সম্পূর্ণ রূপ লেখো।

৭) কাদের কাছ থেকে ভারতীয় খাদ্য নিগম (FCI) চাল ও গম কিনে থাকে?

৮) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কী?

৯) অমর্ত্য সেন খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে কোন্ বিষয়টি যোগ করেন?

১০) ক্ষুধা কয় ধরনের হয় ও কী কী?

১১) PDS বা গণবন্টন ব্যবস্থা কাকে বলে?

১২) কত সালে পুর্ণগঠিত গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS) চালু হয়?

১৩) ভারতে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার আওতাভুক্ত মোট পরিবারের সংখ্যা কত?

১৪) ভর্তুকি বলতে কী বোঝ?

১৫) রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন কবে প্রচলিত হয়?

১৬) 'আমুল' দুগ্ধ সমবায় কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **প্রশ্নমান - ৫**

১) ভারতীয় খাদ্য নিগমের (FCI) মুখ্য কার্যাবলি বর্ণনা করো।

উঃ- ভারতীয় খাদ্য নিগম (FCI) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালে ১৪ই জানুয়ারী। খাদ্য নিগম কর্তৃক সংগৃহীত খাদ্য শস্য সরকার নিয়ন্ত্রিত রেশন (Ration) দোকানের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র লোকেদের মধ্যে বন্টন করা হয়, আর তাকে বলে গণবন্টন ব্যবস্থা (PDS)। যে সব রাজ্যে উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন হয়, সেই সব রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ভারতীয় খাদ্য নিগম (FCI) চাল ও গম কিনে থাকে। কৃষকরা তাদের ফসলের জন্য পূর্ব ঘোষিত একটি মূল্য পায়, এই মূল্যটিকে বলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (Minimum Support Price)। কৃষকদের কে উৎপাদনে আকৃষ্ট করার জন্য শস্য বপণের পূর্বেই সরকার এই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) ঘোষণা করে। ক্রয় করা এই খাদ্য শস্য শস্যাগারে মজুত করা হয়। ভারতীয় খাদ্য নিগম (FCI) গণ বন্টন বা PDS ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষিদের কাছ থেকে ক্রয় করা শস্য দেশের জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়।

আপদকালীন মজুত ভান্ডার তৈরি করে ভারতীয় খাদ্য নিগম সমগ্র দেশের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। খাদ্য শস্যের বাজারে যেখানে খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়, তখন খাদ্য নিগম হস্তক্ষেপ করে এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করে। সুতরাং ভারতীয় জনগণের বাৎসরিক খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভারতীয় খাদ্য নিগমের অবদান অপরিসীম।

২) খাদ্য নিরাপত্তা কী? কেন খাদ্য নিরাপত্তা প্রয়োজন?

৩) আপদকালীন মজুত (Buffer Stock) ভান্ডারের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

৪) রেশনকার্ড কয় প্রকার ও কী কী? BPL (হলুদকার্ড) ও অন্ত্যোদয় অন্নযোজনা (AAY) কার্ডের সুবিধা গুলো কী কী?

৫) সমন্বয়িত শিশু উন্নয়ন সেবা (ICDS)-র মুখ্য কার্যাবলী বর্ননা করো।

৬) ভারতীয় গণবন্টন ব্যবস্থার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করো।

৭) ভারতীয় খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে 'আমুল' ও 'মাদার ডেয়ারি' সমবায় দুটির ভূমিকা লেখো।

৮) দুর্ভিক্ষ কী? মানুষের জীবনে দুর্ভিক্ষের প্রভাব লেখো।

৯) ভর্তুকি কাকে বলে? ভারত সরকার প্রদত্ত কয়েকটি ভর্তুকির উদাহরণ দাও।